রসেন্দ্রচিন্তামণিঃ।

অর্থাৎ

প্রাচীন-বৈদ্যক-রসগ্রন্থঃ।

চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ-মহামহোপাধ্যায়েন কালনাথ-শিষ্যেণ শ্রীঢুণ্ঢুক
নাথেন বিরচিতঃ

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষেণ
কবিরাজ শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরত্নেন
পরিশোধিতঃ
সরলভাষায়া অনুবাদিতশ্চ।

বিষয়শ্চাস্য নিখিলধাতূনাং স্বেদন, মূর্চ্ছনোত্থাপন, পাতন, বোধন, নিয়মন, দীপনানুবাসন, গগনাদি-
গ্রাসন, গর্ভদ্রুতি, বাহ্যদ্রুতি, জারণ, রঞ্জন, মারণ, ক্রামণ, বেধভক্ষণাদীনি,
সবিস্তরং, বর্ণিতানি। তথা চরকোক্তশিলাজতুপ্রয়োগঃ নাগার্জ্জু-
নোক্তধাতুমারণপ্রকারাঃ, দৃষ্টফল বহুবিধবৃষ্য-
বাজীকরণাদীন্যৌষধানি চ
প্রদত্তানীতি।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানিনা
প্রকাশিতঃ।

কলিকাতা

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা অপরচিৎপুররোড শোভাবাজার
২৮৫ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

রসেন্দ্রচিন্তামণি নামক এই গ্রন্থখানি বৈদ্যকরসগ্রন্থ, বৈদ্যশাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় ঢুণ্টুকনাথ বিরচিত। বৈদ্যকরসগ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, সেই সকলের মধ্যে রসেন্দ্রচিন্তামণি একখানি এবং সমধিক প্রামাণিক ও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

গ্রন্থকার ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ধাতু, বিষ এবং উপবিষাদির শোধন, জারণ এবং মারণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গীনরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভদ্ভিন্ন এই গ্রন্থের মধ্যে যতগুলি ঔষধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই উৎকৃষ্ট ও দৃষ্টফল। সুতরাং এই গ্রন্থখানি অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যমণ্ডলীর নিকট অতীব আদরণীয়। সেই জন্য আমরা পুস্তকখানির বহুলপ্রচার নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া মুদ্রিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছি।

সংপ্রতি ইহার যে একটি সংস্করণ নাগরাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বহুমূল্য ও নাগরাক্ষর। এ জন্য সকলের পাইবার ও পড়িবার অসুবিধা হইয়াছে। এই সমস্ত অসুবিধা ও পুস্তক খানির নিতান্ত আবশ্যকতা পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ইহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এতদ্দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই সুন্দররূপ সংস্কৃত জানেন না, এজন্য তাঁহাদের সুবিধার জন্য মূলের নীচে ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালীবিশুদ্ধ ভাষায় মূলের অনুবাদ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। অনাবশ্যক-বোধে স্থানে স্থানে কেবল তাৎপর্য্যমাত্র দেওয়া হইয়াছে। এবং গুরূপদেশের অনুরোধে ঔষধপ্রণালী কোথাও কোথাও মূলের সহিত কিছু কিছু ভিন্নরূপ করিতে হইয়াছে। "সাধারণে" বটতলার ছাপা পুস্তক, বলিয়া অনাদর না করেন, এই উদ্দেশে সংশোধনের বিষয়েও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। তবে যদি কোথাও কোথাও ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা, গুণগ্রাহী মহোদয়গণ (মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ) এই বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট ইহা আদরণীয় হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

এই গ্রন্থের পাঠ নানা পুস্তকে নানারূপ ও লিপিকরপ্রমাদবশতঃ ভ্রমাত্মক দেখিয়া, আমরা তিন চারিখানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ভ্রমশোধন ও পাঠের সামঞ্জস্য বিধান করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করি নাই। কোন পুস্তকে দুই চারিটি ঔষধ কমবেশী আছে। এরূপ স্থলে দুই অথবা তিন পুস্তকে যাহা আছে, তাহাকেই মূল বলিয়া ধর্ত্তব্য করিয়াছি। আর যাহা শুদ্ধ এক পুস্তকে আছে, দুই তিন পুস্তকে নাই, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। যে যে স্থলে আংশিক পাঠের বিভিন্নতা আছে, অথচ অর্থের বিভিন্নতা নাই, সেখানে উভয়বিধ পাঠই ধরিয়াছি। যে যে স্থলে অর্থের বিভিন্নতা আছে, সেই সেই স্থলে সঙ্গতি ও অসঙ্গতির বিচার করিয়া পাঠ ধরিয়াছি।

গ্রন্থকারের নাম কোন কোন পুস্তকে কালনাথশিষ্য ঢুণ্টুকনাথ বলিয়া বর্ণিত আছে। এবং কোন কোন পুস্তকে রামচন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছে, কিন্তু আমার মতে ঢুণ্টুকনাথ নামটি সঙ্গত বলিয়া বোধ হওয়াতে আমি তাহাই ধরিয়াছি।

ভ্রম সংশোধন।

১৭ পৃষ্ঠার ৯ পংক্তির পর

পূর্ব্বোক্ত বিড়োহপাত্র যৌজ্যঃ।

গোমূত্রৈর্গন্ধকং ঘর্ম্মে শতবারংবিভাবয়েৎ।
শিগ্রুমূলদ্রবৈস্তদ্বৎ দক্ষশঙ্খং বিভাবয়েৎ॥
এতদ্গন্ধকশঙ্খাভ্যাং সমাংশৈর্বিড়সৈন্ধবৈঃ।
এতৈর্ব্বিমর্দ্দিতঃ সূতো গ্রসতেসর্ব্বলোহকম্॥
টঙ্কণংশতধা ভাব্যং দ্রাবৈঃ পালাশবৃক্ষজৈঃ।
বিড়োবহ্নিমুখোনাম হিতোঽয়ং সর্ব্বজারণে॥
ভাবয়েৎ নিচুলক্ষারং দেবদালীদলদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারন্তু বিড়োঽয়ং সত্ত্বজারণে॥

৩৬ পৃ, দ্বিতীয় স্তম্ভ ১২ পংক্তির পর।

গোশৃঙ্গাবৎদ্বিধাশৃঙ্গী শ্বেতঃস্যাদ্বহিরন্তরে॥
এতানি শক্তুকাদ্যানি বাতাদিরুক্মোহোন্মাদ-
ন সন্নিপাতাদৌ চ॥
প্রয়োজ্যানি॥

১২ পৃ, দ্বিতীয় স্তম্ভে ১৭ পংক্তির পর।

ভাবিতং গন্ধকংতেন গন্ধাঢ্যং চরতি ক্ষণাৎ।
বিড়ে সকাঞ্জিকে ক্ষিপ্তো রসঃস্যাদগ্রাসলালসঃ॥
গ্রসতেসর্ব্বলোহানি সর্ব্বসত্ত্বানি বজ্রকম্
শঙ্খচূর্ণং বরিস্ফীরৈরাতপে ভাবয়েদ্দিনম্॥
তদ্বজ্জম্বীরজদ্রাবৈর্দিনৈকং ধূমসারকম্।
সৌবর্চ্চলমজামূত্রৈঃ ভাব্যং যামচতুষ্টয়ম্।
কন্টকারীং চ সংক্বাথ্য দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ।
সার্জ্জিক্ষারং তিন্তিড়ীকং কাশীষঞ্চ শিলাজতু॥
জম্বীরোত্থদ্রবৈর্ভাব্যং পৃথক্‌যামচতুষ্টয়ম্।
নিস্তুষং জয়পালঞ্চ মূলকানাং দ্রবৈর্দ্দিনম্॥
সৈন্ধবং টঙ্কণংশুল্বাং দিনং শিগ্রুজটাম্ভসা।
এবং সর্ব্বং সমাংশন্তু মর্দ্যং জম্বীরজদ্রবৈঃ॥
তৎসর্ব্বং রক্ষয়েদ্ যত্নাদ্বিড়োঽয়ং বড়বানলঃ।
অনেনমর্দ্দিতঃসূতঃ সংস্থিতস্তপ্ত খল্লকে॥
স্বর্ণাদি সর্ব্বলৌহানি সত্ত্বানি গ্রসতেক্ষণাৎ॥

১৭ পৃষ্ঠা নবম পংক্তির পর।

সমস্ত ক্ষারের সমান তিলকাণ্ড ভস্ম দেওয়া নিত্যনাথের মত।

একটি বালুকাপূর্ণ শরা লইবে, পরে পাচ্য দ্রব্য গুলি কোন পাত্রে ভরিয়া শরার মধ্যে রাখিবে, এবং শরার উপর অন্য শরা ঢাকিয়া মৃদুজ্বালে পাক করিবে। ইহাকেই হংসপাক যন্ত্র কহে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি
শুদ্ধিঃ	বুদ্ধিঃ	৩	১	৩৪
তীক্ষ্ণেণ	তীক্ষ্ণেন	৪	১	২
রসদান	দান	৪	১	১৪
বিদ্যুজ্জাত	বিদ্যুজ্জাত	৪	২	১৩
পাপয়ি	পানি	৪	২	২৩
করে	করেন	৪	২	৩০
করে	করেন	৫	১	১
থধাতো	অথাতঃ	৫	১	৬
চারত	চরিত	৫	১	৯
ব্যভচারে	ব্যভিচারে	৫	১	১০
নিগদ্যতে	নিগদ্যতে	৫	১	২৯
রসায়ণোপযোগী	রসায়নোপযোগী	৫	২	৯
মতিন	মিতেন	৫	২	১৮
হস্তিকার	হস্তিকার	৬	১	১
কায়	কাচ	৭	১	১
মন্ত্র	যন্ত্র	৭	১	৩
সহস্থবেধী	সহস্রবেধী	৭	১	৮
যোগেষু	যোগেষু	৭	১	২৩
প্রমাণকারণ	প্রমাণচারণ	৮	১	২৩
প্রমাণ, চারণ	প্রমাণচারণ	৮	১	২৮
যোগ, জারণ	যোগজারণ	৮	১	২৯
মেষলোনভস্ম	মেষলোমভস্ম	৮	২	২৭
কল্কেসু	কল্কেষু	৯	১	১৪
ছুঁতিয়া	পুঁতিয়া	১০	১	২
বীর্য্যং	বীর্য্য	১০	২	২৮
শীগ্রু	শিগ্রু	১১	১	২০
পুষ্কিত	পূজিত	১২	১	১
নাড়বাল	বাড়বানল	১৩	২	৪
চিত্রক্ষীর	চিত্রকক্ষার	১৩	২	১৩
খল্ব	খল্ল	১৩	২	৩১
তপ্তখল্লেব	তপ্তখল্লস্য	১৪	১	১৫
গ্রাসৈর্যত্র	গ্রসৈর্যৈর্ব	১৪	১	২৩
শিরজঃ	শিবজঃ	১৪	২	১
পাত্র্যাধ	পাত্র্যার্থ	১৪	২	৩
সুখস্	সুখম্	১৫	১	৫
মলইন্দ্রগোপ	মলেন্দ্রগোপ	১৯	১	৪
রসবেত্তস্তো	রসবেত্তও	২০	১	৫
তত্ত্বদ্বিষয়ে	তদ্বিষয়ে	২০	১	২৯
মূষাপি	মূষিকাপি	২০	২	৮
ছিদ্রান্বিতামধ্যে	ছিদ্রান্বিতা মধ্যে	২০	২	১৮
পাক	পারদ	২২	২	৭
অথাত্রয়ং	অথাগ্নীয়ং	২৪	২	৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	স্তম্ভ	পঙ্ক্তি
হরিদ্র	হরিদ্রা	২৫	১	৩০
সম্পূট	সম্পুট	২৫	১	৩২
নির্ম্মাদৈঃ	নির্ম্মাদৈঃ	২৫	২	৯
করিয়া।	করিয়া	২৬	১	৩
পুনর্নবা	পুনর্নবা	২৬	১	১৯
লোধ্র	লোধ্র	২৬	২	৪
সিক্তৈ	সিক্ত্যৈ	২৬	২	২৭
তি	ইতি	২৮	১	১০
টঙ্কণ দ্রব ৪ ভাগ দ্বারা ১ ভাগ	টঙ্কণ দ্রব ১ ভাগ বা ৪ ভাগ	২৯	১	২
পিষ্ট্যা	পিষ্টা	২৯	১	১৫
তৈলজারণ নাগ মারণাদি	গন্ধকজারণ নাগ মারণাদি	২৯	২	৩০
গন্ধকৈরমৃতাধিক্যাঃ	গন্ধকৈরমৃতাধিকাঃ	৩০	২	৩৩
মক্তি	নক্তি	৩১	২	৩০
অষ্টগুণপ্লুতঃ	অষ্টগুণপ্লুতঃ	৩২	১	১
পাঙ্কিনিরুধি	পাণ্ডিনিরুধি	৩২	১	৩
প্রোক্ত	প্রোক্তং	৩২	১	৫
কিট্টোচাপি	কিট্টেচাপি	৩২	১	৫
শঙ্খোর্দ্ধমুত্তমংস্কি- ট্টং	শঙ্খোর্দ্ধমুত্তমংকি- ট্টং	৩২	১	৭
বিষ্কাপমম্	বিষোপমম্	৩২	১	৮
পাণ্ডুলৌহ	পাণ্ডুলৌহ	৩২	১	১৬
শোধয়োদ্ভিষক্	শোধয়েদ্ভিষক্	৩২	২	২২
জারীত	জারিত	৩২	২	২৪-২৫
ধাতৃষয়	ধাতুষয়	৩২	২	২৫
ঘোষার	ঘোষার	৩১	২	২৭
পুটযেৎ	পুটযেৎ	৩৫	১	২৬
কর্ত্তব্যোহয়ং	কর্ত্তব্যোয়ং	৩৫	২	২৭
অষ্টাদশপ্রকারং	অষ্টাদশপ্রকারং	৩৬	১	২০
ম হরণীয়ানি	মাহরণীয়ানি	৩৬	১	২২
রোপ্মি	রোপ্মি	৩৬	২	৬
বিষম	বিষম্	৩৮	১	৩৬
কর্ম্মাক্ষ	কর্ম্মাক্ষ	৩৮	২	১৭
প্রদাপন	প্রদীপন	৩৯	২	৩
ব্যাঘ্রাকন্দোদরে	ব্যাঘ্রীকন্দোদরে	৩৯	২	২৩
সভাতো	সভীতো	৩৯	২	২৯
ভস্মাভাবগতং	ভস্মীভাবগতং	৩৯	২	৩৪
হারক	হীরক	৪০	২	১২
বর্ষাম্বু	বর্ষাম্বু	৪১	২	১৫
ক্রিমিরূপায়ে	ক্রিমিরূপা যে	৪১	২	১৬
শুদ্ধি	শুদ্ধ	৪২	২	১৫
ক্ষীর	ক্ষারৌ	৪৩	১	৩০
তাক্ষ্যং	তার্ক্ষ্যং	৪৪	২	৫
সাম্বলি	স্যাম্বলিঃ	৪৪	২	২৯
মনুছালকে	মনুছাল	৪৫	১	৪
অতিপে	আতপে	৪৫	১	১৭
আতাপ	আতপে	৪৫	১	২৯
বীতিবিয়ম্	রীতিরিষম্	৪৬	১	২০
রীত	রীতি	৪৬	১	১৩
মাস	মাষ	৪৬	১	২৮
অন্ধান	অন্ধান্	৪৬	২	২৪
কন্তলোহ	কান্তলোহ	৪৭	১	১৮
শ্বথয়ত্যকান্তে	শ্লথয়ত্যকান্তে	৪৭	২	৪
সমস্তকানি	সমস্তকানি	৪৭	২	৬
যথাপ্রমাণম্।	যথাপ্রমাণং ত্রি- নেত্রোরসঃ	৪৯	১	৩
রসশার্দ্দূলঃ	মৃত্যুঞ্জয়রসঃ	৫৮	১	২
মৃত্যুঞ্জয়রসঃ	রসশার্দ্দূলঃ	৪৮	২	১২
বহ্নিনবনীতপিণ্ড- মিব	বহ্নির্নবনীতপিণ্ড- মিব	৫১	২	২৭
অমৃতসারলৌহঃ	অমৃতসারলৌহে	৫৩	১	১০
অমৃতসারলৌহঃ	অমৃতসারলৌহে	৫৩	২	১৪
অভ্রকবিধি	অভ্রকবিধিঃ	৫৬	১	১৫
বিধিন	বিধিনা	৬০	২	২৪
লৌহে	লৌহৈ	৬০	২	২৯
মেহা	মেধা	৬০	২	৩৩
চাতুর্জ্জাত	চাতুর্জ্জাত	৬১	২	১৭
গজফণা	গজকণা	৬১	২	১৭
চারিপল	চারিআনা	৬৩	১	৩২
কষায়কৈঃ	কষায়কৈঃ	৬৩	২	২৮
পরিমদ্দ	পরিমর্দ্দ্য	৬৫	২	২০
ক্ষিয়যন্ত্র	ক্ষিযন্ত্র	৬৪	২	২০
রুচুকঃ	রুবুকঃ	৬৯	২	১১
সর্ব্বৈর্বা	সর্ব্বৈর্বা	৬৯	২	১৯
পিত্তবন্ধে	পিত্তবন্ধে	৬৯	২	২২
ঘৃতং	সূতং	৭০	১	১৩
ক্ষুধিনীলে	ক্ষুধি লীনে	৭২	১	১
২৫।	২৫। অথ ভৈরবো রসঃ	৭২	১	১২

সূচীপত্র ।

প্রথমাধ্যায়ে ।

গ্রন্থকার পরিচয়ঃ ১
গ্রন্থাবতরণং ১
মঙ্গলাচরণম্ ১
গ্রন্থপ্রশংসা ১
গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞাদি ১
গুরুশিষ্যকর্ত্তব্যতা ১
গ্রন্থস্য প্রতিপাদ্যবিষয় সূচনং ১
মুখস্য পুরুষার্থত্বং রসস্যচ তন্মাধ্যিত্বং স্থিরীকৃত্য নিজগ্রন্থাৎ চৌর্য্যমাশঙ্ক্য চৌরান্ প্রত্যভিসম্পাতঃ ২
রসপ্রশংসাদি কথনং ৩—৪

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ।

মূর্চ্ছনালক্ষণং ৫
মূর্চ্ছনার্থ রসগ্রহণপরিমাণং ৫
ষড়্ গুণবলিজারণস্য উৎকৃষ্টতাকথনং ৫
ষড়্ গুণজারণপ্রণালী ৫
তদর্থং সিকতাযন্ত্রদ্বয়স্য কথনং ৫।৬
ষড়্ গুণস্য পাকসিদ্ধি লক্ষণ কথনং ৬
অন্তর্ধূমজারণং ৭
বহির্ধূমজারণং ৭
সর্ব্বরোগহরী কর্পূরপ্রক্রিয়া ৭

তৃতীয়বন্ধনাধ্যায়ে ।

বন্ধননিরুক্তিঃ ৮
পারদস্য শোধনবিধিঃ ৮
বিংশতিকর্ম্ম কথনং ৮
রসমর্দ্দনপ্রণালী ৮
মূর্চ্ছনবিধিঃ ৮
উত্থাপনবিধিঃ ৮
স্বেদনবিধিঃ ৯
উর্দ্ধপাতনবিধিঃ ৯
অধঃপাতনবিধিঃ ৯
তির্য্যক্পাতনবিধিঃ ১০
বোধনবিধিঃ ১০
বোধন প্রকারশ্চ ১০
নিয়মনবিধিঃ ১১
দীপনবিধিঃ ১১
অনুবাসনবিধিঃ ১১
রসজারণা নিরুক্তিঃ ১১
জারণাফল কথনং ১১
গুণবলিজারণাদি ভেদেন রসস্য গুন তারতম্য কথনং ১২
স্বর্ণ রৌপ্যাদি সর্ব্বসত্ত্বজারণবিধিঃ ১৩
সিদ্ধমতে দোলাজারণং ১৪
কচ্ছপযন্ত্র কথনং ১৪
ঘনসত্ত্বজারণং ১৫
গর্ভদ্রুতিকথনং ১৫
জারণবিধিঃ ১৬
দোলাযন্ত্রং ১৬
হংসপাকযন্ত্র কথনং ১৬
গর্ভদ্রুতিজারণং ১৬
ক্ষারকথনং ১৬
বিড়কথনং ১৬
বন্ধনবিধিঃ ১৭
তারবীজ কথনং ১৮
প্রতিবীজ কথনং ১৮
নাগবীজ কথনং ১৮
মারণাবিধিঃ ১৮
রঞ্জনার্থং মারণার্থঞ্চ তৈলকথনং ১৮
গন্ধক তৈলং ১৯
অভ্রসত্ত্বাদৌরল কথনং ১৯
পারদবন্ধন কথনং ২০
স্বর্ণোৎপত্তি কথনং ২০
রৌপ্যবীজ কথনং ২০
সিদ্ধমতখোটঃ ২০
সারণা কথনং ২০
খোট মার্গেণ জারণ রঞ্জনে ২১
জারণার্থবিড়বটী ২১
পারদরঞ্জনং ২১
হেমকৃষ্টিঃ ২১
সিদ্ধমতকল্কঃ ২১
সিদ্ধচূর্ণকল্কঃ ২১
ক্ষেত্রীকরণবিধিঃ ২২
স্বর্ণাদি ভক্ষণস্য মাত্রাদি কথনং ২৩
পারদভক্ষণগুণাঃ ২৩
পারদ সেবনে নিষিদ্ধ বস্তু ২৩

অভ্রীয় চতুর্থাধ্যায়ে ।

প্রয়োগযোগ্যাভ্রকথনং ২৪
অভ্রসত্ত্বপাতনং ২৪
মিত্রপঞ্চককথনং ২৫
অভ্রশোধন মারণং ২৫
অভ্রদ্রুতি কথনং ২৫
অভ্র মারণ প্রকারঃ ২৬
অভ্র মারকগণঃ ২৬
অমৃতীকরণং ২৭
সর্ব্বধাতুসত্ত্বপাতনং ২৮

পঞ্চমগন্ধকাধ্যায়ে ।

গন্ধকশোধন কথনং ২৮
গন্ধক গন্ধনাশনং ২৮
গন্ধকতৈল কথনং ২৯
গন্ধকবন্ধনং ২৯
গন্ধকপিষ্টি কথনং ২৯
গন্ধকগুণাঃ ৩০

ষষ্ঠ-লৌহভস্মাধ্যায়ে ।

স্বর্ণাদি সর্ব্বধাতুশুদ্ধি কথনং ৩০
সর্ব্বধাতুভস্মীকরণং ৩০
স্বর্ণাদিধাতু জারণং ৩০
স্বর্ণরৌপ্যগুণকথনং ৩০
তাম্রাদি গুণ কথনং ৩১
সর্ব্বপ্রকার লৌহগুণকথনং ৩১
মণ্ডূরগুণকথনং ৩২
মণ্ডূরশুদ্ধিকথনং ৩২
স্বর্ণশুদ্ধিঃ ৩২
রজতশুদ্ধিঃ ৩২
তাম্রশুদ্ধিঃ ৩২
হরিতালশুদ্ধিঃ ৩২
বঙ্গশুদ্ধিঃ ৩২
শীষশুদ্ধিঃ ৩২
পিত্তলশুদ্ধিঃ ৩২
লৌহশুদ্ধিঃ ৩২
অভ্রশুদ্ধিঃ ৩৩
স্বর্ণশুদ্ধিঃ ৩৩
রৌপ্যমারণাদি ৩৪
তাম্রমারণং ৩৪
শীষমারণং [illegible]
বঙ্গমারণং [illegible]
নাগসিন্দুরং [illegible]
লৌহজারণং [illegible]

৭ম, বিষোপবিষসাধনাধ্যায়ে ।

অষ্টাদশবিধবিষকথনং [illegible]
শাক্তকবিষ লক্ষণ গুণাদি কথনং [illegible]

স্থাবক বিষলক্ষণাদি কথনং ৩৬
কৌর্ম্ম ঐ ঐ ৩৬
দার্ব্বীক ঐ ঐ ৩৬
সর্ষপ ঐ ঐ ৩৬
সৈকত ঐ ঐ ৩৬
বৎসনাভ ঐ ঐ ৩৬
শৃঙ্গীবিষদ্বয় ঐ ঐ ৩৭
পরিত্যজ্য বিষ কথনং ৩৭
কালকূট ঐ ৩৭
মেষশৃঙ্গী ঐ ৩৭
দার্দুর ঐ ৩৭
হলাহল ঐ ৩৭
কর্কোট ঐ ৩৭
গ্রন্থি ঐ ৩৭
হারিদ্র ঐ ৩৭
রক্তশৃঙ্গী ঐ ৩৭
কেশর ঐ ৩৭
যমদংষ্ট্রা ঐ ৩৭
বিষোদ্ধরণং শোধনঞ্চ ৩৮
বিষমারণং ৩১
অতিবিষ ভক্ষণস্য চিকিৎসা ৩৮
বিষজাতিগুণদোষ কথনং ৩৮
তেষাং প্রয়োগ কথনং ৩৮
বিষমাত্রা কথনং ৩৮
অতিরিক্তবিষভক্ষণে রোগোৎপত্তি কথনং ৩৮
বিষপ্রয়োগে নিষিদ্ধ ব্যক্তি কথনং ৩৮
মতান্তরে নববিধ বিষ কথনং ৩৯
বজ্রজাতি কথনং ৩৯
তস্যচ লক্ষণ কথনং ৩৯
বজ্রগুণ কথনং ৩৯
বজ্রশোধনং ৩৯
বজ্রমারণজারণে ৩৯
বজ্রচূর্ণনং ৩৯
বৈক্রান্তবিধিঃ ৪০
হরিতালভস্ম ৪০
হরিতালসত্ত্ব কথনং ৪১
তুত্থবিধিঃ ৪১
স্বর্ণমাক্ষিকাদিসত্ত্ব পাতনং ৪১
তালকসত্ত্ব পাতনবিধিঃ ৪১
তুম্বাগসত্ত্ব পাতনবিধিঃ ৪১
মনঃশিলাশুদ্ধিঃ ৪২
খর্পরশুদ্ধিঃ ৪২
তুত্থশুদ্ধিঃ ৪২
স্বর্ণমাক্ষিক শুদ্ধ্যাদি ৪২–৪৩
কাশীশটঙ্কণরসাঞ্জনশুদ্ধিঃ ৪৩
কান্তপাষাণশুদ্ধিঃ ৪৩
বরাটিকাশুদ্ধিঃ ৪৩
হিঙ্গুলশুদ্ধিঃ ৪৪
মণ্ডূরকরণং ৪৪
নবরত্ন কথনং ৪৪
নবরত্নশুদ্ধিঃ ৪৪
সর্ব্বরত্নশুদ্ধিমারণে ৪৪–৪৫
সর্ব্ববীজ তৈলপাতনবিধিঃ ৪৫
ক্ষেত্রীকরণাবশ্যকতাদি ৪৬

প্রয়োগীয়াধ্যায়ঃ।

ঔষধোদ্ধরণে নিষিদ্ধস্থানং ৪৫
গন্ধামৃতরসঃ ৪৬
হেমসুন্দররসঃ ৪৭
চন্দ্রোদয়রসঃ ৪৭
মৃত্যুঞ্জয়রসঃ ৪৮
রসশার্দ্দূলরসঃ ৪৮
ত্রিনেত্ররসঃ ৪৯
অমৃতার্ণবরসঃ ৪৯
শঙ্করমতলৌহম্ ৪৯
নাগার্জ্জুনীয় লৌহজারণা অমৃতসারলৌহঃ ৫২–৫৮
তন্মতে কান্তলৌহ জারণ মারণ স্থালীপাকপুটনাদিবিধিঃ ৫২–৫৫
পাকবিধিঃ তৎপ্রকারকস্য পাক লক্ষণস্যচ কথনং ৫৫–৫৬
তন্মধ্যে অভ্রবিধিঃ ৫৬
স্থালীপাকবিধিঃ ৫৬
অমৃতসারলৌহভক্ষণাদিবিধিঃ ৫৭
পথ্যাপথ্যবিধিঃ ৫৮
মাত্রাবর্দ্ধননিয়মঃ ৫৮
তাম্রপ্রয়োগঃ ৫৯
লক্ষ্মীবিলাসরসঃ ৫৯
চরকোক্ত শিলাজতুপ্রয়োগ বিধানং ৬০
কামেশ্বরমোদকঃ ৬১
চূর্ণরত্নং ৬২
শৃঙ্গারাভ্রং ৬২
জয়াবটী ৬৩
সিদ্ধযোগেশ্বররসঃ ৬৩
চতুর্ম্মুখরসঃ ৬৪
গন্ধলৌহং ৬৪

অথ জ্বরেষু।

ত্রিপুরভৈরবঃ ৬৫
স্বচ্ছন্দভৈরবরসঃ ৬৫
নবজ্বররিপুরসঃ ৬৫
জ্বরধূমকেতুরসঃ ৬৫
রত্নগিরিরসঃ ৬৫
শীতারিরসঃ ৬৬
হিঙ্গুলেশ্বররসঃ ৬৬
শীতভঞ্জীরসঃ ৬৭
নবজ্বরেভসিংহরসঃ ৬৭
চন্দ্রশেখররসঃ ৬৭

অথ বিষমজ্বরে।

মহাজ্বরাঙ্কুশরসঃ ৬৭
মেঘনাদরসঃ ৬৮
বিদ্যাবল্লভরসঃ ৬৮
বিষমজ্বরাঙ্কুশলৌহং ৬৮
শীতভঞ্জীরসঃ ৬৮

অথ জ্বরাতীসারে।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররসঃ ৬৯

অথ সন্নিপাতে।

লোকনাথরসঃ ৬৯
ত্রিদোষহারীরসঃ ৭০
অগ্নিকুমাররসঃ ৭০
চিন্তামণিরসঃ ৭১
সন্নিপাতসূর্য্যরসঃ ৭১
ত্রিদোষনীহারসূর্য্যরসঃ ৭১
সন্নিপাতভুলানলরসঃ ৭১
ভৈরবরসঃ ৭২
জলযৌগিকরসঃ ৭২
বিশ্বমূর্ত্তিরসঃ ৭২
বারিসাগররসঃ ৭৩
বীরভদ্ররসঃ ৭৩
ত্রিনেত্ররসঃ ৭৪
পঞ্চবক্ত্র রসঃ ৭৪
স্বচ্ছন্দনায়করসঃ ৭৪
জয়মঙ্গলরসঃ ৭৪
নস্যভৈরবরসঃ ৭৫
আনন্দভৈরবরসঃ ৭৫
মোহান্ধসূর্য্যরসঃ ৭৫
রসচূড়ামণিরসঃ ৭৫
বাড়বরসঃ ৭৬
সূচিকাভরণরসঃ ৭৬
ভস্মেশ্বররসঃ ৭৬
উন্মত্তরসঃ ৭৭

অথ অতীসারে।

আনন্দভৈরবরসঃ ৭৭
মৃতসঞ্জীবনীরসঃ ৭৭
কনকসুন্দররসঃ ৭৮
কারুণ্যসাগররসঃ ৭৮

অথ গ্রহণ্যাম্।

বৃহদগ্নিকাচূর্ণং ৭৮
পঞ্চামৃতাপর্পটী ৭৯

স্বল্পনায়িকাচূর্ণং ৭৯
হংসপোট্টলীরসঃ ৭৯
গ্রহণীকবাটরসঃ ৭৯
গ্রহণীবজ্রকবাটরসঃ ৮০
গগনসুন্দরঃ ৮০
পূর্ণচন্দ্রোরসঃ ৮১
ত্রিসুন্দররসঃ ৮১
মধ্যনায়িকাচূর্ণং ৮১
রসপর্পটিকা ৮২
কনকসুন্দররসঃ ৮২
বিজয়ভৈরবরসঃ ৮২
কণাদ্যং চূর্ণং ৮২

অথ অর্শঃসু।

অগ্নিমুখলৌহং ৮৩
পীযূষসিন্ধুরসঃ ৮৩
রুড়াননরসঃ ৮৪
অর্শঃকুঠারকরসঃ ৮৪
ভল্লাতকলৌহং ৮৪
নত্যোদিতরসঃ ৮৫
চক্রবন্ধরসঃ ৮৫
চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা ৮৫

অথ ভগন্দরে।

ত্রিফলাদিলৌহং ৮৬

অথ অজীর্ণে।

ক্রব্যাদরসঃ তৎপ্রকারশ্চ ৮৬-৮৭
ক্রিমিঘাতিনীগুড়িকা ৮৮
অজীর্ণকণ্টকরসঃ ৮৮
হুতাশনরসঃ ৮৮
অমৃতবটী ৮৮
অগ্নিকুমাররসঃ ৮৮
অগ্নিজননারসঃ ৮৯
ভস্মসূতঃ তৎপ্রকারশ্চ ৮৯
রামবাণরসঃ ৯০
অগ্নিকুমাররসঃ ৯০
লঘ্বানন্দরসঃ ৯১
মহোদধিবটী ৯১
চিন্তামণিরসঃ ৯১
রাজবল্লভরসঃ ৯১
লঘুপানীয় ভক্তগুড়িকা ৯১

অথ পাণ্ডুরোগে।

পাণ্ডুরিরসঃ ৯২
পাণ্ডুসূদনরসঃ ৯২
পাণ্ডুগজকেশরীরসঃ ৯২
ত্রিবঙ্গেশ্বররসঃ ৯২
পঞ্চানিগ্রহরসঃ ৯২
অনিলরসঃ ৯৩
লৌহসুন্দররসঃ ৯৩
ধাত্রীলোহঃ ৯৩
কাংস্যপিষ্টিরসঃ ৯৪
ষিহ্বিত্রাদ্যং লোহং ৯৪

অথ রক্তপিত্তে।

সুধানিধিরসঃ ৯৪
শর্করাদ্যংলোহং ৯৪
খণ্ডকাদ্যংলোহং ৯৪

অথ রাজযক্ষ্মাদৌ।

অমৃতেশ্বররসঃ ৯৫
রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ ৯৫
মৃগাঙ্করসঃ ৯৬
মহামৃগাঙ্করসঃ ৯৭
লোকেশ্বররসঃ ৯৭
পর্পটীরসঃ ৯৭
লোকেশ্বরপোট্টলীরসঃ ৯৭
রাজমৃগাঙ্করসঃ ৯৮
শিলাজত্বাদিলৌহঃ ৯৮

অথ শ্বাসে।

সূর্য্যাবর্ত্তরসঃ ৯৮
রসেন্দ্রগুড়িকা ৯৯
শ্বাসহেমাব্জিরসঃ ৯৯

অথ হিক্কাদৌ।

মেঘডম্বররসঃ ৯৯
পিপ্পল্যাদিলৌহং ৯৯
তুম্বায়াম ৯৯

অথ উন্মাদে।

পর্পটীরসঃ ৯৯
উন্মাদাঙ্কুশরসঃ ১০০
ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহং ১০০

অথ বাতব্যাধৌ।

সচ্ছন্দভৈরবঃ ১০০
বিজয়ভৈরবতৈলং ১০০
পিঙ্গিরসঃ ১০১
কালকণ্টকরসঃ ১০১
অর্কেশ্বররসঃ ১০২
তালকেশ্বররসঃ ১০২
অর্কেশ্বররসঃ ১০২
সিদ্ধতালকেশ্বরঃ ১০৩
ত্রিগুণাখ্যরসঃ ১০৩

বাতরক্তে।

লেপসূতঃ ১০৩
গুড়ূচীলোহঃ ১০৪

অথ আমবাতে।

বাতবিধ্বংসনরসঃ ১০৪
আমবাতারিরসঃ ১০৪
বৃদ্ধদারাদ্যং লোহং ১০৪
আমবাতারিবটিকা ১০৪

অথ শূলে।

বিদ্যাধরাভ্রং ১০৫
শিখ্যালৌহং ১০৫
কৃষ্ণাভ্রলৌহং ১০৫
মধ্যপানীয় ভক্তগুড়িকা ১০৫
পীড়াভঞ্জীরসঃ ১০৬
শঙ্খবটী ১০৬
শূলসুন্দররসঃ ১০৭
জ্বরশূলহররসঃ ১০৭
শূলকেশরীরসঃ ১০৭
চতুঃসমংলৌহং ১০৮
ত্রিকত্রয়াদ্যংলৌহং ১০৮
লৌহাভ্রয়চূর্ণং ১০৮
শর্করালৌহং ১০৮
ত্রিফলালৌহং ১০৮

অথ অম্লপিত্তে।

অম্লপিত্তান্তকরসঃ ১০৯
লীলাবিলাসরসঃ ১০৯
ক্ষুধাবতীবটিকা ১০৯
সূর্য্যপাকতাম্রং ১১০
অভ্রপ্রয়োগঃ ১১০
বৃহৎপানীয় ভক্তগুড়িকা ১১১
আমলাদ্যংলৌহং ১১২
মন্থানভৈরবঃ ১১২
বৃহদগ্নিকুমাররসঃ ১১২

অথ হৃদ্রোগঃ।

পঞ্চাননরসঃ ১১২
কন্দর্পার্ণবরসঃ ১১৩
শুক্লাগর্ভরসঃ ১১৩

অথ স্ত্রীপ্রমেহাদৌ।

আনন্দভৈরবীবটী ১১৩
পর্পটীরসঃ ১১৩
পাষাণভেদীরসঃ ১১৩
লৌহচূর্ণং ১১৩
ত্রিবিক্রমরসঃ ১১৪
বঙ্গেশ্বররসঃ ১১৪

মেহহররসঃ ১১৪
বঙ্গাবলেহঃ ১১৫
প্রমেহসেতুঃ ১১৫
কুজ্জাদলমবটী ১১৫
তালকেশ্বররসঃ ১১৫
ইন্দ্রবটী ১১৫

উদরেষু।

অগস্তিরসঃ ১১৫
বৈশ্বানররসঃ ১১৬
মহাবহ্নিরসঃ ১১৬
বিদ্যাধররসঃ ১১৬
ত্রৈলোক্যডম্বুররসঃ ১১৭
চক্রধররসঃ ১১৭
বজ্রেশ্বররসঃ ১১৬
উদরারিরসঃ ১১৭
রোহীতকাদ্যলৌহং ১১৭
নারাচরসঃ ১১৮
তাম্রপ্রয়োগঃ ১১৮
ইচ্ছাভেদীরসঃ ১১৮
ভেদিনীবটী ১১৮

বৃদ্ধি শ্লীপদার্দো।

নিত্যানন্দরসঃ ১১৮

অর্ব্বুদে।

বৌদ্ধরসঃ ১১৯
বিদ্রধৌ ১১৯

শোথে।

কটুকাদিলৌহং ১২০
ব্যোষাদ্যলৌহঃ ১২০
ত্রিকট্বাদ্যলৌহঃ ১২০

অথ স্থৌল্যে।

ত্র্যূষণাদ্যচূর্ণং ১২০

ভগন্দরে।

ভগন্দর হরোরসঃ ১২০

কুষ্ঠার্দো।

উপদংশে ১২১
মহাতালেশ্বররসঃ ১২১
কুষ্ঠকুঠাররসঃ ১২১
শ্বিত্রলেপঃ ১২১
সবর্ণকরণোলেপঃ ১২২
ক্ষীরগন্ধঃ ১২২
কুষ্ঠদলনোরসঃ ১২২
চন্দ্রাননরসঃ ১২২
তালকেশ্বরঃ ১২২–১২৩
কুষ্ঠকালানলঃ ১২৩
সর্ব্বেশ্বররসঃ ১২৪
উদয়ভাস্কররসঃ ১২৪
ব্রহ্মরসঃ ১২৪
পারিভদ্ররসঃ ১২৪
শ্বেতারিরসঃ ১২৫
শশিলেখাবটী ১২৫
কালাগ্নিরুদ্ররসঃ ১২৫
অমৃতাঙ্কুরলৌহঃ ১২৫

মসূরিকায়াং।

পাপরোগান্তকরসঃ ১২৬

ক্ষুদ্ররোগে।

হেমাদ্রিরসঃ ১২৬
মুখরোগহাবটী ১২৭
ছিন্নরোপণী গুড়িকা ১২৭
অমৃতাঞ্জনং ১২৭
তাম্রাঞ্জনং ১২৭
পথ্যাঙ্কুশঃ ১২৭
ব্রণরোপণরসঃ ১২৭
সপ্তামৃতলৌহঃ ১২৮
বালরোগঃ ১২৮
গর্ভবিলাসরসঃ ১২৮

বিষে।

বিষহরীবর্ত্তিঃ ১২৯
উপসংহারঃ ১২৯

সূচীপত্রং সমাপ্তম্।

রসেন্দ্রচিন্তামণিঃ।

গুণত্রয়বিভাগেন পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে।
ত্রিলোকীপতয়ে তুভ্যং অম্বিকাপতয়ে নমঃ॥

যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ বিভাগের নিমিত্ত পশ্চাৎ ভেদ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয় পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই ত্রিলোকীপতি অম্বিকাপতি মহেশ্বরকে নমস্কার করি।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ইদানীং কালনাথশিষ্যঃ শ্রীঢুণ্ঢুকনাথাহ্বয়ো রসেন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থমারম্ভমাণস্তন্ম ঙ্গলদেবতে শ্রীমদম্বিকামহেশ্বরৌ সকলজগদুৎপত্তিস্থিতি-প্রলয়নিদানং বিশেষসিদ্ধান্তগর্ভবাচা বরী-বসাতি ॥১॥

সম্প্রতি কালনাথের শিষ্য শ্রীঢুণ্ঢুক-নাথ রসেন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থ আরম্ভ প্রাক্-কালে আদিদেবতা, উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের নিদানভূত অম্বিকা এবং মহেশ্বরকে সবিশেষসিদ্ধান্তগর্ভ এই রূপ বাক্য দ্বারা পূজা করিতেছেন ॥ ১ ॥

অথপ্রকাশকাসারবিমর্ষাম্বুজিনীময়ম্।
সচ্চিদানন্দবিভবং শিবয়োর্ব্বপুরাশ্রয়ে ॥২॥

যে সরোবরে জ্ঞানাম্বুজের উৎপত্তি ও বিকাস হয়, সেই সরোবরস্বরূপ সচ্চিদা নন্দরূপী হরপার্ব্বতীর শরীরকে আশ্রয় করিলাম ॥ ২ ॥

লঘীয়ঃ পরিমাণতয়া নিখিলরসজ্ঞানদায়িত্বাৎ।
চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ ॥৩॥

এই চিন্তামণি গ্রন্থ ভগবান্ চিন্তামণির ন্যায় পরিমাণে অল্পকায় হইলেও সকল রস জ্ঞান প্রদান করিবে ॥ ৩ ॥

অশ্রৌষং বহুবিদুষাং মুখাদপশ্যং
শাস্ত্রেষু স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি।
যৎ কর্ম্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরূণাং
প্রৌঢ়ানাং তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ ॥৪॥

যাহা বহু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু কার্য্যদ্বারা সম্পন্ন করি নাই, তাহা না লিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যে গুলি কার্য্য-দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি অসন্দিগ্ধ-চিত্তে সেই গুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি ॥ ৪ ॥

অধ্যাপয়ন্তি যদি দর্শয়িতুং ক্ষমন্তে
সূতেন্দ্রকর্ম্ম গুরবো গুরবস্ত এব।
শিষ্যাস্ত এব রচয়ন্তি গুরোঃ পুরো যে
শেষাঃ পুনস্তদুভয়াভিনয়ং ভজন্তে ॥৫॥

যে সকল গুরু রসকর্ম্ম অধ্যয়ন করা-ইয়া তাহা কার্য্যে দেখাইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ গুরু; যে সকল শিষ্য, অধ্যয়ন করিয়া, গুরুসমক্ষে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রশংস-নীয় শিষ্য। তদ্ভিন্ন উভয়বিধ গুরুশিষ্যই অভিনেতা মাত্র ॥ ৫ ॥

সংস্কারাঃ পরতন্ত্রেষু যে গূঢাঃ সিদ্ধসূচিতাঃ।
তানেব প্রকটীকর্ত্তুমুদ্যমং কিল কুর্ম্মহে ॥৬॥

পরকীয় তন্ত্রে সিদ্ধপুরুষকথিত যে সমস্ত রসসংস্কার গূঢ় ও অস্পষ্ট আছে, আমি সেই সমস্ত প্রকটনবিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্যোগ করিব ॥ ৬ ॥

গ্রন্থাদস্মাদাহরন্তি প্রয়োগান্
স্বীয়ং বাস্মিন্ নাম যে নিঃক্ষিপন্তি।
গোত্রাণ্যেষামস্মদীয়ঃ প্রকোপ্ত্রা
ভস্মীকুর্ব্বন্নাশুগং বোভবীতু ॥৭॥

যদি কেহ এই গ্রন্থের প্রয়োগ অপহরণ পূর্ব্বক স্বীয় নামে গ্রন্থ প্রচার করেন, তবে আমাদের ক্রোধাগ্নি তাঁহাদের বংশকে ভস্মীভূত করিবে ॥ ৭ ॥

সংস্কারাঃ শিবজন্মুষো বহুপ্রকারা
স্তুল্যা যে লঘুবহুলপ্রয়াসসাধ্যাঃ।
যদ্যেকং সুকরমুদাহরামি তেষাং
ব্যাহারৈঃ কিমিহ ততঃ পরেষাম্ ॥৮॥

শাস্ত্রভেদে পারদের বহুবিধ সংস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অল্পায়াসসাধ্য এবং কতকগুলি বহু-প্রয়াসসাধ্য। যদি আমি তাহাদের মধ্য হইতে সুখসাধ্য সংস্কারগুলি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করি, তবে অন্য গুলির উল্লেখে কি ফল আছে ? ॥ ৮ ॥

ইহ খলু পুরুষেণ দুঃখস্য নিরুপাধিদ্বেষ
বিষয়ত্বাত্তদভাবশ্চিকীর্ষিতব্যো ভবতি।
সুখমপি নিরুপাধিপ্রেমাস্পদতয়া
গবেষণীয়ং, তদেতৎ পুরুষার্থঃ;
অতীব্যাসাদন্যত্বাৎ দুঃখাভাবস্য
সুখলক্ষণস্বরূপত্বাচ্চ ॥৯॥

দুঃখ মনুষ্যের একান্ত দ্বেষ্য, একারণ মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখাভাব চিকীর্ষিত বিষয়। এইরূপ সুখ মনুষ্যের একান্ত প্রিয় বস্তু, একারণ সুখ মনুষ্যমাত্রেরই গবেষণীয়। অতএব দুঃখাভাবচিকীর্ষা এবং সুখগবেষণা এই দুইটি পুরুষার্থ; কারণ, দুঃখাভাব সুখ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, দুঃখাভাবই সুখের স্বরূপ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ স্রক্‌চন্দনবনিতানাং সত্যপি তৎকারণত্বেনান্তরীয়ক দুঃখসম্ভেদাদনর্থপরম্পরাপরিচিতত্বাদমূর্থানাং কোমাগুকবদাভাষমাণত্বাদনৈকান্তিকত্বাদত্যন্ততাবিরহিতত্বাচ্চ পরিহরণীয়ত্বম্ ॥১০॥

মাল্য, চন্দন এবং বনিতা সুখের কারণ বটে, কিন্তু তাহারা দুঃখসম্ভিন্ন এবং তৎসেবায় অনর্থপরম্পরার সম্ভাবনা, এ কারণ তাহা পণ্ডিতবর্গের পরিত্যাজ্য ॥১০॥

একান্তাত্যন্ততশ্চ পুনস্তেহ্যুপায়াঃ খলু হরিহর ব্রহ্মাণ ইব তুল্যা এব সন্তবন্তি। জ্ঞানযোগঃ পবনযোগো রসযোগশ্চেতি। ননু কথমেতেষাং তুল্যত্বেত্যপেক্ষায়াং ক্রমঃ। মোক্ষোপায়ে বৃহদ্বশিষ্ঠাদৌ ভুষুণ্ডোপাখ্যানে বশিষ্ঠবাক্যম্ ॥১১॥

যেমন হরি হর ও ব্রহ্মা তুল্য, সেই রূপ জ্ঞানযোগ, রসযোগ ও পবনযোগরূপ উপায়ত্রয়ও তুল্য! সেই উপায়ত্রয়ের তুল্যতা বিষয়ে বৃহদ্বাশিষ্ঠের মোক্ষপ্রকরণে ভুষুণ্ডের উপাখ্যানে ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, যথা—

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
দ্বৌ প্রকারৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ ॥
প্রাণানাং বা নিরোধেন বাসনানোদনেন বা।
নোচেৎ সম্বিদমূর্চ্ছনাং করোষি তদযোগবান্ ॥
দ্বাবেবং হি সমৌ রাম জ্ঞানযোগাবিমৌ স্মৃতৌ ॥১২॥

হে রামচন্দ্র! মহাদেব কহিয়াছেন, কোন যোগোপায় অসাধ্য এবং কোনটি জ্ঞাননিশ্চিত। অতএব যদি তুমি প্রাণবায়ুর নিরোধ বা বাসনার অপনোদনরূপ উপায় দ্বারা জ্ঞানকে উদ্রিক্ত না কর, তবে তুমি যোগবিশিষ্ট হইবে না। হে রামচন্দ্র! এই উভয়বিধ জ্ঞানযোগই সমান ॥ ১২ ॥

তথাচ রসার্ণবে—

রসশ্চ পবনশ্চেতি কর্ম্মযোগো দ্বিধা স্মৃতঃ।
মূর্চ্ছিতো হরতে ব্যাধিং মৃতো জীবয়তি স্বয়ং।
বদ্ধঃ খেচরতাং কুর্য্যাৎ রসো বায়ুশ্চ ভৈরবি। ইতি
তস্মাদেনয়োঃ [illegible] অনুমনবরম্।

তত্রাদ্যোঽপি কেবলং পরুকষায়াণামপি কথঞ্চন সাধ্যঃ ক্রমেণ তু পুনর্ভোগলোলুপানামপ্যধিকারিত্বাত্তাভ্যাং সমীচীনোঽয়মিতি কস্য ন প্রতিভাতি; কিন্তু অস্য ভগবদ্বিগ্রহতয়া সেবকানাং যেন স ভূতসকলধাতুস্বাপাদকস্য ভগবতো রসরাজস্য গুণসিন্ধুনাং কিয়ন্তঃ পৃষতাঃ প্রসঙ্গাল্লিখ্যন্তে। যদাহ ভগবান্ স্বয়ং মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

রসার্ণবেও কথিত আছে;—যথা হে ভৈরবি! রসযোগ ও বায়ুযোগ এই উভয়কেই কর্ম্মযোগ কহে। মূর্চ্ছিত রস ব্যাধিহরণ করে, এবং স্বয়ংমৃত রস জীবিত করে। আর বদ্ধ রস এবং রুদ্ধবায়ু খেচরত্ব (অমরত্ব) প্রদান করে। অতএব উহাদের সমানত্ব স্পষ্ট জ্ঞাত হইল। তন্মধ্যে আদ্য জ্ঞানযোগদ্বয় শুদ্ধ জিতেন্দ্রিয়দিগের কর্ত্তৃক অতিকষ্টে সাধ্য হয়, কিন্তু চরম কর্ম্মযোগদ্বয়ে ভোগলোলুপ ব্যক্তিরাও অধিকারী হইতে পারে, সুতরাং রসযোগই যে উৎকৃষ্ট তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমি সেই ভগবান্ রসরাজের (পারদের) গুণসাগর হইতে কতিপয় বিন্দুমাত্র এই প্রসঙ্গে বর্ণন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

অচিরাজ্জায়তে দেবি শরীরমজরামরং।
মনসশ্চ সমাধানং রসযোগাদবাপ্যতে ॥
সত্ত্বং লভতে দেবি বিজ্ঞানং জ্ঞানপূর্ব্বকম্।
সত্যং মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি যোঽশ্নাতি মৃতসূতকম্ ॥
যাবন্ন শক্তিপাতস্তু ন যাবৎ শক্তিকৃন্তনম্।
তাবত্তস্য কুতঃ শুদ্ধির্জায়তে মৃতসূতকে ॥
যাবন্ন হরবীজঞ্চ ভক্ষয়েৎ পারদং রসম্।
তাবত্তস্য কুতো মুক্তিঃ কুতঃ পিণ্ডস্য ধারণম্ ॥
স্বদেহে খেচরত্বং বৈ শিবত্বং যেন লভ্যতে।
তাদৃশে তু রসজ্ঞানে নিত্যাভ্যাসং কুরু প্রিয়ে ॥

দেবি! রসযোগ হেতু অচিরাৎ শরীর অজর ও অমর হয়, এবং শীঘ্র চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রসযোগ দ্বারা বল লাভ ও জ্ঞানপূর্ব্বক বিজ্ঞান লাভ হয়। মৃতপারদ ভক্ষণে সত্য মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যাবৎকাল শক্তিপাত এবং মায়াপাশচ্ছেদ না হয়, তাবৎকাল কাহারই ভস্মীভূত পারদে শুদ্ধি বা (মুক্তি) জন্মে না। যাবৎকাল হরবীজ পারদ উদরস্থ না হয়, তাবৎ মুক্তিলাভ হয় না এবং মনুষ্য দেহধারণে সমর্থ হয় না। দেবি! যে রসজ্ঞান দ্বারা স্বদেহের খেচরত্ব ও শিবত্ব লাভ হয়, সেই রসজ্ঞান নিত্য অভ্যাস কর ॥ ১৪ ॥

ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং পিতা চাহং সনাতনঃ।
দ্বয়োশ্চ যো রসো দেবি মহামৈথুনসম্ভবঃ ॥
দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তস্য ভক্ষণাৎ স্মরণাৎ প্রিয়ে।
পূজনাদ্রসদানাচ্চ দৃশ্যতে ষড়্বিধং ফলম্ ॥
কেদারাদীনি লিঙ্গানি পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ।
তানি দৃষ্ট্বা চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং রসদর্শনাৎ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরকুঙ্কুমান্তর্গতো রসঃ।
মূর্চ্ছিতঃ শিবপূজায়াং শিবসান্নিধ্যসিদ্ধয়ে ॥
ভক্ষণাৎ পরমেশানি হন্তি তাপত্রয়ং রসঃ।
দুর্লভং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যৈঃ প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥
অশ্বমেধসহস্রস্য রসেন্দ্রং পরমেশ্বরি।
পারদে বিমুচ্যতে পাপৈঃ সদ্যো জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ ॥
স্বয়ম্ভূলিঙ্গসাহস্রৈর্যৎ ফলং সম্যগর্চ্চনাৎ।
তৎফলং কোটিগুণিতং রসলিঙ্গার্চ্চনাদ্ভবেৎ ॥
রসবিদ্যা পরা বিদ্যা ত্রৈলোক্যেঽপি চ দুর্লভা।
ভুক্তিমুক্তিকরী যস্মাৎ তস্মাজ্জ্ঞেয়া গুণান্বিতা ॥
ব্রহ্মজ্ঞানেন সোঽযুক্তো যঃ পাপী রসনিন্দকঃ।
নাহং ত্রাতা ভবেত্তস্য কল্পকোটিশতৈরপি ॥
আলাপং গাত্রসংস্পর্শং যঃ কুর্য্যাদ্রসনিন্দকৈঃ।
যাবজ্জন্মসহস্রাণি ন ভবেৎ পাপবর্জ্জিতঃ ॥
হেমজীবো ভস্মসূতো রসস্তং ভক্ষিতো যদেৎ।
বিষ্ণুত্বং তারজীবস্থ ব্রহ্মত্বং তাম্রবেধতঃ।
তীক্ষ্ণজীবে শনাগ্যক্ষত্বং সূর্য্যত্বঞ্চাপি তামকে ॥

রাজবত্তু শশাঙ্কধনকর্ত্তৃক ৩হাহুনে।
সামান্যেনস্তু জীবেন্দ্র শক্রন্তমাধুয়াবহঃ।
দোষহীনো রসো ব্রহ্ম মূর্চ্ছিতস্তু জনার্দ্দনঃ।
মারিতো রুদ্ররূপী স্যাৎ বদ্ধঃ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ॥

ঈদৃশস্য গুণানাং পর্য্যবসানমমুজসম্ভবোঽপি
মহাকবৌঽপি বচোভির্নাসাদয়িতুমলমিত্যলং বহুনা

যদ্যদ্ ময়া ক্রিয়ত কারয়িতুঞ্চ শক্যং
সূতেন্দ্রকর্ম্ম তদিহ প্রথয়াম্বভূবে।
অধ্যাপয়ন্তি য ইদং ন তু কারয়ন্তি
কুর্ব্বন্তি নেদমধিয়ন্ত্যভয়ে মৃষার্থাঃ॥

দেবি! তুমি সর্ব্বভূতের মাতা, আমি সনাতন পিতা। আমাদের মহামৈথুন সম্ভূত যে রস উৎপন্ন হয়, তাহার দর্শন স্পর্শন ভক্ষণ, স্মরণ, পূজন ও রসদান দ্বারা ষড়্‌বিধ ফল লব্ধ হয়। ভূতলে কেদারাদি যত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের দর্শনে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, এক মাত্র পারদদর্শনে সেই পুণ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। চন্দন, অগুরু কুঙ্কুম এবং কর্পূরান্তর্গত হইয়া শিবপূজা দ্বারা যে পারদ মূর্চ্ছিত হয়, তদ্বারা শিবসান্নিধ্য লাভ করা যায়, এবং সেই রসভক্ষণে তাপত্রয় দূরীভূত হয়। অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও দুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। হে পরমেশ্বরি! হৃদাকাশস্থ কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থিত রসেন্দ্রকে স্মরণ করতঃ লোকে জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ হইতে সদ্য বিমুক্ত হয়। সহস্র সহস্র স্বয়ম্ভু লিঙ্গের অর্চ্চনায় যে পুণ্য, রসলিঙ্গার্চ্চনে তদপেক্ষা কোটি গুণিত পুণ্য লাভ হয়। রসবিদ্যা পরম বিদ্যা, এই বিদ্যা ত্রিভুবনে দুর্লভ, মুক্তিকরী এবং ভোগজননী। যে পাপী রসনিন্দুক হয়, সে ব্রহ্মজ্ঞানিদ্বারা মুক্ত হয় না। আমি কোটি কোটি জন্মেও রসনিন্দুকের ত্রাণকর্ত্তা হইতে পারি না। যে ব্যক্তি রসনিন্দুকের সহিত আলাপ করে, বা তাহার গাত্র স্পর্শ করে, সে সহস্র জন্ম দুঃখ পায়। যদি স্বর্ণের সহিত পারদ ভস্ম ভক্ষণ করা যায়, তবে রুদ্রত্ব লাভ হয়। রৌপ্যসহ সূতভস্ম ভক্ষণে বিষ্ণুত্ব, ভাস্করলৌহ সহ পারদভস্ম ভক্ষণে ব্রহ্মত্ব, এবং লৌহসহ কুবেরত্ব লব্ধ হয়। তালকনামক লৌহ সহ ভস্ম পারদে সূর্য্যত্ব, বিষুজ্জাত লৌহসহ ভস্ম সূতে চন্দ্রত্ব এবং রোহিণ লৌহসহ ভস্ম সূতে অজরত্ব লাভ হয়। সামান্য লৌকের সহিত ভস্ম পারদ সেবনে ইন্দ্রত্ব লাভ হয়॥

নির্দ্দোষ পারদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ এবং মূর্চ্ছিত পারদ সাক্ষাৎ জনার্দ্দনস্বরূপ। মারিত পারদ, রুদ্ররূপী এবং বদ্ধ পারদ সাক্ষাৎ সদাশিব। হে দেবি! অধিক কি বলিব, ঈদৃশ পারদের গুণরাশির পর্য্যবসান সাক্ষাৎ পদ্মযোনি ও মহতী বাক্যকল্পনা দ্বারা শেষ করিতে সমর্থ নহেন। (আমি যত প্রকার পারদকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি এবং করিতে পারি, সেই সমস্তই বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকটিত হইল। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন করান, কার্য্যে করান্ না, এবং যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন করে, অথচ কার্য্যে

করে না, তাঁহাদের উভয়েরই পরিশ্রম বৃথা ॥ ১৪ ॥

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ রসবিদ্যাপ্রকরণে-শাস্ত্রাবতারোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো মূর্চ্ছাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামহে ॥১॥

অনন্তর রসমূর্চ্ছনাধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছেন।

অব্যভিচারিত ব্যাধিঘাতকত্বং মূর্চ্ছনা।

যে অব্যভিচারে ব্যাধি নাশ করে, তাহাকে মূর্চ্ছনা বা রূপান্তরপ্রাপ্তি কহে ॥১॥

তন্ত্রোক্তনিগদিতদেবতাপরিচরণস্মরণানন্তরং তত্তচ্ছোধনপ্রক্রিয়াভিঃ বহ্বীভিঃ পরিশুদ্ধানাং রসেন্দ্রাণাং তৃণারণিমণিজন্যবহ্নিন্যায়েন তারতম্যমবলোকমানৈঃ সূক্ষ্মমতিভিঃ পলার্দ্ধেনাপি কর্ত্তব্যঃ সংস্কারঃ সূতকস্য, চেতি রসার্ণববচনাৎ ব্যবহারিকতোলকচতুষ্টয় পরিমাণেনাপি পরিশুদ্ধো রসো মূর্চ্ছয়িতব্যঃ ॥২॥

তন্ত্রোক্ত দেবতার পূজা ও চরণ স্মরণানন্তর নানাবিধ শোধনপ্রক্রিয়া দ্বারা পরিশুদ্ধ পারদের, তৃণকাষ্ঠ এবং মণিসম্ভূত বহ্নি ন্যায়ে নানাবিধ তারতম্য দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতগণ সেই তারতম্য দর্শন, করিয়া পলার্দ্ধ পরিমিত পারদ গ্রহণ করিয়া শোধন করিবেন, এই রসার্ণব-গ্রন্থের রচনানুসারে ৪ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ পারদ মূর্চ্ছিত করিবে ॥ ২ ॥

মূর্চ্ছনাপ্রকারস্তু বহুবিধঃ। তত্রষড়্গুণগন্ধকজারণ প্রক্রিয়া সাধীয়সীতি নিগদ্যতে ॥৩॥

রসমূর্চ্ছনা নানাবিধ। তন্মধ্যে ৬ ছয় গুণ গন্ধকদ্বারা জারণই প্রশস্ত বলিয়া, তাহাই কথিত হইতেছে। যথা—

রসষড়্গুণবলিজারণং বিনাদিঃ
ন খলু রুজাহরণক্ষমো রসেন্দ্রঃ।
ন জলদকলধৌতপাকহীনঃ
স্পৃশতি রসায়নতামিতি প্রসিদ্ধিঃ ॥

পারদ ষড়্গুণবলিজারণ ভিন্ন কখনই রোগ হরণে সমর্থ হয় না, এবং তাহার পাক যদি অভ্র ও স্বর্ণের সহিত সিদ্ধ না হয়, তবে সেরস সম্যক্ প্রকার রসায়নোপযোগী হয় না, এই প্রসিদ্ধি আছে ॥ ৩ ॥

তন্নিমিত্তকং সিকতাযন্ত্রদ্বয়ং কথ্যতে ॥৪॥

বালুকা যন্ত্র।

ষড়্গুণ বলিজারণার্থ দ্বিবিধ বালুকা যন্ত্র কথিত হইতেছে।৪। ১ম, যথা—

নিরবধিনিপীড়িতমৃদম্বরাগ্নিপরিলিপ্তামতিকঠিনকাচঘটীমগ্রে বক্ষ্যমাণপ্রকারাং রসগর্ভিণীমধস্তর্জ্জন্যঙ্গুলিপ্রমাণিতছিদ্রায়াং অনুরূপস্থালিকায়ামারোপ্য পরিতস্তাং দ্ব্যঙ্গুলি মতেন লবণেন নিরন্তরালীকরণপুরঃসরং সিকতাভিরাপূর্য্য বক্ষ্যমাণক্রমাপূরণীয়ং ; ক্রমতশ্চ ত্রিচতুরাণি পঞ্চাশানি বা বাসরাণি যাবদ্বালয়া পাচনীয়মিত্যেকং যন্ত্রম্ ॥৫॥

প্রথমতঃ একটি কাচকূপীতে কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অন্ততঃ সাতপুরু লেপ দিয়া তাহাকে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর বক্ষ্যমাণ পরিমিত রস ও গন্ধক একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া উক্ত কূপী মধ্যে রাখিতে হইবে। তদনন্তর একটি অনুরূপ হণ্ডিকার তলদেশ ঠিক মধ্যস্থলে তর্জ্জনী পরিমিত একটি ছিদ্র করিবে। তৎপরে উক্ত রসপূরিত কূ-

পীকে হণ্ডিকার অভ্যন্তরে বসাইয়া দুই বা তিন অঙ্গুলি পরিমিত লবণদ্বারা নিরন্তরাল করিয়া সমস্ত হণ্ডিকা বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, এবং হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিবে, পরে সেই হণ্ডিকা চুলাতে চড়াইয়া যথাবশ্যক তিন চারি বা পাঁচ দিবস জাল দিয়া পাক সিদ্ধ করিবে। এই প্রথম যন্ত্র—ইহাকে "বালুকাযন্ত্র কহে ॥ ৫ ॥

হট্টৈককমাত্রপ্রমাণভূধরান্তর্নিখাতাং প্রাগুক্ত কাচকুপীং নাতিচিপিটমুখীং নাত্যুচ্চমুখীং নলীতাজনাকারাং খর্পরচক্রিকয়া বা বিরুদ্ধবদনামুপরি হ্রদ্রং সুখাং বা বিধায় করীষৈরুপরি পুটো দেয়ঃ। ইত্যন্যযন্ত্রম্ ॥৬॥

দ্বিতীয় ভূধর যন্ত্র।

পূর্ব্ববৎ সকর্দ্দম বস্ত্রখণ্ডপরিলিপ্ত শুষ্কীকৃত এবং রসগন্ধকদ্বারা ভরিত কাচকুপীর মুখকে খর্পরচক্রিকা কিম্বা কাচচক্রিকা দ্বারা অবরুদ্ধ করিবে। কুপীর মুখ অতি চেপটা বা অতি উচ্চ হইবে না, কিন্তু নলীতাজনবৎ হইবে। পরে উক্ত কুপীকে একহস্ত পরিমিত গর্ত্তের অভ্যন্তরে রাখিয়া তদুপরি করীষ (বিলঘুটে) প্রদান দ্বারা ঐ গর্ত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া পুট দিবে ॥ ৬ ॥

অত্র কজ্জলীকরণমন্তরেণ কেবল গন্ধকমপি সাম্যেন জারয়ন্তি।

এইস্থলে কজ্জলী না করিয়াও কেবল গন্ধক দ্বারা জারিত করা যায় ॥৭॥

কুপীকোটরমাগতং রসভষ্টৈর্গন্ধকং তুলয়াং বিচূর্ণ্য বিজ্ঞায় স্খলনং ক্রমেণ সিকতাযন্ত্রেণ নৈঃ পাচয়েৎ। বারংবার মনেন বহ্নির্বিধিনা গন্ধকয়ং সাধয়েৎ সিন্দূরদ্যুতিতোঽনুভূয় ভণিতঃ কর্ম্মক্রমোঽয়ং মতঃ॥৮

পারা এবং ছয় গুণ গন্ধক একত্র খল করিয়া কূপীমধ্যে ভরিয়া মন্দ মন্দ জাল দিতে দিতে ক্রমে গন্ধক জ্বলিয়া যাইবে। এই রীতিতে বার বার ষড়্‌গুণ গন্ধক জারণ করিবে এবং অনুভব দ্বারা সিন্দুর পাক স্থির করিবে।

রসমন্তরেণ হিঙ্গুলগন্ধাভ্যামপিসিন্দূরং সম্পাদয়েৎ।

পারদ না দিয়া শুদ্ধ হিঙ্গুল ও গন্ধককে সিন্দুর পাক হইতে পারে।

অন্যচ্চ।—ত্রিগুণমিহ রসেন্দ্রমেকমংশং কনকপয়োধরতারগন্ধজানাং। রসগুণবলিভি বিধায় পিষ্টিং কুরু নিরন্তরমম্বুভিঃ কুমার্য্যাঃ॥

রস ৩ ভাগ, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য এবং পারদ প্রত্যেকে একভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিষ্টক প্রস্তুত করিবে।

অন্যচ্চ।—অথষড়্‌গুণমধরোত্তরসমাদিকলিকারণেন যোজ্যোহং, যোগে পিষ্টিঃ পাচ্যা কজ্জলিকার্থং জারণার্থঞ্চ।

প্রকারোঽয়মধোযন্ত্রেণৈব সিধ্যতি ন পুনরূর্দ্ধযন্ত্রেণ। ইতি কজ্জলীকরণম্।

এই যন্ত্রেও পূর্ব্ববৎ সমাদিগন্ধকজারণ দ্বারা ক্রমে ষড়্‌গুণ জারিত করিয়া পরিশেষে কজ্জলীকরণ ও জারণার্থ পিষ্টী প্রস্তুত করিয়া অধোযন্ত্রে পাক করিবে। এই যন্ত্রে ঊর্দ্ধপাতনের কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

কাচমৃত্তিকয়োঃ কূপী হেমায়ঃ সারয়োঃ কৃতিং।
লীলায়াঃ কৃতো লেপঃ খটিকা লবণাদিকৈঃ॥

অনেন যন্ত্রবিধয়েন ভূরি
হেমাভ্রসত্ত্বাদ্যপি জারয়ন্তি।
যথেষ্টমন্যৈঃ সুমনোবিচারৈঃ
বিচক্ষণাঃ গন্ধনযন্ত্রমূহুঃ॥

অন্তর্ধূমবিপাচিত শতগুণ গন্ধেন বদ্ধিতঃ সূতঃ।
স ভবেৎ সহস্রবেধী তারে তাম্রে সুবর্ণে ভুজঙ্গে চ॥

কাচকূপী ও মৃত্তিকানির্ম্মিত কূপী, কিম্বা সুবর্ণ ও লৌহসারনির্ম্মিত কূপীকে অধিক মাত্রায় খড়ি, লবণ ও লৌহচূর্ণ মিশ্রিত কর্দ্দম দ্বারা লেপিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণাদি সমস্ত ধাতুই জারিত হইতে পারে। এতভিন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিকৌশলে অনেক প্রকার রচনা করিতে পারেন। অন্তর্ধূমে পাচিত শতগুণ গন্ধক দ্বারা অন্তর্ধূমে বদ্ধ পারদ, কি রৌপ্য কি তাম্র কি রঙ্গ সকল ধাতুতেই সহস্রবেধী হয়।

বহির্ধূমো যথা— সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে দত্ত্বা বলিং মৃদ্ঘটিতৈলভাণ্ডে। তৈলাবশেষেহত্র রসং নিদধ্যাৎ মধ্যার্দ্ধকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ। আষড়্গুণং গন্ধকমর্পয়েৎ ক্রমেণ দগ্ধো জীর্ণ বলির্ব্বলী স্যাৎ। রসেষু সর্ব্বেষু নিয়োজিতোহয়ং নাশং নয়েৎ ব্যাধিগণং জবেন। নাগাদিশুদ্ধ্যাদিভিরত্র পিষ্টিং বাদেষু যোগেষু চ নিক্ষিপন্তি।

বালুকাযন্ত্রস্থ তৈলভাণ্ডে পারদের সমান গন্ধক দাও, সেই গন্ধক গলিয়া তৈলাবশিষ্ট হইলে, তাহাতে ঐ পারদ প্রদান কর। ক্রমে গন্ধক ক্ষয় হইয়া প্রায় অর্দ্ধেক জারিলে পুনর্ব্বার পারদসমান গন্ধক ভাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমে ষড়্গুণ গন্ধক জীর্ণ করিয়া যে রস প্রস্তুত হইবে, তাহা অতীব বীর্য্যবান্ হইবে। এবং সর্ব্ব প্রকার ঔষধে প্রয়োগ করিলে, বিশেষ ফলদায়ী হইবে। পরে ঐ রস সীসাদি ও তাম্রাদির সহিত পেষণ করিয়া সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে।

মূলকসম্ভবং ক্ষীরং ব্রহ্মবীজানি গুগ্গুলুঃ।
সৈন্ধবং দ্বিগুণং মর্দ্দাৎ নিবধ্নাতি সূতকং॥

ত্রিশিরাগনসারক্ষীর এবং অর্কক্ষীর ও বীজ এবং গুগ্গুল সমান লইয়া দ্বিগুণ সৈন্ধবের সহিত মর্দ্দন করিলে, উহা পারদ বন্ধনের উত্তম নিয়ম হয়।

সর্ব্বরোগহরী কর্পূরপ্রক্রিয়া—

দ্বাত্রিংশৎ দৃঢ়ঘটিকায়াম্ অর্দ্ধং পরিপূর্য্য চূর্ণলবণাংশৈঃ। তদুপরি ইষ্টকচূর্ণং তদুপরি সূতস্য তুর্য্যাংশং। সিতসৈন্ধবং নিধায় কটিকারীং তৎ সমং তদুপরিষ্টে। স্ফটিকারিধবলসৈন্ধবশুদ্ধরসৈঃ কন্যাস্বু পরিমৃষ্টৈঃ। কৃত্বা পর্পটমুদিতং তদুপর্য্যাধায় তদেব পুনঃ। স্ফটিকারিসৈন্ধবরসৌ দদ্যাদিতঃ স্থলতো রসস্য। তাভ্যাং তদুপরি খর্পরখণ্ডান্ ধুত্বাপরয়া। দৃঢ়স্থাল্যা মুদ্রিত্বা দিবসত্রিতয়ং বিপচেদ্বহ্নিনা॥

অত্রানুক্রমপি ভল্লাতকং দদতি বুধাঃ পারদ তুল্যং।

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ রসনিষ্কাশনপ্রকরণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

একটী দৃঢ়ঘটিত স্থালীর চতুর্থাংশ লবণ দ্বারা পূর্ণ করিবে, তাহার উপর ইষ্টক চূর্ণ, তদুপরি পারদের চতুর্থাংশ সৈন্ধব, এবং তদুপরি সৈন্ধব সমান ফটকিরি প্রদান করিবে। ফটকিরি কর্পূর সৈন্ধব এবং শুদ্ধরস সমান ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দন করিয়া পর্পটি করিবে। সেই পর্পটী তাহাস্থ ফটকারীর উপর প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর পুনর্ব্বার ফটকারী ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিবে, তাহার উপর

কতকগুলি খাপরা দিয়া তদুপরি একটি ঐরূপ দৃঢ় স্থালী আচ্ছাদন করিয়া রুদ্ধ করিবে। পরে ৩ দিবস অগ্নিতে পাক করিবে।

এস্থলে স্বল্পাতকের উল্লেখ না থাকিলেও বৃদ্ধগণ পারদ তুল্য তেলা দিয়া থাকেন।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথাতো বন্ধনাধ্যায়ং ব্যাচক্ষ্মহে।
স্বাভাবিকদ্রবত্বে সতি বহ্নিনানুৎক্ষিপ্যমানত্বং মূর্ত্তিবত্ত্বং। বিপিনৌষধিপাকসিদ্ধং ঘৃততৈলাদ্যপি দুর্নিবারবীর্য্যং। কিমযং পুনরীশ্বরাঙ্গজন্মা ঘনজাম্বুনদাভ্রভানুজীর্ণঃ॥

যাহা স্বভাবতঃ দ্রব অথচ অগ্নি দ্বারা উৎপন্ন না হয়, তাহাকে মূর্ত্তিমান্ কহে। যখন ঘৃত ও তৈলাদি বনজাত ওষধির সহিত পাচিত হইয়া দুর্নিবার বীর্য্যসম্পন্ন হয়, তখন পারদ যে তাম্রাদির সহিত অগ্নিযোগে জারিত হইয়া অসীম বীর্য্যশালী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

অতঃ সাধকান্যূনবিংশতি কর্ম্মাণি ভবন্তি।
স্বেদনমর্দ্দনমূর্চ্ছনোত্থাপনপাতনবোধননিয়মনদীপনানুবাসনগগনাদিগ্রাসপ্রমাণচারণগর্ভদ্রুতিবাহ্যদ্রুতিযোগজারণরঞ্জনসারণক্রামণবেধনভক্ষণানি।

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, পাতন, বোধন, নিয়মন, দীপন, অনুবাসন, অভ্রাদি গ্রাস, প্রমাণ, চারণ, গর্ভদ্রুতি বাহ্যদ্রুতি, যোগ, জারণ, রঞ্জন, সারণ, ক্রামণ, বেধন এবং ভক্ষণ এই ঊনবিংশ প্রকার সাধনকর্ম্ম।

সংপূজ্য শ্রীগুরুং কন্যাং বটুকঞ্চ গণাধিপং।
যোগিনীং ক্ষেত্রপালাংশ্চ চতুর্দ্ধা বলিপূর্ব্বকং॥
সূতং হরসা মিলয়ে সুমুহূর্ত্তে বিধোর্বলে।
খল্লে পাষাণজে লৌহে সুদৃঢ়ে সারসম্ভবে॥
তাদৃশবন্ধমসৃণ চতুরঙ্গুলমর্দ্দকে।
নিক্ষিপ্য নিষ্কমন্ত্রেণ রক্ষিতং স্থিরসেবকৈঃ॥
স্থিরধীর্মর্দ্দয়েৎ চূর্ণৈর্মিলিত্বা ষোড়শাংশতঃ।
সূতস্য পালিতৈর্ব্বৈ স্তৈর্বৎসনাভশ্রনাদিভিঃ॥
মর্দ্দয়েন্মূর্চ্ছয়েৎ সূতং পুনরুত্থাপ্য নাগশঃ।
গৃহকন্যকানিশাধূমসারোর্ণাভস্মতুম্বিকৈঃ॥
জম্বীরদ্রবসংযুক্তং নাগদোষাপনুত্তয়ে।
রাজবৃক্ষস্য মূলস্য চূর্ণেন সহ কন্যয়া॥
মলদোষাপনুত্ত্যর্থং মর্দ্দনোত্থাপনে ক্রমে।
কৃষ্ণধুস্তূরকস্য তৈলৈশ্চাঙ্কোল্যবিনিবৃত্তয়ে॥
ত্রিফলাকন্যকাতোয়ৈঃ বিষদোষোপশান্তয়ে।
গিরিদোষং ত্রিকটুনা কন্যাতোয়েন যত্নতঃ॥
চিত্রকস্য চ চূর্ণেন কন্যোন্মাগ্নিনাশনং।
আরনালেন চোষ্ণেন প্রতিদোষং বিশোধয়েৎ॥
এবং সংশোধিতঃ সূতঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ।
জায়তে কার্য্যকর্ত্তা চ অন্যথা কার্য্যনাশনঃ॥
উত্থাপনাবিশিষ্টং তু চূর্ণং পাতনযন্ত্রকে।
ঊর্দ্ধ্বভাণ্ডে সংলগ্নং সংহরেৎ পারদং ভিষক্॥

ইতি মর্দ্দনমূর্চ্ছনোত্থাপনম্।

চতুর্ব্বিধ বলিপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরু প্রভৃতির পূজা করিয়া চন্দ্রশুদ্ধিযুক্ত শুভ মুহূর্ত্তে সুদৃঢ় খল্লে পাতিত করিয়া ইষ্টকাচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ, মেষলোমভস্ম এবং জম্বীররস ষোড়শাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা পারদকে ৩ দিন মর্দ্দন করিবে তদনন্তর ঊর্দ্ধপাতন যন্ত্র দ্বারা যন্ত্রমধ্যে বাষ্পিয়া তুবাইবে।

পারদের নাগদোষ নাশের জন্য ধূমসার এবং ষোড়শাংশ ঊর্ণাভস্ম তুম্বী এবং জম্বীররসের সহিত পারদকে এক দিন মর্দ্দন করিবে। মলদোষ শান্তির জন্য রাজবৃক্ষের মূলচূর্ণ এবং কুমারিকার রসের সহিত মর্দ্দন ও উত্থাপন করিবে।

পারদের চাঞ্চল্যনাশের জন্য কৃষ্ণধুস্তূর রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। ত্রিফলা এবং ঘৃতকুমারীরস দ্বারা মর্দ্দন করিলে পারদের বিষদোষ নষ্ট হয়। ত্রিকটু এবং কন্যারস দ্বারা মর্দ্দনে গিরিজদোষ নষ্ট হয়। চিত্রকচূর্ণ এবং কুমারিকারস দ্বারা মর্দ্দনে অগ্নিদোষ নষ্ট হয়। উষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা প্রতিদোষ নষ্ট হয়। এইরূপে সংশোধিত পারদ সপ্তদোষবিরহিত হয়।

এইরূপে পারদের মর্দ্দন মূর্চ্ছন এবং উত্থাপন বর্ণিত হইল ॥ ৪ ॥

অথ স্বেদনবিধিঃ।

সূতং চতুষ্পদে বস্ত্রে বদ্ধা দোলাকৃতং পচেৎ।
দিনং ব্যোষবরাবহ্নিকন্যাকল্কেষু কাঞ্জিকে।
দোষশেষাপনুত্ত্যর্থমিদং স্বেদনমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

পারদকে চারিপুরু বস্ত্রে বাঁধিয়া ত্রিকটুকল্ক, ত্রিফলাকল্ক, হরিদ্রাকল্ক, চিত্রককল্ক, ঘৃতকুমারী কল্ক সহ কাঁজিতে এক এক দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া দোষসংশোধনার্থ স্বেদনবিধি সম্পাদন করিবে ॥ ৫ ॥

ইতি স্বেদনবিধিঃ।

অথ ঊর্দ্ধপাতনবিধিঃ।

ভাগাস্ত্রয়ো রসস্যার্কচূর্ণস্যৈকং নিম্বুজং।
মর্দ্দয়েদ্ যামযোগেন যাবদায়াতি পিণ্ডতাং।
তং পিণ্ডং তলভাণ্ডস্থমূর্দ্ধভাণ্ডে জলং ক্ষিপন্।
কৃত্বালবালং বেনাপি ততঃ সূতং সমুদ্ধরেৎ।
ঊর্দ্ধপাতনমিত্যুক্তং ভিষগ্ভিঃ সূতশোধনে।
মন্থুহ ভাণ্ডবদনমন্যাপিলতি কাণ্ডকং।
তথা সন্ধির্দয়োঃকার্য্যঃ পাতনত্রয়কর্ম্মকে।
যন্ত্রপ্রমাণং বদনাৎ শুক্রোক্তয়ং বিচক্ষণৈঃ।
রসমানানুমানং বা কথিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৬ ॥

৩ ভাগ পারা, তাম্রচূর্ণ ১ ভাগ টাবা রসে ততক্ষণ মর্দ্দন কর, যতক্ষণ না তাহা পিণ্ডবৎ হয়। দুইটা হাঁড়ি লও, এবং একটায় ঐ পিণ্ডিত দ্রব্য পাতিয়া দাও। পরে দ্বিতীয় হাঁড়ি উহার মুখে উপর করিয়া দিয়া উত্তমরূপে দুই মুখ প্রলেপ দ্বারা আঁটিয়া দাও, এবং অগ্নিসন্তাপ দাও। পরে উপরের হাঁড়ির উপর আলবাল করিয়া তাহাতে জল দিতে থাক, তাহা হইলেই অগ্নিসন্তাপ দ্বারা পারা ঊর্দ্ধগ হইয়া হাঁড়ির পার্শ্বে লাগিবে, যন্ত্রের পরিমাণ শুক্রের মুখে অবগত হইবে, এবং পারদের পরিমাণ অনুসারে যন্ত্রের পরিমাণ স্থির করিবে ॥ ৬ ॥

ইতি ঊর্দ্ধপাতনং।

অথ অধঃপাতনবিধিঃ।

নবনীতার্দ্রকং সূতং ঘৃষ্টা জম্বীরজৈর্দিনং।
বানরীশিগ্রু শিখিভিঃ লবণাসুরিকংযুতৈঃ।
নষ্টপিষ্টং রসং জ্ঞাত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাণ্ডকে।
ঊর্দ্ধভাণ্ডোদরং লিপ্ত্বা স্থধোগং জলসংযুতং।
সন্ধিলেপং দ্বয়োঃকৃত্বা তং যন্ত্রং ভুবি পুরয়েৎ।
উপরিষ্টাৎপুটে দত্তে জলে পততি পারদঃ।
অধঃপাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধাদ্যৈঃ সূতকর্ম্মণি ॥ ৭ ॥

নবীত, আর্দ্রক এবং পারা জম্বীররসের সহিত একদিন মর্দ্দন কর। পরে, আলকুশীমূল, শিগ্রুমূল, চিত্রকমূল, সৈন্ধবলবণ এবং রাইসরিষা সমভাগ একত্র পীন করিয়া মর্দ্দন কর, ও পূর্ব্বমর্দ্দিত দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া ঊর্দ্ধভাণ্ডের তলদেশে লেপিয়া দাও। নীচের হাঁড়ি জলপূর্ণ করিয়া উহার মুখে ঊর্দ্ধভাণ্ড উপর করিয়া দাও, এবং জোড়মুখ উত্তম

করিয়া লেপন কর। পরে নীচের জলপূর্ণ হাঁড়িটি ভূমিতে পুঁতিয়া উপরের ভাণ্ডে করীষ দ্বারা পুট দাও। তাহা হইলেই পারা ক্রমে জলে পতিত হইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম অধঃপাতন বিধি ॥ ৭ ॥

ইত্যধঃপাতনং।

অথ তির্য্যক্পাতনবিধিঃ।

ঘটে রসং বিনিঃক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকং।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়ং কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।
রসাধো [illegible] দদ্যাৎ যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ।
তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ ॥৮॥

নাগার্জ্জুনাদি সিদ্ধ ঋষিগণ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াকে তির্য্যক্পাতনবিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যথা—একটী ঘটে পারা রাখ, এবং আর একটা ঘটে জল রাখ, পরে উভয় ঘটকে তির্য্যক্ভাবে বসাইয়া উভয়ের মুখ একত্রিত কর, এবং সেই জোড়মুখ রুদ্ধ করিয়া দাও। তদনন্তর পারাযুক্ত ঘটে ততক্ষণ জাল দাও যতক্ষণ না সেই পারা জলে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

ইতি তির্য্যক্পাতন বিধিঃ।

অথ বোধনবিধিঃ।

মিশ্রিতো চেৎ রসো নাগবঙ্গৌ বিক্রয়হেতুনা।
তাভ্যাং স্যাৎ কৃত্রিমো দোষঃ তন্মুক্তিঃ পাতনত্রয়াৎ।
এবং কদর্থিতঃ সূতঃ ষণ্ঢত্বমধিগচ্ছতি।
তন্মুক্তস্যাস্য সিদ্ধ্যর্থে বোধনং কথ্যতেহধুনা।
দিগ্ধা মিত্রকপালে বা কাচকূপ্যামথাপি বা।
স্বচীমুখং বিনিঃক্ষিপ্য তত্র তন্মজ্জনাবধি।
পুরমেকদিনং ভূম্যাং রাজহস্তপ্রমাণতঃ।
স্থানেন সূতরাজোহয়ং ষণ্ঢভাবং বিমুঞ্চতি ॥ ৯ ॥

ব্যবসায়ীরা বিক্রয়ার্থ পারদের সহিত সীস ও বঙ্গ মিশ্রিত করে। সেই মিশ্রণ জন্য পারদের যে কৃত্রিমদোষ জন্মে, তাহাকে পারদের ষণ্ঢত্ব দোষ কহে। ঊর্দ্ধ অধ এবং তির্য্যক্ ত্রিবিধ পাতনকর্ম্ম দ্বারাই উক্ত দোষের সংশোধন হইতে পারে। যে বিধি দ্বারা পারদের ষণ্ঢত্ব দোষ সংশোধিত হয়, তাহাকে বোধন কহে। সেই বোধন বিধি এই যথা—নারিকেল পাত্রে কিম্বা কাচকূপীতে পারদ রাখিয়া তাহাতে এই পরিমিত ঋদ্ধি ও বালার ক্বাথ প্রদান কর, যাহাতে পারদ ডুবিয়া থাকে। পরে সেই পাত্র এক হস্ত পরিমিত খাতে ভূতলে তিন দিবস পুঁতিয়া রাখ। তাহা হইলেই পারদের ষণ্ঢত্ব দোষ নষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

অথ মতান্তরঞ্চ।

লবণেনাম্লপিষ্টেন হণ্ডিকান্তর্গতং রসং।
আচ্ছাদ্যাম্লজলৈঃ কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা স্থালেন রোধয়েৎ।
ঊর্দ্ধং লঘুপুটং দেয়ং লব্ধাত্মাসৌ ভবেদ্রসঃ ॥ ১০ ॥

পারাকে অম্ল বর্গের রস ও লবণের সহিত পেষণ করিয়া হাঁড়ির ভিতর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে কিঞ্চিৎ অম্লবারি প্রদান করিয়া, হাঁড়ির মুখ শরাব দ্বারা রুদ্ধ কর, এবং সন্ধিমুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে লঘুপুট প্রদান কর, তাহা হইলেই পারদ দোষমুক্ত হইবে ॥ ১০ ॥

মতান্তরঞ্চ বোধনং।

কদর্থনেনৈব নপুংসকত্বং
প্রাপ্তং ভবেদস্য রসস্য পশ্চাৎ।
বীর্য্যং প্রকর্ষায় চ ভূর্জ্জপত্রে
স্বেদোঽম্লকালে দ্রুতবহ্নিগর্ত্তে ॥ ১১ ॥

এইরূপ কদর্থন দ্বারা পারদ নির্ব্বীর্য্য হইলে, যখন ইহার বীর্য্যবর্দ্ধন আবশ্যক হয়, তখন পারদকে ভূর্জ্জপত্রে বেষ্টন ক-

ত্রিধা সৈন্ধবচূর্ণযুক্ত জলে দোলাযন্ত্রে স্বেদ করিলে পুনর্ব্বার বীর্য্যশালী হয়॥ ১১॥

ইতি বোধনং।

অথ নিয়মনং।

সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যাভূম্যাম্বুকনকাম্বুভিঃ।
দিনং সংস্বেদিতঃ সূতো নিয়মাৎ স্থিরতাং ব্রজেৎ॥১২

শঙ্খে, তেঁতুল, তিৎকাঁকরোল, ভীমরাজ, নাগরমুতা এবং ধুস্তুর রসের সহিত পারদকে একদিন মন্দাগ্নিতে স্বেদিত করিলে, পারদ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম নিয়মনবিধি॥ ১২॥

ইতি নিয়মনং।

অথ দীপনম্।

কাশীশং পঞ্চলবণং রাজিকামরিচানি চ।
ভূশিগ্রুবীজমেকত্র টঙ্কণেন সমন্বিতং।
আলোড্য কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাকাদ্দিনৈস্ত্রিভিঃ।
দীপনং জায়তে সম্যক্ সূতরাজস্য কারণে।
অথবা চিত্রকদ্রাবৈঃ কাঞ্জিকে ত্রিদিনং পচেৎ॥১৩॥

হিরাকশ, পঞ্চলবণ, রাইশর্ষিা, মরিচ শোভাঞ্জন বীজ এবং সোহাগা সমভাগ একত্র পেষণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত আলোড়িত করিয়া সেই কাঁজিতে দোলা যন্ত্রে দিনত্রয় পাক করিলে, পারদের দীপনশক্তি সম্পাদিত হয়। অথবা চিত্রকরস মিশ্রিত কাঁজিতেও পাক করিলে হয়॥ ১৩॥

ইতি দীপনং।

অথ অনুবাসনং।

দীপিতং রসরাজন্তু জম্বীররসসংযুতং।
দিনৈকং ধারয়েৎ ঘর্ম্মে মৃৎপাত্রে বা শিলোদ্ভবে॥১৪

দীপিত পারদকে জম্বীররসের সহিত মৃৎপাত্র কিম্বা প্রস্তরময় পাত্রদ্বারা একদিন রৌদ্রে ধারণ করিলে, পারদ অনুবাসিত হয়। ইহার নাম অনুবাসন॥ ১৪॥

ইত্যনুবাসনং।

জারণা হি নাম পাতনগালনব্যতিরেকেণ ঘনহেমাদিগ্রাসপূর্ব্বকপূর্ব্বাবস্থাপ্রতিপন্নত্বং। কিঞ্চ ঘনহেমাদিলোহজারিতস্য সূতকেন্দ্রজারণাদেব শরীরিণাং তক্ষণেঽধিকার ইত্যভিহিতম্। ফলকার্য্যং স্বয়মীশ্বরেণোক্তং॥ ১৫॥

পাতন গালন ব্যতিরেকে অভ্র এবং স্বর্ণাদি গ্রাসন দ্বারা রসের পূর্ব্বাবস্থা সম্পাদনকে জারণ কহে। অভ্র এবং স্বর্ণাদি জারিত পারদে ভক্ষণেই শরীরীদিগের অধিকার জানিবে। ভক্ষণ ও জারণের ফল মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন॥১৫॥

যথা—

সর্ব্বপাপক্ষয়ে জাতে প্রাপ্যতে রসজারণা।
তৎপ্রাপ্তৌ প্রাপ্যতেঽবশ্যং শিবজ্ঞানং মুক্তিলক্ষণং।
মোক্ষাভিব্যঞ্জকং দেবি জারণাৎ সাধকস্য তু।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গিকা দেবি রসেন্দ্রো লিঙ্গমুচ্যতে॥
মর্দ্দনং বন্ধনঞ্চৈব প্রসিদ্ধা পূজা বিধীয়তে॥
যাবদ্দিনানি বহ্নিস্থো জারণে ধার্য্যতে রসঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে॥
দিনমেকং রসেন্দ্রস্য যো দদাতি হুতাশনং।
কুর্ব্বন্তি তস্য পাপানি কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥১৬॥

ইত্যাদীন্যপর্য্যবসানান্যেব।

সর্ব্ব পাপক্ষয় না হইলে, রস জারণা সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই রসজারণা সাধিত হইলেই মুক্তিলক্ষণ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবি! সাধক ব্যক্তির জারণই মোক্ষব্যঞ্জক। দেবি! গন্ধক পিণ্ডিকাস্বরূপ, এবং রসেন্দ্র লিঙ্গস্বরূপ। অতএব উহাদের মর্দ্দন বন্ধন এবং ভক্ষণই পূজা বলিয়া কথিত হয়। পারদ জারণার্থে যত দিন অগ্নিতে স্থাপিত হয়, জারক তত সহস্র বৎসর শিবলোকে পূ-

ষিত হয়। যে ব্যক্তি একদিন কাম য-মেজে হুতাশন সংযোগ করে, সে পাপী করিলেও, তাঁহার সেই পাপ দ্রবীভূত হয়, আর পাপে লিপ্ত হয় না ॥ ১৬ ॥

অথ গ্রাসনাদিবিধিঃ।

অগ্রাসয়িত্বা হেমগন্ধং
বাঞ্ছন্তি সূতাৎ ফলমপ্যুদারং।
ক্ষেত্রাদনুপ্তাদপি শস্যজাতং
কৃষীবলাস্তে কিমবজ্ঞশ্চ মন্দাঃ ॥

স্বর্ণগন্ধে তু জীর্ণে তু শুদ্ধাচ্ছতগুণাধিকঃ।
ষড়্গুণে গন্ধকে জীর্ণে রসো ভবতি রোগহা ॥
তুল্যে তু গন্ধকে জীর্ণে শুদ্ধাচ্ছতগুণো রসঃ।
দ্বিগুণে গন্ধকে জীর্ণে সর্বকুষ্ঠহরঃ পরঃ ॥
ত্রিগুণে গন্ধকে জীর্ণে সর্বজাড্যবিনাশনঃ।
চতুর্গুণে তত্র জীর্ণে বলীপলিতনাশনঃ ॥
গন্ধে পঞ্চগুণে জীর্ণে ক্ষয়ে ক্ষয়হরো রসঃ।
ষড়্গুণে গন্ধকে জীর্ণে সর্বরোগহরো রসঃ ॥
অবশ্যমিত্যুবাচেদং দেবীং শ্রীভৈরবঃ স্বয়ং।
[illegible] তত্র লোলঃ স্যাৎকর্মকস্তুরবে ॥১৭॥

যে সকল বৈদ্য পারদকে স্বর্ণ ও গন্ধক দ্বারা জারিত না করিয়াই তাহা হইতে উদার ফললাভের বাঞ্ছা করেন, এবং যে সকল কৃষক ক্ষেত্রে শস্য বপন না করিয়াই শস্য রাশি লাভের বাঞ্ছা করে, তাহারা উভয়েই সমান ও অতিমূর্খ।

শ্রীভৈরব স্বয়ং দেবীকে বলিয়াছেন, পারদ শুদ্ধগন্ধক দ্বারা জারিত হইয়াই শুদ্ধ পারদ অপেক্ষা শতগুণ গুণশালী হয়, দ্বিগুণ গন্ধকে জারিত হইলে, সর্ব্ব কুষ্ঠ বিনাশ করে। ত্রিগুণ গন্ধক দ্বারা জারিত হইলে, সর্ব্বপ্রকার জাড়তা নষ্ট করে। চতুর্গুণ জারিত পারদ বলীপলিত নাশ করে। পঞ্চগুণ জারিত হইলে ক্ষয় রোগ নষ্ট করে, এবং ষড়্গুণ গন্ধকে জারিত হইলে সর্ব্ব রোগ নাশ করে ॥১৭॥

তথাচ্ছতগুণো ব্যোমসত্ত্বে জীর্ণে তু তৎসমে।
তাপ্যখর্পরতালাদিসত্ত্বে জীর্ণে গুণাবহঃ ॥
হেম্নি জীর্ণে সহস্রৈকগুণসংখ্যপ্রদায়কঃ।
বজ্রাদিজীর্ণসূতস্য গুণান্ বেত্তি শিবঃ স্বয়ং ॥

দেব্যা রজো ভবেদ্গন্ধো ধাতুঃ শুক্রং তথাভ্রকং।
আলিঙ্গনে সমর্থৌ দ্বৌ প্রিয়ত্বাচ্ছিবরেতসঃ ॥
শিবশক্তিসমাযোগাৎ প্রাপ্যতে পরমং পদং।
যথা স্যাজ্জারণা বহ্বী তথা স্যাৎ গুণদো রসঃ ॥
বজ্রকণ্টকবজ্রাঙ্গং বিবরষ্টাঙ্গুলং মৃদা।
বিলিপ্য গোবিশল্যাগ্নৌ পুটতং তত্র শোধিতং ॥
ত্র্যহং বজ্রে বিনিক্ষিপ্তঃ প্রাণার্থী জায়তে রসঃ।
গ্রসতে গন্ধহেমাদি বজ্রসত্ত্বাদিকং ক্ষণাৎ ॥

মূর্চ্ছাধ্যায়োক্তষড়্গুণবলিজীর্ণো সিদ্ধিযোগোক্ত রসঃ খল্বত্যন্তবুভুক্ষিতো ঘনহেমবজ্রাদি ক্ষণিকমেব গ্রসতীত্যনঃ প্রকারঃ। এতৎ প্রক্রিয়াদ্বয়মপি কৃত্বা ব্যবহরন্ত্যন্যে।

সতুষটঙ্কণবর্জ্জি পট্টতাম্রে ত্র্যহোষিতং ॥১৮॥

ষড়্গুণ গন্ধকজারিত পারদ যদি সম ভাগ অভ্রসত্ত্ব দ্বারা জারিত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা শতগুণ গুণশালী হয়। আর স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর এবং হরিতাল প্রভৃতি দ্বারা জারিত হইলে, উহা অপেক্ষাও গুণদায়ী হয়। আর স্বর্ণের সহিত জারিত হইলে, সহস্র গুণ গুণদায়ী হয়। বজ্রাদিজারিত পারদের গুণ শিবই জানেন।

গন্ধক দেবীর রজঃ এবং অভ্র তাঁহার শুক্র, এই জন্য শিবরেতঃপ্রিয় অভ্র ও গন্ধক পারদের সহিত আলিঙ্গনে সমর্থ হয়, এবং শিবশক্তির যোগহেতু উৎকৃষ্টতা লাভ করে। পারদের জারণাদি ক্রিয়া যত অধিক হইবে, পারদ ততই গুণদায়ী হইবে।

সিজুর কঠিন শাখায় অষ্টাঙ্গুল পরিমিত ছিদ্র করিয়া তদভ্যন্তরে পারদ এবং গন্ধক ভরিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক

শুণ্ঠী ও শ্যামালতার অগ্নিতে জ্বাল দাও। এইরূপ তিন দিন কাল বজ্রীগর্ত্তে নিঃক্ষিপ্ত থাকিলে, পারদ স্বর্ণাদিগ্রাসার্থী হয় এবং ক্ষণকালমধ্যে গন্ধক, স্বর্ণ ও হীরকাদি গ্রাস করে।

অন্য প্রকার—

পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত ষড়্গুণগন্ধকজারিত পিষ্টিকোখিত রস খল্লমধ্যে স্থিত ও অত্যন্ত বুভুক্ষিত হইয়া অভ্র স্বর্ণ এবং হীরকাদি ধাতু গ্রাস করে। এই [illegible] প্রক্রিয়াই কোন কোন বৈদ্যেরা ব্যবহার করেন।

অন্য যথা—

তুঁতে, সোহাগা এবং সাজিমাটির সহিত কাঁজিকে তিন দিন তাম্রপাত্রে পর্য্যুষিত করিয়া ঐ কাঁজি দ্বারা পারা ও গন্ধককে ভাবনা দিবে। কিম্বা বিট্‌লবণ ও পারা কাঁজিতে নিক্ষিপ্ত করিলেও পারার গ্রসনশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং সেই পারদ সর্ব্ব প্রকার লৌহ এবং বজ্রাদি ধাতুকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয়।

শঙ্খচূর্ণকে অর্কক্ষীর দ্বারা তিন দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ঐরূপ মূলকে জম্বীররসে এক দিন ভাবনা দিবে। সৌবর্চ্চল লবণকে ছাগমূত্র দ্বারা চারি প্রহর এবং কণ্টকারীর কাথ ও নরমূত্রের সহিত এক দিন; নিস্তুষ জয়পালকে মূলকরসে এক দিন; সৈন্ধব, সোহাগা ও কুঁচকে শিগ্রুরসে (সজিনা) এক দিন ভাবনা দিবে। পরিশেষে ঐ শঙ্খচূর্ণ, গৃহধূম, সৌবর্চ্চললবণ, জয়পাল, সৈন্ধব, সোহাগা ও কুঁচ প্রত্যেককে সমভাগ লইয়া জম্বীররসে এক দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক রাখিয়া দিবে। ইহার নাম বড়বানলবিড়। উক্ত খল্লে পারদ রাখিয়া এতদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে, পারদ, সুবর্ণ ও লোহাদি ধাতুকে শীঘ্র গ্রাস করে ॥ ১৮ ॥

অন্যঃ প্রকারঃ।

মূলকার্দ্রকচিত্রকক্ষীরাং ক্ষারং গোমূত্রগালিতং।
বস্ত্রপূতং দ্রবং গ্রাহ্যং গন্ধকং তেন ভাবয়েৎ।
শতবারং খরে ঘর্ম্মে বিড়োঽয়ং হেমজারণে।
এবং বিড়ান্তরাণ্যাপি তন্ত্রান্তরাদনুসর্ত্তব্যানি ॥ ১৯ ॥

মূলা, আর্দ্রক এবং চিত্রকক্ষীর গোমূত্রে গোলিত করিয়া ছাঁকিবে। পরে তদ্দ্বারা গন্ধককে প্রখর রৌদ্রে শতবার ভাবনা দিয়া যে বিড় প্রস্তুত হয়, তাহা সুবর্ণজারণে প্রশস্ত হয়।

এইরূপ বিড়ান্তর অন্যান্য তন্ত্র হইতেও গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥

ইতি বিড়কথনং।

চতুঃষষ্ঠ্যংশকং হেমপত্রং মায়ূরমায়ুনা।
বিলিপ্তং তপ্তখল্লস্থে রসে দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনং জম্বীরতোয়েন গ্রাসেগ্রাসেপ্যয়ং বিধিঃ।
শনৈঃ সংস্বেদয়েদ্ভূর্জ্জে বদ্ধা সপটুকাঞ্জিকে।
ভাণ্ডকে ত্রিদিনং সূতং জীর্ণস্বর্ণং সমুদ্ধরেৎ।
অধিকস্তোলিতশ্চেৎ স্যাৎ পুনঃস্বেদ্যঃ সমাবধি।
দ্বাত্রিংশৎষোড়শাষ্টাংশক্রমেণ বহ্নু জারয়েৎ।
রূপ্যাদিষু চ সর্ব্বেষু বিধিরেবংবিধঃ স্মৃতঃ।
চুল্লিকালবণং শকম্ভাবে শিখিপিত্ততঃ ॥ ২০ ॥

পারদের চতুঃষষ্টি অংশ সোনার পাত ময়ূরপিত্ত দ্বারা লিপ্ত করিয়া তপ্ত খল্লস্থ পারদে প্রদানপূর্ব্বক জম্বীররস দ্বারা এক দিন খল করিবে। প্রতি গ্রাসে এইরূপ

বিধি জানিবে। তদনন্তর ঐ পারদকে ভূর্জ্জপত্রে বান্ধিয়া কাঁজিতে মৃদ্বগ্নিতে পাক করিয়া তত্তীয়দিবসে স্বর্ণজারক-পারদ উদ্ধৃত করিবে। পরে ওজন করিয়া দেখিবে, যদি পারা অধিক হয়, তবে যে পর্য্যন্ত না সমান হয়, সেই পর্য্যন্ত স্বেদ দিবে। ঐরূপ বত্রিশ, ষোড়শ কিম্বা অষ্টাংশ স্বর্ণ দ্বারা জারিত করিবে।

রৌপ্যাদি স্বর্ণধাতুজারণেও এই বিধি জানিবে।

স্বর্ণজারণ দ্রব্য—চুক্রিকা লবণ এবং গন্ধক অভাবে ময়ূরপিত্ত ॥২০॥

ইতি স্বর্ণরূপ্যাদি-বীজজারণবিধিঃ।

অথ তপ্তখল্লবিধিঃ।

তপ্তখল্লের লক্ষণং।

অজাশকৃত্তুষাগ্নিক খনিত্বা ভুবি ক্ষিপেৎ।
তস্যোপরি স্থিতং খল্লং তপ্তখল্লমিতি স্মৃতং॥ ২১॥

ছাগলনাদি ও তুষাগ্নি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া তদুপরি স্থাপিত খল্লকে তপ্ত খল্ল কহে ॥ ২১ ॥

ইতি তপ্তখল্লবিধিঃ।

সিদ্ধসূতে দোলাজারণং।

সপ্তাংশং গন্ধকং গ্রাসে যত্র কার্য্যৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
শুক্রকাম্ ষোড়শাংশেন স্বকেনাষ্টাংশকেন বা।
তত্তো নিবধ্য জম্বীররসে বা কাঞ্জিকেঽথবা।
দোলাপাকো বিধাতব্যো দোলাযন্ত্রমিদং স্মৃতং ॥২২

যবক্ষারের ১৬ ভাগ পারা, ৮ ভাগ গন্ধক সমস্ত একত্র করিয়া খল করিবে। পরে লেবুর রস কিম্বা কাঞ্জিতে দোলা-যন্ত্রে পাক করিবে ॥ ২২॥

ইতি দোলাযন্ত্রং।

সশব্দ তাম্রপাত্রস্থঃ শিরস্ত্রস্থিতত্রসংস্থিতঃ।
পক্বোষ্ণবাজলে তস্মিন্ স্বদাষ্টাংশবিড়াবৃতঃ।
সংরুদ্ধো লৌহপাত্র্যাঽধস্তাত্তোয়সংস্থিত ক্ষিপেৎ ॥২৩॥

একটি মৃৎপাত্রের ভিতর আলবাল প্রস্তুত করিয়া তদভ্যন্তরে পারা রাখিবে এবং সেই পারার নীচে ও উপরে অষ্টমাংশ বিড় প্রদানপূর্ব্বক চেপটা খর্পর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পরে পাত্রকে বারিপূর্ণ করিয়া একটা লৌহপাত্রের উপর রাখিয়া জাল দিবে। এ... প্রক্রিয়ার পর পারদ স্বর্ণগ্রাসে সমর্থ হয় ॥ ২৩ ॥

মতান্তরম্।

কুণ্ডাম্ভসি লৌহময়ে সবিড়ং সগ্রাসমীশজং-পাত্রে। অতিচিপিটলৌহপাত্র্যা পিধায় সংলিপ্য হুতিনাবোজ্যং ॥ ২৪॥

অথ কচ্ছপ যন্ত্র।

প্রশস্তমুখ লৌহময় পাত্রকে জলপূর্ণ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ বিড়যুক্ত পারদকে মুষাভ্যন্তরে ভরিয়া উক্ত পাত্রে প্রদান পূর্ব্বক জাল দিবে ॥ ২৪ ॥

ইতি কচ্ছপযন্ত্রং।

ইয়ত্যৈব রসায়নস্য পর্য্যবসিতিঃ, কিন্তু বাদস্য ন প্রাধান্যং। সম্প্রত্যুর্দ্ধয়োরস প্রাধান্যেন জারণোচ্যতে ॥ ২৫ ॥

এতদ্দ্বারাই রসায়ন সিদ্ধি প্রচুর হইল, সম্প্রতি জারণ কথিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

ঘনগ্রস্থজারণম্।

ঘনঃ২হিতবীজজারণাং সংপ্রাপ্তরসাবিসিদ্ধি কৃতকৃত্যাঃ। কৃপণাঃ প্রাপ্য সমুদ্রং বরাটিকালাভেন সন্তুষ্টাঃ॥ বিনৈকমভ্রকসত্ত্বং নান্যোরসিপক্ষকর্ত্তনসমর্থঃ। তেন নিরুদ্ধপ্রসরো নিয়ম্যতে বধ্যতে চ সুখং॥

রক্তং পীতঞ্চ হেমার্থে কৃষ্ণং হেমশরীরয়োঃ।
তারকর্ম্মণি শুভ্রং কাঞ্চনে তু সদা ত্যজেৎ॥

স্বল্পীশোনিতা সুস্থিতং লোহৈঃ স্বল্পোহভ্রহেম লোহাদি। চরতি রসেন্দ্রঃ শিথিতগণবৎস জম্বীরস্বস্তিপুরাট্টয়ো॥
পূর্ব্বসাধিতকাঞ্জিকেনাপি॥ ২৬॥

অভ্ররহিত রসজারণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া যাহারা কৃতকার্য্য হয়, এবং যাহারা সমুদ্রে নামিয়া বরাটিকা লাভেই সন্তুষ্ট হয়, তাহারা উভয়েই কৃপণ পুরুষ, কারণ অভ্র ধাতু ব্যতিরেকে কেহই পারদের পক্ষ কর্ত্তনে সমর্থ হয় না। কিন্তু অভ্র দ্বারা রসের প্রসর রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই পারদকে সুখে নিয়মিত ও বদ্ধ করা যায়। রক্ত ও পীত অভ্র স্বর্ণার্থে প্রশস্ত হয়, এবং কৃষ্ণ অভ্র সুবর্ণ ও শরীর বিষয়ে প্রয়োজিত, আর রৌপ্যকর্ম্মে শুক্ল অভ্রই প্রয়োজিত হয়, এবং সুবর্ণজারণকার্য্যে সর্ব্বদা পরিত্যক্ত হয়। যদি অল্প পরিমাণে অভ্র, সুবর্ণ এবং লৌহাদি দিয়া জম্বীররস বা পূর্ব্বসাধিত কাঁজি দ্বারা পারাকে তপ্তখল্লে মর্দ্দন করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পারদ শম্বুকাবৎ সঞ্চরণশীল হয়॥ ২৬॥

অভ্রকজারণাদৌ গর্ভদ্রুতিজারণঞ্চ হেমাভ্রকে। লোহানাডি নবাংশে দ্রুতৈর লোহংশ্চ্যুতং কুর্য্যাৎ॥ ২৭॥

পারার সহিত প্রথমতঃ অভ্রজারণ করিয়া তদনন্তর স্বর্ণ জারণ করিবে, তদনন্তর গর্ভদ্রুতি সাধন করিবে। এই প্রক্রিয়া যে না জানে, সে বৃথা অর্থক্ষয় করে॥ ২৭॥

ব্যোমসত্ত্বং সমাংশেন তাপ্যসত্ত্বেন সংযুতম্।
মাক্ষিকেন চরেদ্দেবি! গর্ভদ্রাবী ভবেদ্রসঃ॥ ২৮॥

দেবি! অভ্রক সত্ত্ব, এবং স্বর্ণমাক্ষিক সত্ত্ব সমভাগে প্রয়োগ করিলে পারদ গর্ভদ্রাবী হয়॥ ২৮॥

এবং হেমাভ্রতারাভাদয়ঃ স্বস্ব্রিপূর্ণা।
নির্দ্দিষ্টাঃ প্রয়োজনবশাৎ প্রযোজ্যাঃ॥ ২৯॥

এইরূপে হেমাভ্র এবং মাক্ষিকাদি প্রয়োজনানুসারে প্রয়োজ্য॥ ২৯॥

গর্ভদ্রুতিমন্তরেণ জারণৈব ন স্যাৎ।

অতস্তল্লক্ষণমাহ।

বহ্নিব্যতিরেকেণাপি রসগ্রাসী
কৃতানাং লোহানাং দ্রবত্বং গর্ভদ্রুতিঃ॥ ৩০॥

অগ্নি ব্যতিরেকেও রসগ্রাসীকৃতধাতুসকলের দ্রবত্বকে গর্ভদ্রুতি কহে॥ ৩০॥

অথ জারণং।

বীজানাং সংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ তাপ্যসত্ত্বসংযোগাৎ।
তেন দ্রবন্তি গর্ভে রসরাজস্যাম্লবর্গযোগেন।
শিলয়া নিহতং নাগং তাপ্যং বা সিন্ধুনা হতম্।
তাভ্যাং তু মারিতং বীজং শুভ্রং দ্রবতি তৎক্ষণাৎ।
পটু সকারগোমূত্রস্নুহীক্ষীরপ্রলেপিতে।
বহিশ্চ বস্ত্রবাস্তেণ জুষ্টে প্রাসমিবেশিতম্।
কারারনালকুম্ভেষু স্বেদয়েৎ ত্রিদিনং ভিষক॥ ৩১॥

স্বর্ণমাক্ষিক সত্ত্বসংযোগ ও অম্লবর্গ সংযোগ দ্বারা, পারদের বীজসংস্কার করিবে। তাহা হইলে পারদের গর্ভদ্রুতি সাধিত হইবে।

অথ অন্য যথা।—

পারদকে মনঃশিলা দ্বারা মারিবে, এবং শীষ সৈন্ধব দ্বারা মারিবে, এবং ঐ উভয় দ্বারা মর্দ্দন করিলে, পারদ দ্রবরূপী হয়॥৩১॥

জম্বেশ্বনেন দোলায়াং কার্য্যাঃ গ্রাসচতুষ্টয়ম্।
ততঃ কচ্ছপযন্ত্রেণ অনলে জারয়েৎ সম॥৩২॥

অথ দোলাযন্ত্রং।

ক্ষার, কাঞ্জিক, এবং গোমূত্রে পারদকে দোলাযন্ত্রে তিনদিন স্বেদ করিবে। তদনন্তর কচ্ছপযন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে জারিত করিবে। প্রতি গ্রাসেই এই রূপ বিধি জানিবে॥৩২॥

চতুঃষষ্ট্যংশকঃ পূর্ব্বো দ্বাত্রিংশাংশো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ঃ ষোড়শাংশশ্চ চতুর্থোঽষ্টাংশ এব চ।
চতুঃষষ্ট্যংশকগ্রাসাদ্দণ্ডধারী ভবেদ্রসঃ।
জলৌকাচ দ্বিতীয়ে তু গ্রাসযোগে সুরেশ্বরি।
গ্রাসেন তু তৃতীয়েন কাকবিষ্ঠাসমো ভবেৎ।
গ্রাসেন তু চতুর্থেন দধিমণ্ডসমো ভবেৎ॥৩৩॥

প্রথমগ্রাস ৬৪ অংশ, দ্বিতীয়গ্রাস ৩২ অংশ, তৃতীয় ১৬ অংশ, এবং চতুর্থ আট অংশ। প্রথম চতুঃষষ্টি অংশ গ্রাসে পারদ দণ্ডধর হয়। দ্বিতীয় ৩২ অংশ গ্রাসে জলৌকাসদৃশ হয়, তৃতীয় গ্রাসে কাকবিষ্ঠাসদৃশ হয়, এবং চতুর্থ গ্রাসে দধিমণ্ড সদৃশ হয়॥৩৩॥

অন্যৎ দুর্জ্জরত্বং ন লিখিতং।

এই সহজ প্রণালী কথিত হইল এবং কঠিন প্রণালী পরিত্যক্ত হইল।

ভগবদ্গোবিন্দপাদস্তু কলাংশেনৈব গ্রাসং লিখন্তি যথা—

পঞ্চভিরেভিঃ গ্রাসৈর্ঘনসত্ত্বং জারয়িত্বাদৌ।
গর্ভদ্রাবে নিপুণো জারয়তি বীজং কলাংশেন।
তন্মতে চতুঃষষ্টিচত্বারিংশত্রিংশ-
দ্বিংশতিষোড়শাংশশ্চ পঞ্চগ্রাসাঃ।
বাস্তুকৈরণ্ডকদলীদেবদালীপুনর্নবাঃ।
বাসাপলাশনিচুল তিলকাঞ্চনমোক্ষকাঃ।
সর্ব্বাঙ্গং খণ্ডশশ্ছিন্নং নাতিশুষ্কং শিলাতলে।
দগ্ধং কাণ্ডং তিলানাঞ্চ পঞ্চাঙ্গং মূলকস্য চ।
দ্রাবয়েৎ মূত্রবর্গেণ জলং তস্মাৎ পরিস্রুতং।
লোহপাত্রে পচেদ্যন্ত্রে হংসপাকাগ্নিমানবিৎ।
বাষ্পাণাং বুদ্বুদানাঞ্চ বহুনাশ্চ কামোদনম্।
তদাক্ষাশোষসৌরাষ্ট্রী ক্ষারত্রয়বটুত্রয়ং।
গন্ধকশ্চ স্ফিটোহিঙ্গুলবণানি চ ষট্ তথা।
এষাং চূর্ণং ক্ষিপেদ্দেবি লোহকং পুটনম্যতঃ।
সপ্তাহং ভূগতং পশ্চাৎ ধার্য্যাস্তু ধর্তুরোবিদঃ।
অত্র সকলক্ষারৈশ্চ সাম্যং তিলকাণ্ডানাং
নিত্যনাথপাদা লিখন্তি।
খর্পরং সিকতাপূর্ণং কৃত্বা তস্যোপরি ক্ষিপেৎ।
তুলাঞ্চ খর্পরং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
হংসপাকং সমাখ্যাতং যন্ত্রং তত্ত্বার্থকোবিদৈঃ॥৩৪॥

ভগবান্ গোবিন্দপাদ কলাংশ গ্রাস লেখেন। যথা—গর্ভদ্রাব নিপুণ বৈদ্য প্রথমতঃ পঞ্চবিধ গ্রাসদ্বারা অভ্রসত্ত্বকে জারিত করিয়া কলাংশ দ্বারা বীজকে জারিত করিবেন।

তাঁহার মতে চতুঃষষ্টি অংশ, চল্লিশ অংশ, ত্রিংশৎ অংশ, বিংশতি অংশ, এবং ষোড়শ অংশ এই পাঁচ প্রকার গ্রাস। বাস্তুক এরণ্ড, কদলী, দেয়াতাড়া শ্বেতপুণ্যা, বাসক, পলাশ, জলবেতস, তিল, কাঞ্চন এবং ঘোণ্টা বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নাতিশুষ্ক করিয়া শিলাতলে রক্ষা করিবে। এবং দগ্ধ তিল কাণ্ড এবং মূলকের পঞ্চাঙ্গ মূত্রবর্গে দ্রাবিত করিবে। এবং উহা হইতে পরি-

সুত জল লৌহপাত্রে দিয়া হংসপাকবিধানে পাক করিবে। যখন দেখিবে বাষ্প ও বুদ্বুদ বহু পরিমাণে উঠিতেছে, তখন কাশীশ, (হিরাকস) সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, ক্ষারত্রয় (সর্জ্জিক্ষার যবক্ষার টঙ্গণক্ষার) এবং কটুত্রয়, শ্বেতগন্ধক, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ ইত্যাদির চূর্ণ লৌহপাত্রমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিবে। তদনন্তর লৌহপাত্রে ভরিয়া সপ্ত দিবস ভূতলে পুঁতিয়া রাখিবে।

একবিংশতিবারং তু বিড়োঽয়ং সর্ব্বজারণে ॥
মূলকার্দ্রকরম্ভীনাং ক্ষারং গোমূত্রগালিতং।
বস্ত্রপূতং দ্রবং গ্রাহ্যং গন্ধকং তেন ভাবয়েৎ ॥
শতবারং খরে ঘর্ম্মে বিড়োঽয়ং হেমজারণে।
এবং বিড়ান্তরাণ্যেব সংস্কৃতানি পুনঃপুনঃ ॥
জম্বীরবীজপূরচাঙ্গেরীবেতসাম্লসংযোগাৎ
ক্ষারাভবন্তি নিতরাং গর্ভদ্রুতিজারণে শস্তাঃ ॥
ইতি ক্ষারাঃ।

গন্ধককে গোমূত্র দ্বারা সপ্তবার রৌদ্রে ভাবনা দিবে। সেইরূপ শিগ্রুমূলরস-দ্বারা দগ্ধশঙ্খকে শতবার প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিবে। ঐ গন্ধক এবং শঙ্খ এবং তত্তুল্যাংশ বিষ এবং সৈন্ধবদ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিলে উক্ত পারদ সর্ব্ব ধাতু গ্রাসে সমর্থ হয়। সোহাগাকে পলাশ জাত দ্রবদ্বারা শতবার ভাবনা দিয়া যে বিড় উৎপন্ন হইল, উহার নাম বহ্নিমুখ বিড়, উহা সর্ব্ব ধাতু জারণে হিতকর।

মূলক, আর্দ্রক এবং চিত্রকক্ষার গোমূত্রে গুলিবে, এবং তাহা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া যে জল হইল, সেই জলদ্বারা শতবার তীক্ষ্ণ রৌদ্রে ভাবিত গন্ধক, সুবর্ণজারণের যোগ্য হয়। এইরূপ বিড়ান্তর পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিবে। জম্বীর, টাবা, আমরুল, এবং অম্লবেতসসংযোগে যে ক্ষার উৎপন্ন হয়, তাহাও গর্ভদ্রুতি-জারণে নিতান্ত প্রশস্ত হয়। এই জারণ।

অথ রঞ্জনং।

তারকর্ম্মণি অন্য ন তথা প্রয়োগো দৃশ্যতে।
কেবলং নির্ম্মলং তাম্রং বাপিতং দরদেন তু।
কুরুতে ত্রিগুণং জীর্ণং লাক্ষারসনিভং রসং।
গন্ধকেন হতং নাগং জারয়েৎ কমলোদরে ॥
এতস্য ত্রিগুণেজীর্ণে লাক্ষাভো জায়তে রসঃ ॥
এতত্তু নাগসন্ধানং ন রসায়নকর্ম্মণি ॥

রৌপ্যকার্য্যে রঞ্জনের তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। কেবল নির্ম্মল তাম্র ৩ ভাগ হিঙ্গুল ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া পারাকে ত্রিগুণ জারিত করিলে, যে দ্রব্য প্রস্তুত হইল তাহার সহিত পুট দিলে, পারা লাক্ষারসতুল্য রঞ্জিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার।

কমলোদর মধ্যে গন্ধকজারিত শীষ-ভস্ম দ্বারা পারাকে ত্রিগুণ জারিত করিলে ও উক্ত রস লাক্ষা সদৃশ হয়। এই শীষ সম্বন্ধীয় জারণ, রসায়ন কর্ম্মে প্রশস্ত নহে।

কিংবা যথোক্তসিদ্ধবীজোপরি ত্রিগুণ তাম্রোত্তরেণান্যৎ বীজং সমজীর্ণং স্বতন্ত্রেণৈব রঞ্জয়তি। কুনটীহতকরিণা রবিণা বা তাপ্যগন্ধকহতেন দরদনিহতশিলয়া বা ত্রিবারুং হেম তদ্বীজং বলিনাবৃতং কেবলমার্কমপি ॥

অথ তারবীজং।

কিম্বা সমভাগ তামা সমভাগ হিঙ্গুল জারিত করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদকে পুট দিলেও উক্ত পারদ রঞ্জিত

হয়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণমাক্ষিকজারিত গন্ধক, হিঙ্গুলজারিত মনঃশিলাদি রঞ্জক হয়।

কৃন্তিলং বিমলাতীক্ষ্ণং সমচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
পুটিতং পঞ্চবারন্তু তারেবাহ্যং শনৈর্ধমন্॥
যাবদ্দশগুণং তত্তু তাবদ্বীজং ভবেচ্ছুভম্।
সত্ত্বং তালোত্থবংবঙ্গং সমং কৃত্বা তু ধাময়েৎ।
তচ্চূর্ণং বাহয়েত্তারে গুণান্যেব হি ষোড়শ॥
প্রতিবীজমিদংশ্রেষ্ঠং সূতকস্য নিবন্ধনম্।
চারণাৎ সারণাচ্চৈব সহস্রাংশেন বিধ্যতি॥
বঙ্গাভ্রংবাহয়েত্তারে গুণানি দ্বাদশানি চ।
এতদ্বীজং সমেচূর্ণে শতবেধী ভবেদ্রসঃ॥
নাগাভ্রং বাহয়েদ্ধেম্নি দ্বাদশানি গুণানিচ।
প্রতিবীজ মিদংশ্রেষ্ঠং পারদস্য নিবন্ধনম্॥
মাক্ষিকেণ হতংতাম্রং নাগঞ্চ রঞ্জয়েন্মুহুঃ।
তংনাগং বাহয়েদ্বীজে দ্বিষোড়শগুণানিচ।
বীজমিদং বরংশ্রেষ্ঠং নাগবীজং প্রকীর্ত্তিতম্।
সমচারিতমাত্রেণ সহস্রাংশেন বিধ্যতি॥

কান্তলৌহ রৌপ্য এবং তীক্ষ্ণলৌহ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৫ বার পুট দিবে। অনন্তর রৌপ্যের উপর দিয়া আস্তে২ সেই পরিমাণে দশগুণ তাপ দিবে, যে পর্য্যন্ত না সুন্দর রৌপ্যবীজ উৎপন্ন হয়। হরিতাল সত্ত্ব এবং বঙ্গ সমভাগে লইয়া উহা অগ্নিতে চড়াইয়া ফুৎকার দিবে। পরে সেই চূর্ণ রৌপ্যের সহিত ষোড়শ পুট দিলে ইহা পারদরঞ্জনের উত্তম প্রতি-বীজ হইবে। এই রূপ চারণ ও সারণ-ক্রিয়াহেতু বীজ সহস্রাংশ বেধী হয়। বঙ্গ ও অভ্রসত্ত্ব ১২ ভাগ রৌপ্য ১ভাগ একত্র আঁচ দিয়া জারিত করিলে যে বীজ উৎ-পন্ন হইবে, সমভাগ তৎসংযোগে রস শতবেধী হইবে। শীষ ১২ ভাগ অভ্র ১২ ভাগ স্বর্ণ ১ ভাগের সহিত জারিত করিলে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ পারদ বন্ধন হয়। স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মা-রিত তাম্র শীষককে উত্তমরূপে রঞ্জিত করে। এবং সেই বীজ ৩২ ভাগ শীষকে মিশ্রিত হইলে, যে বীজ উৎপন্ন হইবে, তাহা শ্রেষ্ঠ নাগ হইবে। এই নাগবীজ ১ রতি পরিমাণ সহস্রাংশ বেধী হয়।

অথ রঞ্জনার্থং সারণার্থঞ্চ তৈলং।

মঞ্জিষ্ঠাকিংশুকঞ্চৈব খদিরং রক্তচন্দনম্।
করবীরং দেবদারু শরলোরজনীদ্বয়ম্॥
অন্যানিরক্তপুষ্পাণি পিষ্ট্বা লাক্ষারসেনতু।
তৈলং বিপাচয়েত্তেন কুর্য্যাদ্বীজাদিরঞ্জনম্।
দ্বিগুণে রক্তপুষ্পাণাং রক্তপীতগণস্য চ।
ক্বাথে চতুর্গুণং ক্ষীরং তৈলমেকং সুরেশ্বরি।
জ্যোতিষ্মতীকরঞ্জাখ্যকটুতুম্বীসমুদ্ভবম্।
পাটলা কাকতুণ্ড্যাহ্বমহারাষ্ট্রীরসৈঃ পৃথক্॥
ভেকশূকরমেষাহিমৎস্যকূর্ম্মজলৌকসাম্।
বসয়াচৈকয়াযুক্তং ষোড়শাংশৈঃ সুপেষিতঃ॥
ভূলতামলমাক্ষীকং স্বল্পমেলাখ্যকৌষধৈঃ।
পাচিতং গালিতঞ্চৈব সারণাত্তৈলমুচ্যতে॥

মঞ্জিষ্ঠা, পলাশ, খদির, রক্তচন্দন, করবীর, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, এবং অন্যান্য বহুবিধ রক্তপুষ্প পেষণ পূর্ব্বক কল্ক করিয়া লাক্ষা রসের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। সেই তৈলদ্বারা বীজাদি রঞ্জন করিবে। আর রক্তপুষ্প ২ ভাগ এবং পীত পুষ্প ৪ ভাগ, ইহাদের ক্বাথে দুগ্ধ ৪গুণ তিলতৈল ১ গোণী, করঞ্জ রুদ্রাক্ষ মালকাঙ্গনী তিৎলাউ, পারুল কেওঠুঁটি এবং জল পিপ্পলী ইহাদের রস এবং ভেক শূকর মেষ সর্প মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি জলচর জন্তু-দিগের বসা ১৬ভাগ, কেঁচোরমাটী, মধু, ছোটএলাইচ এবং বড়এলাইচ ইহাদের

ক্বাথে একত্র পাক করিবে। ইহাকে সারণাতৈল কহে।

অত্র গন্ধর্ব্বতৈলমপি রসন্ধদয়স্বরসাৎ।
উর্ণাটঙ্কণগিরিজতুমহিষীকর্ণাক্ষিমলইন্দ্রগোপ-
কর্কটকাঃ বন্ধমেলাপকৌষধানি।
যথাপ্রাপ্তৈঃ শ্বেতপুষ্পৈর্নানাবৃক্ষসমুদ্ভবৈঃ।
রসংচতুর্গুণং যোজ্যং কঙ্গুনীতৈলমধ্যতঃ॥
পচেত্তৈলাবশেষস্তু তস্মিংস্তৈলে নিষেচয়েৎ।
দ্রাবিতং তারবীজন্তু একবিংশতিবারকম্॥
রঞ্জিতং জায়তেতত্তু রসরাজস্য রঞ্জনং।
কুটিলেবলমত্যধিকং রাগস্তীক্ষ্ণেচ পন্নগেস্নেহঃ।
রাগস্নেহবলানি তু কমলে নিত্যংপ্রশংসন্তি॥
ইতি গন্ধর্ব্বতৈলং।

উর্ণা, সোহাগার খই, শিলাজতু, মহিষীর কর্ণ ও নেত্রজাত মল, ইন্দ্রগোপ কীট, কর্কট এবং যুগ্মক ঔষধ সকল, ইহাদের কল্কসিদ্ধ তৈল। যথালব্ধ নানাবৃক্ষজাত শ্বেতপুষ্পরস ৪ ভাগ কঙ্গুনীতৈল ১ ভাগ একত্র পাক করিয়া যে তৈল অবশিষ্ট হইবে, তারবীজ অগ্নিতে ২১ বার গলাইয়া তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিলে; ঐ তৈল রসরঞ্জক হইবে। এতদ্দ্বারা কান্তলৌহ ও তীক্ষ্ণলৌহ অধিক বলশালী ও রঞ্জিত হয়। এবং শীষকের স্নেহন বল উৎপন্ন হয়। এবং তাম্রের রাগস্নিগ্ধতা এবং বলবৃদ্ধি হয়।

অন্যচ্চ।

বজ্রমাক্ষেহভ্রকসত্ত্বে জারণরাগাঃ প্রতিষ্ঠিতাস্তীক্ষ্ণে
বন্ধশ্চরসোলৌহৈঃ ক্রামণমথনাগবঙ্গগতং॥
ক্রামতি তীক্ষ্ণেনরসঃ তীক্ষ্ণেন চ জীর্য্যতেগ্রাসঃ।
হেম্নোযোনিস্তীক্ষ্ণং রাগান্ গৃহ্নাতি তীক্ষ্ণেন॥
তদপিচ দরদেন হতংকৃত্বাবা মাক্ষিকেণ রবিসহিতং।
বাসিতমপি বাসনয়া ঘনবচমার্য্যাঞ্চ জার্য্যঞ্চ॥
সর্ব্বৈরেভিলৌহৈর্মাক্ষিকমৃদিতৈ র্ক তৈস্তথা গর্ভে।
বিড়যোগেন চ জীর্ণে রসরাজো বন্ধমুপযাতি॥
নির্বীজং সমজীর্ণে পাদোনে ষোড়শাংশেতু।
অর্দ্ধেন পাদকনকং পাদেনৈকেন তুল্যকনকঞ্চ॥

সমাদিজীর্ণস্য সারণাযোগ্যত্বং শতাদিবেধনকত্বঞ্চ
ইতোন্যূনজীর্ণস্য পত্রলেপাদ্ভিকার এব॥

পারদজারণবিষয়ক অভ্রসত্ত্বমধ্যে জারণবল, তীক্ষ্ণ লৌহমধ্যে রঙ্গবল, এবং কান্তলৌহমধ্যে বন্ধনবল, শীষ ও রঙ্গে ক্রামণবল প্রচুর আছে। তীক্ষ্ণলৌহে ক্রামণ ও গ্রাসশক্তি উৎপন্ন হয়। তীক্ষ্ণ লৌহ স্বর্ণযোনি; এজন্য তদ্দ্বারা স্বর্ণ রঞ্জিত হয়। তীক্ষ্ণলৌহ হিঙ্গুল তামা এবং স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত মিশ্রিত করিলে, পারা অচার্য্য ও অজর্য্য হয়।

এবম্বিধ সর্ব্বধাতু স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত মর্দ্দিত হইলে, তদ্দ্বারা এবং বিড়যোগ দ্বারা পারদকে মাড়িলে গর্ভজারণ হইয়া পারদ বন্ধ হয়। পারদ সমবীজ কিম্বা তৃতীয়াংশ বা ষোড়শাংশ দ্বারা জারিত হইলে বেধক হয়। কিন্তু সমজারণ হইতে পারদের সারণাশক্তি এবং শতবেধকত্ব শক্তি জন্মে। ইহা অপেক্ষা ন্যূন মিশ্রণে কেবল পত্র লেপন শক্তি জন্মে।

অতার্স্নতমূর্চ্ছিততারারিষ্টাদিপত্রমতিশুদ্ধং।
আলিপ্যরসেন ততঃ ক্রমেণলিপ্তং পুটেষু বিজ্ঞুস্তং॥

পুটঃ প্রায়েণ চুল্লিকাধস্তাদস্ত অর্দ্ধোপোত্ত্যুপলক্ষণং।

অর্দ্ধেন মিশ্রয়িত্বা হেমাজ্যেষ্ঠেন তদ্দলং পুটিতং।
ক্ষিতিখগপটুরক্ত মৃদাবর্ণপুটোহয়ং তত্তোদেয়ঃ॥

রৌপ্য এবং তাম্রপত্র অম্লবর্গদ্বারা শোধিত করিয়া পরে হেমবীজদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুট দিবে। এবং তাহার সহিত অর্দ্ধেক পরিমাণে সুবর্ণপত্র মিশ্রিত

করিয়া পূর্ব্ববৎ পুনঃ পুনঃ পুট দিবে। শেষে কেঁচোর মাটী লবণ এবং রক্তমৃত্তিকা একত্র করিয়া বর্ণ করণার্থ পুট দিবে।

শুল্কভিন্ডেকরঙ্গাটৈভস্তস্তয়োঃ সারলোহয়োঃ।
বধ্যতে রসবেতস্তো যুক্ত্যা শ্রীগুরুদত্তয়া॥
শিলাচতুষ্কং গন্ধেশো কাচকূপ্যাং সুবর্ণকৃৎ।
কীলালায়ঃকৃতোযোগঃ খটিকালবণাধিকঃ॥
অভ্রকপারদশিলাবলয়ঃ সমানাঃ
সংমর্দ্দিতাঃ ক্ষিতিবিলেশয়কাচ্ছবিষ্টৈঃ।
যন্ত্রোত্তমেন গুরুভিঃ প্রতিপাদিতেন
স্বল্পৈর্দ্দিনৈরিহপতন্তি ন বিস্ময়স্তৎ॥
লৌহং গন্ধং টঙ্কণং ভ্রাময়িত্বা
তেনোন্মিশ্রং ভেকমাবর্ত্তয়েত্তৎ।
তালং কৃত্বা তাপ্যবঙ্গান্তরালে
রূপ্যস্যাদ্যং তচ্চসিদ্ধোক্তবীজং॥

অভ্র ও রঙ্গরূপ রজ্জুদ্বারা বজ্রাকার কান্তলৌহরূপ স্তম্ভে পারদরূপ হস্তীকে শ্রীগুরুদত্ত যুক্তি অনুসারে বন্ধন করা যায়। এবং মনছাল ৪ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ কাচকূপীতে ভরিয়া লৌহ খড়ি ও লবণ মিশ্রিত যোগদ্বারা কূপীমুখ রুদ্ধ করিবে। পরে পাক করিয়া পাকসিদ্ধ হইলে ইহা দ্বারা স্বর্ণ উৎপন্ন হইবে।

রুক্মাভ্র, পারা, মনছাল ও গন্ধক সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া বিলেশয় জন্তুর অস্ত্র মধ্যে ভরিয়া গুরূপদিষ্ট যন্ত্রমধ্যে রাখিয়া আঁচ দিতে দিতে যে অল্পদিনের মধ্যে পারদবন্ধন সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে বিস্মিত হইবে না।

লৌহ গন্ধক এবং সোহাগা অভ্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাপ দিবে এবং সোণা ও বঙ্গের মধ্যে হরিতাল দিয়া পুট দিলে রৌপ্যের সিদ্ধোক্ত বীজ উৎপন্ন হইবে।

সিদ্ধমতখোটঃ।

লৌহভেকী তারতালকী খোটদ্বয়ং।
বলিদর্দুর পুতিলৌহতাপঃ
কুরুতে হিঙ্গুলখণ্ডপঙ্কখণ্ডং।
ধ্রুবনক্ষোণিধিয়া মতেন লক্ষ্মীঃ॥
শশিহেলি হিরণ্ময়ষাপি নাহাক্রুতয়ো বধ্যন্তে। এতাস্তু কেবল মারোটমেব মিলিতানিবধ্নন্তি ফলমস্য কল্পপ্রমিতমায়ুঃ। কিং পূর্ব্বোক্ত গ্রাসক্রমজারিতা পূর্ব্বোক্তফলপ্রদাভবন্তি। উচ্যতেচ। সমজীর্ণশ্চায়ং শতবেধী দ্বিগুণজীর্ণঃ সহস্রবেধী। এবং লক্ষ্যায়ুতকোটিবেধী অনুসর্ত্তব্যঃ। চতুঃষষ্টিগুণজীর্ণস্তু ধূমস্পর্শাবলোক শব্দতোঽপি বিধ্যতি।

অথ সারণোচ্যতে।

অন্ধমূষাতু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা।
সৈব ছিদ্রান্বিতামন্দেগম্ভীরাসারণোচিতা।
অস্যামেব মূষায়াং তত্তৈলমপগত কলঙ্কবিমলমাপূর্য্যমগ্নিমধিকমধস্তাদ্দত্ত বীজপ্রক্ষেপসমকালমেব সমাবর্জ্জনীয়ঃ সূতবরস্তদনুসদ্যো মূষা সমাচ্ছাদনীয়ং।
এতত্তৈলাক্তপটখণ্ডগ্রন্থিবন্ধেন অরুণাসিতবীজাভ্যাং অমুনাসারণকর্ম্মণামিলিতশ্চেৎ সারিতঃ। সম্যক সংযমিতশ্চ বিজ্ঞাতব্যঃ; প্রতিসারিতস্থ দ্বিগুণবীজেন তদ্বদনুসারিতস্থ ত্রিগুণেনাত্র ত্রিবিধায়ামেব সারণায়াং অরুণাসিতকর্ম্মণোঃ ক্রামণার্থমীষদীষৎ পন্নগরজো বিস্রাণনীয়াবিতি।

সারণক্রিয়া একটী গোস্তনাকার সচ্ছিদ্র এবং গভীর অন্ধমূষার আবশ্যক। যদ্দ্বারা সারণক্রিয়া সম্পাদন হইতে পারে। এই মূষাতে বিশুদ্ধ তৈল।

সারিতো জারিতশ্চৈব পুনঃসারিত জারিতঃ।
সপ্তশৃঙ্খলিকাযোগাৎ কোটিবেধী ভবেদ্রসঃ॥
ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি পুনঃ কেবলমীশ্বরৈকানুগ্রহসাধ্যত্বাৎ ন প্রপঞ্চিতানি।

শিলয়ানিহতো নাগো বঙ্গং বা তালকেন শুদ্ধেন।
ক্রমশঃ পীতে শুক্লে ক্রামণমেতৎ সমুদ্দিষ্টং॥

পারদের সারণা ও জারণা যোগ করিবে। অনন্তর সারণ ও জারণ করিবে। এই সঙ্কলিকা যোগ হেতু পারদ কোটীবেধী হয়। এই সারণাদি কর্ম্ম সকল কেবল একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া সবিস্তর বর্ণন করিলাম না।

মনঃশিলা দ্বারা ও শীষ শুদ্ধ হরিতাল দ্বারা বঙ্গকে মারিত করিবে। এই উভয়ের যোগে পারদে পীতত্ত্ব সংক্রমণ ও শুক্লত্ব সংক্রমণ করিবে।

অথ খোটমার্গেণ জারণরঞ্জনে।

খোটকং স্বর্ণসংতুল্যং সমাবর্ত্তস্তু কারয়েৎ।
মাক্ষিকং কান্তপাষাণং শিলাগন্ধং সমং সমং॥
ভূনাগৈর্মর্দ্দয়েদ্যামং বল্লমাত্রং বটীকৃতং।
এষা বিড়বটী খ্যাতা যোজ্যা সর্ব্বত্র জারণে॥
ইতি জারণার্থং বিড়বটী।

সুবর্ণের সমান পারদখোট অগ্নিতে গলাইয়া মিশ্রিত করিবে। অনন্তর স্বর্ণমাক্ষিক কান্তলৌহ মনছাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ভূনাগ দ্বারা এক প্রহর কুটিয়া ৬ রতি পরিমাণে বটী করিবে। ইহার নাম বিড়বটী এই বিড়বটী সর্ব্বত্র জারণকার্য্যে ব্যবহার করিবে।

দরদং মাক্ষিকং গন্ধং রাজাবর্ত্তং প্রবালকং।
শিলাতুত্থঞ্চ কঙ্কুষ্টং সমচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
বর্গাভ্যাং পীতরক্তাভ্যাং কঙ্গুনীতৈলকৈঃ সহ।
ভাবয়েদ্দিবসান্ পঞ্চ সূর্য্যাতাপে পুনঃ পুনঃ॥
জারিতং সূতখোটঞ্চ কল্কেনানেন সংযুতং।
বালুকাহণ্ডিমধ্যস্থং শরাবপুটমধ্যগং॥
ত্রিদিনং পাচয়েচ্চুল্যাং কল্কং দেয়ং পুনঃ পুনঃ।
রঞ্জিতো জায়তে সূতঃ শতবেধী ন সংশয়ঃ॥

হিঙ্গুল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, রাজাবর্ত্তমণি, প্রবাল, মনছাল, তুঁতে ও কঙ্কুষ্ট (পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ) সম ভাগ চূর্ণ করিয়া পীত ও রক্তবর্ণ পুষ্পবর্গ সমভাগ একত্র করিয়া কাঙনী তৈল দ্বারা ৫ দিন ৫ টী ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে জারিত পারদকে ঐ কল্কের সহিত সরাব সম্পুট মধ্যে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। এবং বার বার ঐ কল্ক প্রদান করিবে। তাহাহইলেই পারদ রঞ্জিত ও শতবেধী হইবে।

লৌহং গন্ধং টঙ্কণং খ্যাতমেতৎ,
তুল্যং চূর্ণং ভানুভেক্তাহিরঙ্কৈঃ।
সূতং গন্ধং সর্ব্ব সাম্যেন কূপ্যা-
মীষৎ সাধ্যং চিত্ত নোবিন্ময়স্বং॥

জারিত লৌহগন্ধক সোহাগা কৃষ্ণাভ্র সীস রঙ্গ সমভাগ পারা এবং গন্ধক সর্ব্বসমভাগ লইয়া কাচকূপীতে ভরিয়া মৃদু আঁচ্ দিলে পারার রঞ্জন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

রসদরদতাপ্যগন্ধক মনঃশিলাভিঃক্রমেণ বৃদ্ধাভিঃ।
পুটমৃতস্তম্বং তারে ত্রিব্যূঢ়ং হেমকৃষ্টিরিয়ং॥

পারা ১ ভাগ হিঙ্গুল ২ ভাগ স্বর্ণমাক্ষী ৩ ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ মনছাল ৫ ভাগ সহ রৌপ্য ১ ভাগ তামা ৩ ভাগ একত্র করিয়া জারিত করিলে উত্তম হেমকৃষ্টি প্রস্তুত হয়।

ইতি সিদ্ধমত কল্কঃ।

অষ্টানবতিভাগক রূপ্যমেকঞ্চ হাটকং।
সূতকেন চ বেধঃ স্যাৎ শতাংশবিধিরীরিতঃ॥
চন্দ্রস্যৈকোনপঞ্চাশত্তথা শুল্কস্য ভাস্বতঃ।
বহ্নিরেকঃ শম্ভুরেকঃ শতাংশবিধিরীরিতঃ॥
স্বাবেব রজতযোনিতাম্রয়োর্নিক্ষেনোপচর্য্যতে। এবং সহস্রবেধাদয়ো জারণবীজবশাদনুসর্ত্তব্যাঃ॥

৯৮ ভাগ রৌপ্য ১ ভাগ স্বর্ণ এবং পারা ১ ভাগ একত্র করিয়া যে সিদ্ধমত কল্ক প্রস্তুত হয়, তাহাকে শতাংশবিধি কহে।

সোণা ৪৯ ভাগ হরিতাল ৪৯ ভাগ পারা ১ ভাগ চিত্রক ১ ভাগ একত্র শতবেধী কল্ক হয়।

উপরি উক্ত দুইটাই রজতযোনি ও তাম্রযোনি জানিবে। এইরূপ জারণ ও সারণ অনুসারে পারদ সহস্রবেধী হইতে পারে।

চত্বারঃ প্রতিবাপাঃ সলাক্ষয়া মৎস্যপিত্ত-ভাবিতয়া। তারে বা শুল্বে বা তারারিষ্টে হথবা কৃষ্টৌ। তদনুক্রমেণ মুদিতঃ সিক্থক পরিবেষ্টিতো দেয়ঃ। অতিবিক্রতে তস্মিন্ বেধোঽসৌ দণ্ডবেধেন। তদনুসিদ্ধ তৈলে নাপ্লাব্য ভস্মাবচ্ছাদনপূর্ব্বকং অবতার্য্য সাঙ্গশৈত্যপর্য্যন্তমপেক্ষিতব্যমিতি।

উপর্য্যুক্ত চতুর্বিধ প্রতিবাপকে (প্রক্ষেপচূর্ণ) মৎস্য পিত্ত ভাবিত লাক্ষার সহিত ক্রমান্বয়ে রৌপ্যে তাম্রে রৌপ্যারিষ্টে এবং কৃষ্টিতে মর্দ্দন ও সিক্থক বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রদান করিবে। তদনন্তর উহা অগ্নি সন্তাপে গলিত হইলে দণ্ডবেধী কল্ক প্রস্তুত হইল। তদনন্তর ভস্মাচ্ছাদন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধ তৈলে ডুবাইয়া নামাইবে এবং যতক্ষণ না শীতল হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করিবে।

বিদ্ধং রসেন যদ্দ্রব্যং পক্ষাহং স্থাপয়েদ্ভুবি।
তত আনীয় নগরে বিক্রীণীত বিচক্ষণঃ॥
সমর্প্যান্তঃ সৈন্ধবখণ্ডকোটরে
বিধায় পিষ্টিং সিকতাখ্যযন্ত্রে।
বিশুদ্ধগন্ধাদিভিরীষদগ্নিনা
সমস্তমশ্নাত্যশনীয়মীশজঃ॥

রসবেধী দ্রব্য সকল পঞ্চদশ দিবস ভূমিতে পুঁতিয়া রাখিয়া, পরে উদ্ধার পূর্ব্বক বিক্রয়ার্থ নগরে লইয়া যাইবে।

বিশুদ্ধ গন্ধকাদির সহিত পারদপিষ্টিকা রচনা করিয়া ঐ পিষ্টিকাকে সৈন্ধব কৌটায় পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে মৃদুজ্বাল দিলে যে পাক প্রস্তুত হইবে সেই পারদ সমস্ত বস্তু গ্রাসে সমর্থ হয়।

কর্ষাষ্টগুণগন্ধকজ্জলী হরিরসৈর্গন্ধকস্য চ দ্বৌ রজঃ। শুদ্ধাখ্যং সকলৈঃ কৃতং পলমথ দ্বি ত্রৈশ্চ লোহৈঃ শ্রিতং॥ ভূয়োগন্ধমতং চতুর্দ্দশপুটে স্যাদিন্দ্রগোপারুণং। তত্তারে মধুনা পুটেন ধমনেনার্কচ্ছবীমীহতে॥
কর্ষা ইতি রহস্তমাত্র বিশ্রান্ততয়া তম ইতি যাবৎ। কর্ষাস্য ত্রিধা ত্রিলেপেন।

ইতি সিদ্ধচূর্ণকল্কঃ।

তালতাম্র শিলাগন্ধসংযুতং দরদং যদি।
কূপিকায়াং মুহুঃ পক্কং দ্রবকারি তদা মতং॥

সিদ্ধদলকল্কঃ।

অথ ক্ষেত্রীকরণমুচ্যতে।

স্নিগ্ধং স্নিগ্ধবিরিক্তং যন্ত্রীকৃতং সিদ্ধভেষজৈঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন রসবীজার্পণক্ষমং॥
স্নিগ্ধং প্রাতি ত্রিদিনং ঘৃতসৈন্ধবপানেন।
বিরিক্তমিচ্ছাভেদিনা বাস্তং বচাদিরসেন॥
পলাশবীজং বিড়ঙ্গং গুড়যোদক ভক্ষণাৎ কীটপাতনং। নীরুজং সমুৎসরময়নং বা পরিশীলিতৈঃ শৃঙ্গারাভ্র লক্ষ্মীবিলাসাদ্য-ভ্রসত্ত্ব প্রধানপ্রয়োগৈঃ। ইতিশুদ্ধো জাতবলঃ শাল্যোদন জাঙ্গলামিষ মুদ্গরসৈঃ॥ ক্ষেত্রীকৃত নিজদেহঃ কুর্ব্বীত রসায়নং মতিমান্। অকৃতে ক্ষেত্রীকরণে রসায়নং যো নরঃ প্রযুঞ্জীত॥ তস্য ভ্রমতি ন রসঃ সর্ব্বাঙ্গদোষকৃদ্ভবতি। ঘনসত্ত্বপাদজীর্ণো হর্কক্রান্তজীর্ণশ্চ তীক্ষ্ণসমজীর্ণঃ॥ ক্ষেত্রীকরণায় রসঃ প্রযুজ্যতে ভূয় আরোগ্যায়। যোঽগ্নিসহত্বং প্রাপ্তঃ স জাতো হেমতারকর্ত্তা॥ শুদ্ধো রসশ্চ ভুক্তো বিধিনা সিদ্ধিপ্রদো ভবতি। ঘনসত্ত্বকান্ততাম্রশঙ্কর তী-

ক্ষাদি চূর্ণস্য। সূতস্য গুঞ্জা বৃদ্ধ্যা মাষক মাত্রং পর্য্যমাত্রা।

গুঞ্জামাত্রং রসং দেবি হেমজীর্ণন্তু ভক্ষয়েৎ।
দ্বিগুণং তারজীর্ণস্য রবিজীর্ণস্য চ ত্রয়ং॥
তীক্ষ্ণাভ্রকান্ত মাষৈকা প্রায়ো মাত্রেতি কীর্ত্তিতা॥

ইতি মাত্রাকথনং।

হে দেবি! স্বর্ণ জারিত পারদ ১রতি রৌপ্য জারিত ২ রতি তাম্র জারিত ৩ রতি মাত্রা ভক্ষণ বিধি। এবং তীক্ষ্ণ জারিত অভ্র জারিত এবং কান্তলৌহ জারিত পারদ ১ মাষা ভক্ষণ বিধি।

নাগবঙ্গাদিভির্বদ্ধং বিষোপবিষ বদ্ধিতং।
মূত্রং শুক্রং হটাদ্বদ্ধং ত্যজেৎ কল্পে রসায়নে॥
ভস্মনস্তীক্ষ্ণজীর্ণস্যলক্ষায়ুঃ পলভক্ষণাৎ।
এবং ভুক্তা দশপলং তীক্ষ্ণ জীর্ণস্য ভক্ষয়েৎ॥
তদা জীবেন্মহাকল্পং প্রলয়ান্তে শিবং ব্রজেৎ।
ভস্মনঃশুল্বজীর্ণস্য লক্ষায়ুঃ পলভক্ষণাৎ।
কোট্যায়ুর্ব্রহ্মায়ুষ্যং বৈষ্ণবং রুদ্রজীবিতং॥
দ্বিত্রিচতুঃ পঞ্চষষ্ঠে মহাকল্পায়ুরীশ্বরঃ।
ভস্মনো হেমজীর্ণস্য লক্ষায়ুঃ পলভক্ষণাৎ।
বিষ্ণুরুদ্রশিবত্বঞ্চ দ্বিত্রি চতুর্ভিরাপ্নুয়াৎ॥
গুঞ্জামাত্রং হেমজীর্ণং জ্ঞাত্বা চাগ্নি বলাবলং।
ঘৃতেন মধুনা চাদ্যাৎ তাম্বূলং কামিনীং ত্যজেৎ॥
একোহি দোষঃ সুক্ষ্মোঽস্তি ভক্ষিতে ভস্মসূতকে।
ত্রিসপ্তাহাদ্বরারোহে কামান্ধো জায়তে নরঃ॥

শীষ ও বঙ্গাদি কিম্বা বিষ ও উপবিষদ্বারা বদ্ধ, কিম্বা মুত্রশুক্রদ্বারা হটাৎবদ্ধ পারদকে রসায়নকল্পে গ্রহণ করিবে না। তীক্ষ্ণলৌহজারিত পারদভস্ম উচিত মাত্রায় ৪ তোলা ভক্ষণ করিলে মনুষ্য লক্ষায়ু হয়। তীক্ষ্ণলৌহজারিত পারদভস্ম ১০পল ভক্ষণ করিলে মহাকল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া পরিণামে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাম্রজারিত পারদভস্ম ১ পল ভক্ষণ করিলে লক্ষায়ু হয়, ২ পল খাইলে কোট্যায়ুঃ, ৩ পল ভক্ষণে ব্রহ্মায়ু, ৪ পল ভক্ষণে বৈষ্ণবায়ু এবং ৫পল ভক্ষণে রুদ্রায়ু হয়। স্বর্ণজারিত পারদভস্ম ১ পলভক্ষণে লক্ষায়ুঃ ২ পল ভক্ষণে বিষ্ণুত্ব ৩ পল ভক্ষণে রুদ্রত্ব এবং ৪ পল ভক্ষণে শিবত্ব হয়।

নারী সঙ্গাদ্বিনা দেবি অজীর্ণং তস্য জায়তে।
মৈথুনাচ্চলিতে শুক্রে জায়তে প্রাণসংশয়ঃ।
যুবত্যা জল্পনং কার্য্যং তাবত্তু মৈথুনং ত্যজেৎ॥
ব্রহ্মচর্য্যেণ বা যোগী সদা সেবেত সূতকং।
সমাধি কারণং তস্য ক্রামণং পরমং মতং॥
প্রভাতে ভক্ষয়েৎ সূতং পথ্যং যামদ্বয়াধিকে।
ন লঙ্ঘয়েত্রিযামন্তু মধ্যাহ্নে চৈব ভোজয়েৎ॥
সকর্ণামমৃতাং ভুক্ত্বা মলবন্ধে স্বপেন্নিশি।
তাম্বুলান্তর্গতে সূতে কিট্টিনক্ষোন জায়তে॥
অতিপানং চাত্যশনমতিনিদ্রাং প্রজাগরং।
স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গং চ অধ্বানঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
অতিকোপং চাতিহর্ষং নাতিদুঃখমতিস্পৃহাং॥
শুষ্কবানং জলক্রীড়ামতিচিন্তাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
কুষ্মাণ্ডকং কর্কটীঞ্চ কলিঙ্গং কারবেল্লকং।
কুসুম্ভিকাচ কর্কোটী কদলী কাকমাচিকা॥
ককারাষ্টকমেতদ্ধি বর্জ্জয়েত্রসভক্ষকঃ।
পাতকঞ্চ ন কর্ত্তব্যং পশুসঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
চতুষ্পথে নগন্তব্যং বিন্মূত্রঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ।
ধীরাণাং নিন্দনং দেবি স্ত্রীণাং নিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
সত্যেন বচনং ব্রূয়াদপ্রিয়ং ন বদেদ্বচঃ।
কুলত্থানতসীতৈলং তিলান্ মাষান্ মসূরিকান্॥
কপোতান্ কাঞ্জিকঞ্চৈব তক্র ভক্তঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
হেমচন্দ্রাদিকঞ্চৈব কুক্কুটানপি বর্জ্জয়েৎ॥
কট্বম্লতিক্ত লবণং পিত্তলং বাতলঞ্চ যৎ।
বদরং নারিকেলঞ্চ সহকারং স্মুবর্চ্চলং॥
নাগরঙ্গং কামরঙ্গং শোভাঞ্জনমপি ত্যজেৎ।
ন বাদজল্পনং কুর্য্যাৎ দিবা চাপি ন পর্য্যটেৎ॥
নৈবেদ্যং নৈব ভুঞ্জীত কর্পূরং বর্জ্জয়েৎ সদা।
কুঙ্কুমালেপনং বর্জ্যং নশয়েৎ কুশলঃ স্থিতৌ।
নচ হন্যাৎ কুমারীঞ্চ বাতলানিচ বর্জ্জয়েৎ।
ক্ষুধার্ত্তো নৈব তিষ্ঠেত্তু অজীর্ণে নৈব কারয়েৎ॥
দিবারাত্রং জপেন্মন্ত্রং নাসত্যবচনং বদেৎ।

স্বর্ণজারিত পারদের মাত্রা ১ রতি, কিংবা অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে, এবং ইহাতে তাম্বুল ও স্ত্রীসেবা পরিত্যাগ করিবে।

হে দেবি! পারদ ভক্ষণে ৩ সপ্তাহ মধ্যে কামান্ধতা দোষ উৎপন্ন হয়। তৎকালে স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেও অজীর্ণ হয়। কিন্তু মৈথুন হেতু শুক্র চলিত হইলেও প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা। অতএব মৈথুন পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র যুবতীর সহিত আলাপাদি সংসর্গ করিবে। যোগী ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করত পারদ সেবন করিলে, তাঁহার সমাধি সিদ্ধ ও পরমপদলাভ হয়। প্রভাতে পারদ সেবন করিয়া ২ প্রহরের পর পথ্য করিবে। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলেও অপকার হয়। মলবদ্ধ হইলে রাত্রে পিপ্পলী সহ শুলঞ্চ সেবন করিয়া শয়ন করিবে। কিন্তু পানের সহিত সেবন করিলে মলবদ্ধ হয় না।

পারদসেবনে নিষিদ্ধ বিষয়—

অতিপান অতিভোজন অতিনিদ্রা অতিজাগরণ অতিমাত্রায় স্ত্রীসেবা, অশ্বগমন অতিক্রোধ অতিহর্ষ অতিদুঃখ অতিস্পৃহা শুষ্কধ্বনি জলক্রীড়া এবং অতিচিন্তা নিষিদ্ধ। কুষ্মাণ্ড, কাঁকুড় করেলা, করঞ্জ, বার্ত্তাকু কাঁকুড়ী কদলী কাকমাচী ককারাষ্টক, পাতক, পশুসংসর্গ, চতুষ্পথগমন মলমূত্র লঙ্ঘন, ধীরনিন্দা এবং স্ত্রীনিন্দা নিষিদ্ধ। সত্য বলিবে, অপ্রিয় কথা মুখে আনিবে না। কুলথ মশিনাতৈল তিল মাষকলাই মসুর, কপোত কাঞ্জি এবং তক্রাদি সেবন নিষিদ্ধ। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকিবে না, এবং অজীর্ণেও ভোজন করিবে না।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অথাভ্রযং ব্যাচক্ষমহে—

তৎকিল নিখিলক্ষারণ মারণ পরিহারেণ সুধারসসধ্রীচীনত্বমঙ্গীকরোতি সাধনানামস্য বহুভির্বহুধোপবর্ণিতানাং রসমঙ্গলীয় মন্যতমং বিলিখামঃ।

যদঞ্জননিভং ক্ষিপ্তং সৎ বহ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ।
বজ্রসংজ্ঞং হি তদ্ব্যোমাম্ভং সর্ব্বত্র নেতরৎ॥

চূর্ণীকৃতং গগনপত্রমথারনালে,
ধৃত্বা দিনৈকমবশোধ্য চ শূরণস্য।
ভাবাং রসৈস্তদনুমূলরসৈঃ কদল্যাঃ
পাদাংশ টঙ্কণযুতং সফরৈঃ সমেতম্॥
পিণ্ডীকৃতস্তু বহুধা মহিষীমলেন
সংশোষ্য কোষ্ঠগতমাশু ধমেদ্ঘটাগ্নৌ।
সত্বং পতত্যতিরসায়নজারণার্থং
যোগ্যং ভবেৎ সকললোহগুণাধিকঞ্চ॥

কণশো যন্ত্রাবৎ সত্বং মূষায়াং প্রণিধায় তৎ।
মিত্রপঞ্চকযুগ্মাতমেকীভবতি যোষবৎ॥

যে অভ্র অঞ্জন সদৃশ এবং অগ্নিতে দিলে বিকৃত হয় না, তাহার নাম বজ্রাভ্র, তাহাই সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয়, তদ্ভিন্ন প্রযুক্ত হয় না।

অভ্র সত্ত্ব পাতন যথা—

অভ্রচূর্ণ এক দিন কাঁজিতে ও একদিন ওলের রসে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর কলার এটের রসে ভাবনা দিবে। পরে চতুর্থাংশ সোহাগার খৈ এবং পুটিমাছের আঁইস মিশ্রিত করিয়া মহিষবিষ্ঠার সহিত পিণ্ডীভূত করিয়া বটাগ্নিতে পোড়াইবে। তাহা হইলেই অভ্রসত্ত্ব পতিত হইবে এবং রসায়ন ও জারণ

যোগ্য হইয়া সর্ব্বধাতু অপেক্ষা গুণশালী হয়। এবং সেই অভ্রধাতুকে পঞ্চমিত্রের সহিত গোলক প্রস্তুত করিয়া মূষামধ্যে রাখিয়া পুট দিলে কাংস্যবৎ একীভূত হয়॥ ২॥

পঞ্চমিত্রং যথা—

ঘৃতমধুগুগ্‌গুলগুঞ্জা টঙ্কণমিতি পঞ্চমিত্রসংজ্ঞকংচ।
মেলয়তি সপ্তধাতুনঙ্গারাগ্নৌ তু ধমনেন॥৩॥

ঘৃত মধু গুগ্‌গুল কুঁচ এবং সোহাগাকে পঞ্চমিত্র কহে। এই পঞ্চমিত্র সমেত সপ্তবিধ ধাতুকে অগ্নিদগ্ধ করিলে একত্র মিলিত হয়॥ ৩॥

অয়োবচ্ছোধনমারণমেতস্য॥৪॥

ইহার শোধন এবং মারণ লৌহবৎ জানিবে॥ ৪॥

প্রকারান্তরঞ্চ লিখ্যতে।

চূর্ণমভ্রকসত্ত্বস্য কান্তলৌহস্য বা ততঃ।
তীক্ষ্ণস্য বা মহাদেবি ত্রিফলাক্বাথভাবিতং॥
যাবদঞ্জনসঙ্কাশং বস্ত্রচ্ছন্নং বিশোষ্য চ।
ভৃঙ্গামলকসারেণ হরিদ্রায়া রসেন চ॥
মূত্রঞ্চ ক্রৌঞ্চজঘৃতং মধুসংমিশ্রিতং ততঃ।
লৌহসংপুটমধ্যস্থং মাসংধান্যে প্রতিষ্ঠিতং॥
ঘৃতেন মধুনা লিহ্যাৎ ক্ষেত্রীকরণমুত্তমং।
এবং বর্ষপ্রয়োগে চ সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥৫॥

প্রকারান্তর যথা—

হে মহাদেবি! অভ্রধাতু চূর্ণ কান্তলৌহ বা তীক্ষ্ণলৌহচূর্ণ সমভাগে ত্রিফলার ক্বাথে ভাবনা দিয়া অঞ্জন সদৃশ হইলে, বস্ত্রপূত ও শুষ্ক করিবে। তদনন্তর ভীমরাজ আমলকী এবং হরিদ্রা রস, ক্রৌঞ্চঘৃত এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লৌহ সম্পূট মধ্যে একমাস ধান্যরাশিতে রাখিবে। উদ্ধৃত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সেই অভ্র উত্তম ক্ষেত্রীকরণ হয়। এবং সংবৎসর সেবন করিলে লোক সহস্রায়ু হয়॥ ৫॥

অভ্রদ্রুতিঃ।

অগস্তিপুষ্পনির্য্যাসৈর্ম্মর্দ্দিতং শূরণোদরে।
গোষ্ঠভূস্থঃ যবো মাসং জায়তে জলসন্নিভঃ॥৬॥

অভ্রদ্রাবণ বিধি—

অভ্রকে বকপুষ্পের রসে মর্দ্দন করিয়া ওলের ভিতর পুরিয়া গোরক্ষণভূমিতে একমাস পুঁতিয়া রাখিলে গলিয়া যায়॥৬

ধান্যাভ্রভস্মপ্রয়োগস্য অরুণকৃষ্ণভেদেন প্রকারদ্বয়ং লিখ্যতে॥৭॥

অরুণ ও কৃষ্ণভেদে ধান্যাভ্র ভস্ম প্রয়োগ দ্বিবিধ। সংপ্রতি তাহাই লিখিত হইতেছে॥ ৭॥

বজ্রাভ্রঞ্চ ধমেদ্বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ।
ভিন্নপত্রন্তু তৎকৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ॥
ভাবয়েদষ্টযামন্তু দেবং শুধ্যতি চাভ্রকং।
কৃত্বা ধান্যাভ্রকং তত্তু শোষয়িত্বাতু মর্দ্দয়েৎ॥
অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যমর্কমূলদ্রবেণ বা।
বেষ্টয়েদর্কপত্রৈস্তু সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ॥
পুনর্মর্দ্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সপ্তবারং প্রযত্নতঃ।
ততো বটজটাক্বাথৈস্তদ্বদ্দেয়ং পুটত্রয়ং॥
ম্রিয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥৮॥

বজ্রাভ্রকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দুগ্ধে ফেলিবে। পরে তাহার পত্রগুলি খুলিয়া কাঁটানটের রস এবং নেবুররসে আট্ প্রহর ভাবনা দিয়া অভ্রকে শুদ্ধ করিবে। পরে সেই ধান্যাভ্রকে শুষ্ক করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে অর্কক্ষীরে কিম্বা অর্কমূল

ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক অর্কপত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে এইরূপ সপ্তবার মর্দ্দন ও পাক করিয়া। তদনন্তর বটজটার ক্বাথে, মর্দ্দন করিয়া ৩ বার পুট দিলেই অভ্রমৃত হইবে। সেই মৃত অভ্র সর্ব্বরোগেই প্রযুক্ত হইবে ॥৮॥

মতান্তরং।

ধান্যাভ্রকস্য ভাগৈকং দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কণস্য চ।
পিষ্ট্বা তদন্ধমূষায়াং রুদ্ধ্বা তীব্রাগ্নিনা পচেৎ॥
স্বাঙ্গশীতলং চূর্ণং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥৯॥

মতান্তর যথা—

ধান্যাভ্র ১ ভাগ সোহাগা ২ ভাগ একত্র পেষণ পূর্ব্বক অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া তীব্র অগ্নিতে পুট দিবে। পরে শীতল হইলে এই চূর্ণ সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৯ ॥

অন্যচ্চ।

ধান্যাভ্রকং সমাদায় মুস্তাক্বাথৈঃ পুটত্রয়ং।
তদ্বৎ পুনর্নবানীরৈঃ কাসমর্দ্দরসৈস্তথা॥
দত্ত্বা পুটত্রয়ং পশ্চাৎ ত্রিঃপুটেন্মূষলীজলৈঃ।
ত্রিগোক্ষুরকষায়েণ ত্রিঃপুটেত্তানরীরসৈঃ॥
মোচকন্দরসৈঃ পাচ্যং ত্রিবারং কোকিলাক্ষকৈঃ।
রসৈঃ পুটেত লোধ্রস্য ক্ষীরাদেকপুটং ততঃ॥
দত্ত্বা ঘৃতেন মধুনা স্বচ্ছয়া সিতয়া তথা।
একমেকং পুটং দদ্যাদভ্রস্যৈবং মৃতির্ভবেৎ॥
সর্ব্বরোগহরং ব্যোম জায়তে রোগহারকম্।
কামিনীমদদর্পঘ্নং শস্তং পুংস্ত্বোপঘাতিনাম্॥
বৃষ্যমায়ুষ্করং শুক্রবৃদ্ধিসন্তানকারকম্ ॥১০॥

অন্যপ্রকার যথা—

ধান্যাভ্রকে মুস্তাক্বাথে শ্বেতপুণ্যাক্বাথে এবং কাসমর্দ্দক্বাথে প্রত্যেকে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে তিন তিন পুট দিবে। পরে তালমূলী গোক্ষুর আলকুশী, মুচকুন্দ, কুলেখাড়া প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া মর্দ্দন ও পাক করিবে। পরে লোধ্রক্বাথে ও গব্যদুগ্ধে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া এক একটা পুট দিবে। পরে ঘৃত সহ মর্দ্দনে এক-পুট মধুসহ মর্দ্দনে ১ পুট এবং চিনির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক এক দিন পুট দিলে অভ্র মারিত হয় এবং ইহা সর্ব্বরোগ নষ্ট করে, পুংস্ত্বহানি দোষ এবং কামিনীর দর্প নষ্ট করে। ইহা বৃষ্য আয়ুষ্কর শুক্র বৃদ্ধিকর এবং সন্তান জনক হয় ॥ ১০ ॥

অথ গগনমারকগণঃ—

তণ্ডুলীয়কবৃহতী নাগবল্লী তগর পুনর্ণবা তিলমোচিকা মণ্ডূকপর্ণী তিক্তিকাখুপর্ণিকা মদনার্কাব্জকপলাশস্নুতমাতৃকাদিভির্মর্দনপুটৈরপি মারণীয়ম্ ॥১১॥

অভ্রমারক দ্রব্যগণ—

কাঁটানটে বৃহতী পান তগরপাদুকা পুনর্ণবা হেঞ্চা থুলকুড়ি চিরেতা ইন্দুরকাণী পানা ময়না আদা পলাশ এবং রাখালশশা প্রভৃতি দ্বারা মর্দ্দন ও পুট দিলেও অভ্র মৃত হয় ॥ ১১ ॥

রম্ভাছিরভ্রং লবণেন পিষ্ট্বা
চক্রীকৃতং টঙ্কণমধ্যবর্ত্তি।
দগ্ধেন্ধনেষু ব্যজনানিলেষু
মূষ্ণর্কমূলাখুপুটৈশ্চ সিদ্ধে ॥১২॥

লবণ ও কলার এঁটেররসে মর্দ্দন করিয়া সোহগার ঠুলিতে ভরিয়া সিজু ও আকন্দ মূলের অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও মারিত হয় ॥ ১২ ॥

অথ অমৃতীকরণম্।

তুল্যং ঘৃতং মৃতাভ্রেণ লৌহপাত্রে বিপাচয়েৎ।
ঘৃতে জীর্ণে তদভ্রন্তু সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥১৩॥

ঘৃত ও অভ্র সমভাগে লৌহপাত্রে পাক করিয়া ঘৃত মরিয়া গেলে অভ্রের অমৃতীকরণ সিদ্ধ হয়। সেই অভ্র সর্ব্বকার্য্যে প্রযুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥

অন্যচ্চ।

ত্রিফলোত্থকষায়স্য পলান্যাদায় ষোড়শ।
গোঘৃতস্য পলান্যষ্টৌ মৃতাভ্রস্য পলান্ দশ।
একীকৃত্য লৌহপাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
দ্রবে জীর্ণে সমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥
অভ্রকস্য পুনরমৃতীকরণে নগুণবৃদ্ধিহানেস্তুঃ ॥১৪

ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল গব্যঘৃত ৮ পল মৃত অভ্র ১০ পল লৌহপাত্র দ্বারা মৃদু আঁচে একত্র পাক করিয়া রস শুষ্ক হইলে সেই অভ্রকে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ রিবে ॥ ১৪ ॥

সত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ দ্রুতয়ো লিখ্যন্তে ॥১৫॥

সংপ্রতি সত্ত্বপ্রসঙ্গে দ্রুতি বলিতেছেন ॥ ১৫ ॥

স্বরসেন বজ্রবল্ল্যাঃ
পিষ্টং সৌবর্চ্চলান্বিতং গগনম্।
রুদ্ধং শরাবপুটে
বহুবারং ভবতি রসরূপম্ ॥
নিম্বুরসনবকপরিভাবিত
সুরদালীচূর্ণ বাপেন।
ভবতি পুনঃ সংস্থানং
ভজতে কনকত্বং কালেঽপি ॥

নিম্বুরসশতপরিভাবিতকঙ্কুষ্ঠকন্দোত্থপরিবাপাৎ।
দ্রুতমাস্তে হ্যভ্রকসত্ত্বং তথৈব সর্ব্বলোহানি ॥১৬॥

সৌবর্চ্চলবণ এবং অভ্র সমভাগে লইয়া হাড়জোড়া রসে গুলিয়া পেষণপূর্ব্বক শরার মধ্যে বহুবার পাক করিলে অভ্র দ্রবীভূত হয়। অভ্রকে তপ্ত করিয়া দেয়াতাড়ার রস ও চূর্ণের সহিত ভাবনা দিলেও দ্রবীভূত হয়। কঙ্কুকী (যব বা কণক) কন্দচূর্ণ ও রসের সহিত অভ্রকে শতবার ভাবনা দিলেও অভ্র দ্রবীভূত হয়। এই রূপ সর্ব্বধাতু জানিবে ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণাগুরুণাস্তিযোগাৎ রসোনসিতরামঠৈরিম্মাঃ
দ্রুতয়ঃ। সোষ্ণৈঃ মিলন্তি মর্দ্দ্যাঃ কুসুমপলাশ-
বীজরসৈঃ ॥১৭॥

কৃষ্ণাগুরু রসুন চিনি হিং লবঙ্গ এবং পলাশ ক্বাথ ঈষদুষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলেও অভ্র দ্রবীভূত হয় ॥ ১৭ ॥

ইত্যভ্রসত্ত্বদ্রুতিঃ।

মুক্তাফলানি সপ্তাহং বেতসাম্লেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরোদরমধ্যস্থং ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ ॥
পুটপাকেন তচ্চূর্ণং দ্রবতে সলিলং যথা।
কুরুতে যোগরাজোঽয়ং রত্নানাং দ্রাবণং প্রিয়ে ॥১৮

মুক্তাকে সপ্তাহ অম্লবেতসের ক্বাথে ভাবনা দিবে। পরে নেবুর ভিতর করিয়া ধান্যরাশিতে নিঃক্ষিপ্ত করিবে। তদনন্তর চূর্ণ করিয়া পুট পাক করিলে জলের ন্যায় গলিয়া যাইবে। দেবি! এই যোগ শ্রেষ্ঠ রত্নমাত্রকেই দ্রবীভূত করে ॥১৮॥

অথ সামান্যতঃ সত্ত্বপাতনমুচ্যতে।

গুড়ঃপুরস্তথা লাক্ষা পিণ্যাকং টঙ্কণং তথা।
ঊর্ণাসর্জ্জরসশ্চৈব ক্ষুদ্রমীনসমন্বিতঃ ॥
এতৎসর্ব্বন্তু সংচূর্ণ্য ছাগদুগ্ধেন পিণ্ডিকাঃ।
কৃত্বা ধ্মাতাঃ খরাঙ্গারৈঃ সত্ত্বং মুঞ্চন্তি নান্যথা ॥

পাষাণমৃত্তিকাদীনি সর্ব্বলোহানি বা পৃথক।
অন্যানি যান্যসাধ্যানি ব্যোমসত্ত্বস্য কা কথা ॥১৯॥

শুড় গুগ্গুল লাহাকল্ক সোহাগা মেষলোম ধুনা ক্ষুদ্রমৎস্য এই সমস্ত সমভাগে চূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। সেই পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া তীক্ষ্ণ অঙ্গারদ্বারা পক্ক করিলে সর্ব্বপ্রকার ধাতুর সত্ত্বনিঃসারণ করা যায় ॥ ১৯ ॥

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বগন্ধকাধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামহে—

আদৌ গন্ধকটঙ্কাদি ক্ষালয়েৎ জম্বীরিণা।
ইষ্টসংলগ্নধূল্যাদি মলং তেন বিশীর্য্যতে॥
গন্ধঃ সক্ষীরভাণ্ডস্থো বস্ত্রে কূর্ম্মপুটাচ্ছুচিঃ।
অথবা কাঞ্জিকে তদ্বৎ সঘৃতে শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
গন্ধকমত্র নবনীতাখ্যমুপাদেয়ম্ ॥১॥

নবনীতাখ্য গন্ধক সোহাগাদি ধাতুকে প্রথমে নেবুররসে ক্ষালিত করিলে এতৎ সংলগ্ন মল ভাগ নষ্ট হয়। পরে ক্ষীর ভাণ্ডস্থ গন্ধকে কূর্ম্মপুট দিলে গন্ধক শুদ্ধ হয়। কিম্বা সঘৃত কাঁজিতে ঐ রূপ করিলেও গন্ধক শুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥

মতান্তরম্—

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
তপ্তে তপ্তে তৎসমানং ক্ষিপেৎ গন্ধকজং রজঃ॥
বিদ্রুতং গন্ধকং জ্ঞাত্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।
এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ ॥২॥

লৌহপাত্রে ঘৃত সংযোগে গন্ধক দিয়া অগ্নিতপ্ত করিলে, যখন গন্ধক গলিয়া যাইবে তখন সেই গন্ধককে দুগ্ধমধ্যে ফেলিয়া দিবে। এইরূপে শুদ্ধ গন্ধক সর্ব্বকার্য্যে প্রযুক্ত হয় ॥ ২ ॥

মতান্তরম্।

গন্ধকস্য চ পাদাংশং দত্ত্বাচ টঙ্কণং পুনঃ।
মর্দ্দয়েদম্লতুম্বুম্বাদ্ভিরেরণ্ডতৈলেন ভাবয়েৎ॥
চূর্ণং পাষাণবৎ কৃত্বা শনৈর্গন্ধং খরাতপে ॥৩॥

গন্ধক ৪ ভাগ সোহাগা ১ ভাগ টাবা রসে মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে এবং প্রখর রৌদ্রে এরণ্ডতৈলের ভাবনা দিবে ॥৩

প্রকারান্তরম্—

বিচূর্ণং গন্ধকং ক্ষীরে ঘনীভাবং ব্রজেদ্যথা।
ততঃ ভৃঙ্গাবর্ত্তরসং পুনর্দত্ত্বা পচেচ্ছনৈঃ॥
পশ্চাচ্চ পাতয়েৎ প্রাজ্ঞো জলে ত্রৈফলসম্ভবে।
হরতে গন্ধকো গন্ধং নিজং নাস্তীহ সংশয়ঃ ॥৪॥

গন্ধক চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ঘনীভূত করিবে। পরে হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক মৃদুত্বালে পাক করিবে। গলিলে ত্রিফলার জলে ঢালিবে। ইহাতে গন্ধকের গন্ধ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

মতান্তরম্—

দেবদাল্যম্লপর্ণী বা নাগরং বাথ দাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গং যথালাভং দ্রবমেকস্য বা হরেৎ॥
গন্ধকস্য তু পাদাংশং টঙ্কণ দ্রবসংযুতং।
অনয়োর্গন্ধকং ভাব্যং ত্রিভির্বারং ততঃ পুনঃ॥
ধুস্তুরতুলসীকৃষ্ণা লশুনং দেবদালিকা।
শিগ্রুমূলং কাকমাচী কর্পূরঃ শঙ্খিনীদ্বয়ী॥
কৃষ্ণাগুরুশ্চ কস্তুরী বন্ধ্যাকর্কোটকীসমম্।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা ক্ষিপেদেরণ্ডতৈলকে॥
অনেন লৌহপাত্রস্থং ভাবয়েৎ শুদ্ধগন্ধকম্।
ত্রিবারং ক্ষৌদ্রতুল্যস্তু জায়তে গন্ধবর্জ্জিতঃ ॥৫॥

দেয়াতাড়া পলাশীলতা নারঙ্গনেবু অম্লদাড়িম টাবানেবু ইহাদের যে কোনটার

রসদ্বারা গন্ধক শোধিত করিবে। পরে টঙ্কণদ্রব ৪ ভাগ দ্বারা ১ ভাগ গন্ধককে ৩ বার ভাবনা দিবে। তদনন্তর ধুতুরা কৃষ্ণতুলসী রসুন দেয়াতাড়া শিগমূল গুড়কামাই কর্পূর দ্বিবিধ ময়ূরশিখা কৃষ্ণাগুরু কস্তূরী ও তিক্তকর্কটী এই সকল দ্রব্য সমভাগ টাবানেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া এরণ্ডতৈলে ক্ষিপ্ত করিবে। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে রাখিয়া উক্ত কল্কদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিবে। তাহা হইলে গন্ধক মধুতুল্য ও নির্গন্ধ হইবে॥ ৫॥

অন্যচ্চ।

অর্কক্ষীরৈঃ স্নুহীক্ষীরৈঃ বস্ত্রং লেপ্যন্তু সপ্তধা।
গন্ধকং নবনীতেন পিষ্ট্বা বস্ত্রং বিলেপয়েৎ।
তদ্বর্ত্তির্জ্বলিতা ভাণ্ডে ধৃতা ধার্য্যাপ্যধোমুখী।
তৈলং পতত্যধোভাণ্ডে গ্রাহ্যং যোগেষু যোজয়েৎ॥
৬॥

অর্কক্ষীর ও সিজুরআটা দ্বারা বস্ত্রখণ্ডকে সাতপুরু লেপন করিবে। পরে গন্ধককে নবনীত দ্বারা পেষণপূর্ব্বক উহা দ্বারা উক্ত লিপ্ত বস্ত্রকে লিপ্ত করিবে এবং সেই বস্ত্রের বর্ত্তি করিয়া জ্বালিয়া ভাণ্ডের উপর অধোমুখে ধারণ করিবে। তাহাতে যে তৈলভাণ্ডে পড়িবে ঐ তৈল সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার করিবে॥ ৬॥

অন্যমতম্—

আবর্ত্ত্যমানে পয়সি দদ্যাদ্ গন্ধকজং রজঃ।
তজ্জাতদধিজং সর্পিঃ গন্ধতৈলং নিগদ্যতে॥
গন্ধতৈলং গলৎকুষ্ঠং হন্তি লেপাচ্চ ভক্ষণাৎ।
অনেন পিষ্টিকা কার্য্যা রসেন্দ্রস্যোক্তকর্ম্মসু॥৭॥

আবর্ত্ত্যমান দুগ্ধে গন্ধকচূর্ণ প্রদান করিয়া সেই দুগ্ধের দই পাতিবে। সেই দধি হইতে উত্থিত নবনীত দ্বারা যে ঘৃত উৎপন্ন হইবে, তাহাকেই গন্ধতৈল কহে এই গন্ধতৈল লেপন ও ভক্ষণে গলৎকুষ্ঠ আরোগ্য হয়॥ ৭॥

মতান্তরম্।

শুদ্ধসূতপলৈকন্তু কর্ষৈকং গন্ধকস্য চ।
স্নিগ্ধখল্লে বিনিক্ষিপ্য দেবদালীরসপ্লুতম্॥
মর্দ্দয়েচ্চ করাঙ্গুল্যা গন্ধবন্ধঃ প্রজায়তে॥৮॥

শুদ্ধ পারা ৮ তোলা গন্ধক ২ তোলা স্নিগ্ধ খলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়াতাড়ার রসের সহিত অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে গন্ধক বদ্ধ হয়॥ ৮॥

অন্যচ্চ।

ভাগা দ্বাদশ সূতস্য দ্বৌ ভাগৌ গন্ধকস্য চ।
মর্দ্দয়েদ্‌ঘৃতযোগেন গন্ধবন্ধঃ প্রজায়তে॥৯॥

পারা ১২ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিলেও গন্ধক বদ্ধ হয়॥৯॥

অন্যমতম।

অষ্টৌ ভাগা রসেন্দ্রস্য ভাগ একস্তু গান্ধিকঃ।
বিষতৈলাদিনা মর্দ্দ্যো গন্ধবন্ধঃ প্রজায়তে॥১০॥

শুদ্ধ পারা ৮ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ বিষ তৈলাদি দ্বারা মর্দ্দন করিলেও গন্ধক বদ্ধ হয়॥ ১০॥

অন্যচ্চ।

দশনিষ্কং শুদ্ধসূতং নিষ্কৈকং শুদ্ধগন্ধকং।
স্তোকং স্তোকং ক্ষিপেৎ খল্লে মর্দ্দকেন শনৈঃ শনৈঃ।
কুট্টনাজ্জায়তে পিষ্টিঃ সেয়ং গন্ধকপিষ্টিকা॥১১॥
স্বরসস্য গন্ধজারণনাগস্যাবপাদি।

পারা ১০ তোলা গন্ধক ১ তোলা অল্প অল্প প্রদান করত আস্তে আস্তে খল

করিলে গন্ধকপিষ্টি উৎপন্ন হয়। এই গন্ধক পিষ্টি দ্বারা গন্ধক জারণ ও শীষ মারণাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

শুদ্ধগন্ধো হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজরাদি চ।
অগ্নিকারী মহানুষ্ণো বীর্য্যবৃদ্ধিং করোতি চ ॥১২॥

শুদ্ধ গন্ধক কুষ্ঠ মৃত্যু এবং জরা প্রভৃতি রোগসমূহকে হরণ করে। ইহা অগ্নিকারী অত্যুষ্ণ এবং বীর্য্য বৃদ্ধিকর হয় ॥ ১২ ॥

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ গন্ধকো২ধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠো২ধ্যায়ঃ।

অথাতঃ সর্ব্বলোহাধ্যায়ং ব্যাচক্ষ্মহে।

বশীভবন্তি লোহানি মৃতানি সুরবন্দিতে।
বিনিঘ্নন্তি জরাব্যাধীন্ রসযুক্তানি কিং পুনঃ ॥
স্বর্ণতারারতাম্রায়ঃপত্রাণ্যগ্নৌ প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেত্তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে গবাংজলে ॥
কাঞ্জিকে চ কুলত্থানাং কষায়ে সপ্তধা পৃথক্।
এবং স্বর্ণাদিলোহানাং বিশুদ্ধিঃ সংপ্রজায়তে ॥১॥

হে দেববন্দিতে! শুদ্ধ মৃত ধাতু সকল বশীভূত হইয়া যখন জরা ও ব্যাধিজাত নষ্ট করে তখন রসযুক্ত হইয়া আরো অধিক কার্য্য করিবে। স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র হরিতাল এবং লৌহপত্রকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তৈলে তক্রে গোমূত্রে কাঁজিতে এবং কুলত্থ ক্বাথে ৭ বার করিয়া ডুবাইলে বিশুদ্ধ হয়। কেহ কেহ ৩ বার ডুবাইতে বলেন ॥ ১

নাগবঙ্গৌ প্রতপ্তৌ চ গলিতৌ তৌ নিষেচয়েৎ।
মপ্তধৈব বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ রবিদুগ্ধেন সপ্তধা ॥২॥

শীষ ও বঙ্গকে গলাইয়া ৭ বার অর্কক্ষীরে ডুবাইলেই বিশুদ্ধ হয় ॥ ২ ॥

অন্যমতং।

তপ্তানি সর্ব্বলোহানি কদলীমূলবারিণি।
সপ্তধাভিনিষিক্তানি শুদ্ধিমায়ান্ত্যনুত্তমাম্ ॥৩॥
ইতি স্বর্ণাদি সর্ব্বলোহসিদ্ধিঃ।

সর্ব্ব প্রকার ধাতুকে ৭ বার দগ্ধ করিয়া সাতবার কলার এঁটের রসে ডুবাইলে উত্তমরূপ শুদ্ধ হয় ॥ ৩ ॥

সিদ্ধলক্ষ্মীশ্বরপ্রোক্তপ্রক্রিয়া কুশলো ভিষক্।
লোহানাং সরসং ভস্ম সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রকল্পয়েৎ ॥৪

রসযুক্তং ভস্ম।

লক্ষ্মীশ্বর কথিত প্রক্রিয়া দ্বারা পারদ সহ ধাতু ভস্ম উৎকৃষ্ট। অতএব উক্ত ক্রিয়া কুশল বৈদ্য পারদ সহ ধাতুভস্ম করিবেন ॥ ৪ ॥

মতান্তরম্।

শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সপ্তধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা ॥৫॥

মতান্তর।

মনছাল গন্ধক এবং স্বর্ণাদি সপ্ত ধাতুতে আকন্দ আটা মাখাইয়া ১২ বার পুট দিলেও উক্ত ধাতু সকল ভস্মীভূত হয় এই গুরু বচন ॥ ৫ ॥

মতান্তরম্।

সূতকাদ্দ্বিগুণং গন্ধং দত্ত্বা কৃত্বাচ কজ্জলীং।
দ্বয়োঃ সমং লোহচূর্ণং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥
যামযুগ্মং ততঃ পিণ্ডং কৃত্বা তাম্রস্য পত্রকে।
ঘর্ম্মে ধৃত্বোরুবকস্য পত্রৈরাচ্ছাদয়েদ্বুধঃ ॥
যামার্দ্ধেনোষ্ণতা ভূয়াৎ ধান্যরাশৌ ন্যসেত্ততঃ।
দত্ত্বোপরি শরাবন্তু ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধরেৎ ॥
পিষ্ট্বা চ গালয়েদ্বস্ত্রাদেবং বারিতরং ভবেৎ।
এবং সর্ব্বাণি লোহানি স্বর্ণাদীন্যপি মারয়েৎ ॥
রসসিন্ধ্রাশ্চতুর্থাংশং স্বর্ণাদ্যাঃ সপ্তধাতবঃ।
ম্রিয়ন্তে সিকতাযন্ত্রে গন্ধকৈরমৃতাধিক্যাঃ ॥

গন্ধৈরেকদ্বিত্রিবারান্ পচ্যন্তে ফলদর্শনাৎ।
ষড়্‌গুণাদিশ্চ গন্ধোঽত্র গুণাধিক্যায় জার্য্যতে ॥৬॥

পারা ২ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ কজ্জলী করিবে। পারা ও গন্ধকের সহিত সমভাগ লৌহচূর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তিন দণ্ডের মধ্যে উষ্ণ হইলে তাম্রপাত্রে করিয়া ধান্যরাশি মধ্যে শরা ঢাকা দিয়া রাখিবে। ৩ দিনের পর তুলিয়া পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রগালিত করিলে উক্ত লৌহ জলবৎ হইয়া নির্গত হইবে। এই রূপে স্বর্ণাদি সর্ব্বধাতুকেই জলবৎ করা যায়। স্বর্ণাদি সপ্তধাতুকে সমভাগ রস ও গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সিকতাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিলে মারিত হয় এবং অমৃত তুল্য হয়। প্রচুর ফল দর্শন হেতু ত্রিগুণ গন্ধককে জারিত করা হয়। ষড়্‌গুণাদি গন্ধকে জারিত হইলে সমধিক গুণশালী হয় ॥ ৬ ॥

অথ পৃথক্ ফলশুদ্ধিমারণান্যুচ্যন্তে।

আয়ুর্লক্ষ্মীপ্রভাধীস্মৃতিকর
মখিলব্যাধি বিধ্বংসি পুণ্যং
ভূতাবেশ প্রশান্তিস্মর ভবসুখদং
সৌখ্যপুষ্টিপ্রকাশি।
গাঙ্গেয়ং চাথরূপ্যং গদহরমজ-
রাকারি মেহাপহারি
ক্ষীণানাং পুষ্টিকারি স্ফুটমধিকরণং
কারণং বীর্য্যবৃদ্ধেঃ॥
গুল্মপাণ্ডু পরিণাম শূলক্ক
লেখনং ক্রিমিহরং বিশোধনম্।
প্লীহকুষ্ঠজঠরামশূলজিৎ
শ্লেষ্মবাত হরণং রবিনাম।
রীতিকাশ্লেষ্মপিত্তঘ্নী কাংস্যমুষ্ণঞ্চ লেখনম্।
বঙ্গোদাহহরঃপাণ্ডু জন্তুমেহ বিনাশনঃ॥
দশনাগবলোধাতু বীর্য্যায়ুঃ কান্তিবর্দ্ধনঃ।
রোগান্‌হন্তি মৃতোনাগঃ সেব্যো রঙ্গোঽপিতদ্গুণঃ
তৃষ্ণামশোথশূলার্শঃকুষ্ঠপাণ্ডুপ্রমেহজিৎ।
বয়স্যং গুরুচক্ষুষ্যং সরং মেদোঽনিলাপহং ॥৭॥

অতঃপর পৃথগ্বিধ ফল শোধন ও মারণ কথিত হইতেছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য আয়ুর্‌বৃদ্ধিকর, লক্ষ্মীকর বুদ্ধি প্রভা এবং স্মৃতিকর। ব্যাধিনাশক পুণ্যজনক ভূতাবেশ নিবারক, সুখদ পুষ্টিদ অজরাকারি মেহহারী ক্ষীণতানাশক এবং বীর্য্যবৃদ্ধির কারণভূত।

তাম্র, গুল্ম পাণ্ডু, পরিণামশূল ও ক্রমিনাশক; লেখন এবং বিশোধন। প্লীহা কুষ্ঠ উদর আমশূল এবং বাতশ্লেষ্ম নাশক।

পিতল, শ্লেষ্মঘ্ন এবং পিত্তঘ্ন। কাঁসা, উষ্ণ এবং লেখন। বঙ্গ দাহনাশক পাণ্ডুনাশক, ক্রমিনাশক এবং মেহনাশক। দশবিধ শীষ কান্তি আয়ু এবং বীর্য্য বর্দ্ধক। মৃত শীষ এবং মৃত বঙ্গ উভয়েই সমগুণ ও অশেষ রোগ নাশক এবং তৃষ্ণা শোথ শূল অর্শঃ কুষ্ঠ পাণ্ডু মেহ মেদাদি নাশক। তদ্ভিন্ন বয়োবৃদ্ধিকর, গুরুপাক এবং নেত্রের হিতকর।

লৌহ, আয়ুদাতা বল ও বীর্য্যকর্ত্তা রোগহর্ত্তা কামবর্দ্ধয়িতা. অতএব লৌহ সদৃশ শ্রেষ্ঠ রসায়ন দ্বিতীয় নাই ॥ ৭ ॥

আয়ুঃপ্রদাতা বলবীর্য্যকর্ত্তা
রোগাপহর্ত্তা মদনস্য ধাতা।
অয়ঃসমানং নহি কিঞ্চিদস্তি
রসায়নংশ্রেষ্ঠতমং নরাণাম্।

সামান্যাদ্বিগুণং ক্রৌঞ্চং কালিঙ্গোঽষ্টগুণস্মৃতঃ।
কলের্দ্দশগুণং ভদ্রং ভদ্রাদ্বজ্রং সহস্রধা।
বজ্রাচ্ছতগুণঃ পণ্ডিনিরবির্দশভিস্তু তৈঃ॥
তস্মাৎ সহস্রগুণিতময়ঃ কান্তং মহাগুণম্।
যল্লোহে যদ্গুণং প্রোক্তং তৎ কিট্টে চাপি তদ্গুণং॥৮॥
শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতিবার্ষিকং।
অধমং ষষ্টিবর্ষীয়ং ততোহীনং বিষোপমং।

ইতি মণ্ডূরগুণাঃ।

সহস্রগুণ জারিত কান্তলৌহ মহাগুণশালী হয়। সামান্য লৌহ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চলৌহ দ্বিগুণ উপকারী, কালিঙ্গলৌহ তদপেক্ষা অষ্টগুণ উপকারী, কলিলৌহ অপেক্ষা ভদ্রলৌহ দশগুণ উপকারী, ভদ্রলৌহ অপেক্ষা বজ্রলৌহ সহস্রগুণশালী, পণ্ডিলৌহ তদপেক্ষা শতগুণ উপকারী ইত্যাদি। যে যে লৌহের যে যে গুণ উক্ত হইল, মণ্ডূরলৌহে তৎসমস্তই বিদ্যমান আছে। শতবর্ষীয় মণ্ডূর উত্তম, অশীতিবর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম, ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর অধম এবং তদ্ভিন্ন বিষতুল্য হয়॥ ৮॥

বর্ণমৃত্তিকয়া লিপ্ত্বা মুনিশো ধ্মাপিতং বসু।
শুধ্যতীতি শেষঃ॥ ৯॥

স্বর্ণকে বর্ণমৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া ৭ বার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়॥ ৯॥

মতান্তরম্।

বল্মীকমৃত্তিকাধূমং গৈরিকং চেষ্টকাপটুঃ।
ইত্যেতা মৃত্তিকাঃপঞ্চ জম্বীরৈরারনালকৈঃ।
পিষ্ট্বা লিপ্য স্বর্ণপত্রং শ্রেষ্ঠপুটেন শুধ্যতি॥১০॥

বল্মীকমৃত্তিকা ধূম গিরিমাটি ইষ্টক এবং লবণ এই ৫ প্রকার মৃত্তিকাকে জম্বীর এবং কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিয়া পুট দিলে স্বর্ণপত্র উত্তম বিশুদ্ধ হয়॥ ১০॥ ইতি স্বর্ণশুদ্ধিঃ।

নাগেন টঙ্কণেনৈব দ্রাবিতং শুদ্ধিমিচ্ছতি।
রজতং দোষনির্ম্মুক্তং কিম্বাক্ষারাগ্নিপাচিতং॥১০॥

শীষ ও সোহাগার সহিত গলাইলে, কিম্বা ক্ষারাগ্নিদ্বারা পাক করিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ হয়॥ ১০॥

ইতি রজতশুদ্ধিঃ।

স্নুহ্যর্কক্ষীরলবণ কাঞ্জিকে তাম্রপত্রকং।
লিপ্ত্বা প্রতাপ্য নির্গুণ্ডীরসে সিঞ্চেৎ পুনঃ পুনঃ।
বারান্ দ্বাদশতৎশুধ্যেল্লেপাৎ তাপাচ্চ সেচনাৎ॥ ১১।

তামাকে অর্কক্ষীর দুগ্ধ লবণ এবং কাঁজি একত্র করিয়া পোড়াইবে। পরে নিশিন্দা রস তাহাতে পুনঃ পুনঃ সিক্ত করিবে। এই রূপ ১২ বার লেপন তাপন এবং সেচন দ্বারা তাম্র বিশুদ্ধ হয়॥ ১১॥

অন্যমতং।

গোমূত্রেণ পচেদ্যামং তাম্রপত্রং দৃঢ়াগ্নিনা
শুধ্যতীতিশেষঃ।১২।

তাম্রপত্রকে গোমূত্রের সহিত ১ প্রহর কাল তীক্ষ্ণ অগ্নিতে পাক করিলে শুদ্ধ হয়॥ ১২॥

ইতি তাম্রশুদ্ধিঃ।

রাজরীতিং তথাঘোষং তাম্রবচ্ছোধয়েদ্ভিষক্।
তাম্রবচ্ছোধনং তেষাং তাম্রবদ্গুণ কারকং॥ ১৩।

উত্তম পিতল ও কাঁসাকে তাম্রবৎ জারীত ও শোধিত করিলে উক্ত ধাতুদ্বয় তাম্রবৎ গুণশালী হয়॥ ১৩॥

ঘোষারনাগরঙ্গঞ্চ মিসকৈর্ম্মিতুল্যকৈঃ।
নির্গুণ্ডীরসমধ্যেতু শুধ্যতে নাত্র সংশয়॥১৪॥

কাংস্য হরিতাল শীষ এবং রাঙ্গ সাতবার নিশিন্দা রসে দগ্ধ পূর্ব্বক ৭ বার ডুবাইলে শুদ্ধ হয়॥ ১৪॥

কাংস্য হরিতাল সীস এবং রঙ্গ শুদ্ধি।

ত্রিফলাষ্টগুণেতোয়ে ত্রিফলাষোড়শং পলম্।
তৎক্বাথে পাদশেষে তু লৌহস্য পলপঞ্চকম্॥
কৃত্বা পত্রাণি তপ্তানি সপ্তবারান্নিষেচয়েৎ।
এবং প্রলীয়তে দোষো গিরিজো লৌহসম্ভবঃ॥
তত্তদ্ব্যাধুপেযুক্তৌষধিনিষেকাংশ্চ কুর্য্যাৎ।
সর্ব্বাভাবে নিষিক্তব্যং ক্ষীরতৈলাজ্যগোজলে।
এতত্তুশোধিতস্য গুণাধিক্যায় ॥১৫॥

ত্রিফলা ১৬ পল জল ১২৮ পল শেষ ৩২ পল ক্বাথে লৌহপত্র ৫ পল পোড়াইয়া সাতবার ডুবাইলে লৌহের গিরিজ দোষ দূরীভূত হয়। এবং সেই২ ব্যাধিনাশক ঔষধক্বাথে ডুবাইলেও শুদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাভাবে দুগ্ধ তৈল ঘৃত এবং গোমূত্রে নির্ব্বাপিত করিবে। এই প্রক্রিয়াটি শোধিত লৌহের গুণাধিক্যের জন্য জানিবে ॥ ১৫ ॥

অমস্বং লোহবচ্ছোধ্যং তাম্রবত্তাপ্যসন্ধকম্।
রসকালশিলা তুথ সত্বং ক্ষারাম্লপাচনৈঃ॥
দিনৈকেনৈব শুধ্যন্তি ভুনাগাদ্যাঃ তথাবিধৈঃ॥১৬॥

অভ্রকে লৌহবত্ শোধন করিবে, এবং রৌপ্যকে তাম্রবৎ শোধন করিবে। আর পারা হরিতাল মনছাল তুঁতে এবং ভুনাগাদি (সীস) ধাতুকে ক্ষারাম্ল দ্বারা ১দিন পাক করিলেই বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি শুদ্ধিঃ।

অথ মারণম্।

সমসূতেন বৈ পিষ্টিং কৃত্বাগ্নৌ নাশয়েদ্রসম্।
স্বর্ণং তৎসমভাগেনান্যপুটিতং ভস্ম জায়তে ॥১৭॥

স্বর্ণ ও পারদ সমভাগে লইয়া চাকি করিয়া অগ্নিতে পুট দিলে পারদভাগ নষ্ট হইবে, পরে সেই সুবর্ণকে সমভাগ তামার সহিত পুটদিলেই ভস্মীভূত হইবে ॥ ১৭ ॥

মতান্তরম্।

হেমপত্রাণি সূক্ষ্মাণি জম্বাম্ভোনাগভস্মতঃ।
লেপতঃ পুটযোগেন ত্রিবারং ভস্মতাং নয়েৎ॥
পুনঃ পুটেস্ত্রিবারং তং লেপ্যতো নাগহানয়ে॥১৮

সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্রকে সীসভস্ম ও লেবুর রসের সহিত লিপ্ত করিয়া ৩ বার পুট দিলেও স্বর্ণ ভস্মীভূত হয়; পরে সীসনাশের জন্য স্বর্ণকে হিঙ্গুলের সহিত ৩ বার পুট দিবে ॥ ১৮ ॥

মতান্তরম্।

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্বে কৃত্বাতু গোলকম্।
ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ।
ত্রিংশদ্বনোপলৈর্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ।
নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৯

পারা ও সুবর্ণ সমান একত্র খল করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে, পরে মুষামধ্যে উভয়ের সমান গন্ধক ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে প্রদানপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া ৩০ খানা বিলঘুটেতে ১৪ পুট দিবে। প্রতিপুটেই ৩০ খানা ঘুটে ও গন্ধক দেওয়া আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ায় সুবর্ণ ভস্মীভূত হয় ॥ ১৯ ॥

মতান্তরম্।

স্বর্ণমাবর্ত্ত্য তোলৈকং মাষৈকং শুদ্ধনাগকম্।
ক্ষিপ্ত্বা চায়েন সংচূর্ণ্য তত্তুল্যৌ গন্ধমাক্ষিকৌ॥
অম্লেন মর্দ্দয়েদ্যামং কৃত্বা লঘুপুটে পচেৎ।
গন্ধঃ পুনঃ পুনর্দেয়ঃ ম্রিয়তে দশভিঃ পুটৈঃ ॥২০॥

স্বর্ণ ১ তোলা এবং সীস ১ মাষা অম্লসংযোগে একত্র অগ্নিতে আবর্ত্তন করিয়া পরে চূর্ণ করিবে, সেই চূর্ণের সহিত সমভাগ গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রদানপূর্ব্বক অম্লরসদ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১০

পুট দিবে। প্রতিপুটেই গন্ধক দিয়া মর্দ্দন করিবে। এইরূপেও উত্তমরূপ স্বর্ণ ভস্ম হয়॥ ২০॥

ইতি স্বর্ণমারণম্।

দ্বিধায় পিষ্টিং সূতেন রজতস্যাথ মেলয়েৎ।
তালগন্ধকসমং পশ্চান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ॥
দ্বিত্রৈঃপুটৈ র্ভবেদ্ভস্ম যোজ্যমেবং রসাদিষু॥২১॥

রৌপ্যপত্র এবং পারদ একত্র করিয়া তাহাতে রৌপ্যের সমান হরিতাল ও গন্ধক প্রদানপূর্ব্বক লেবুর রসের সহিত খল করিবে ও চাকি প্রস্তুত করিবে। পরে মূষাভ্যন্তরে পূরিয়া গজপুট দিবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া রসায়নোপযোগী হয়॥ ২১॥

ইতি রৌপ্যমারণম্।

গন্ধেন তাম্রতুল্যেন হ্যম্লপিষ্টেন লেপয়েৎ।
কণ্টবেধ্যং তাম্রপত্রমন্ধামূষ্যা পুটে পচেৎ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েত্তস্মিন্ পাদাংশাং গন্ধকং ক্ষিপেৎ।
পাচ্যং জম্বীরসাপিষ্টং সম্যো গন্ধশ্চতুঃপুটে।
মাতুলুঙ্গদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা পুটমেকং প্রদাপয়েৎ।
সিতশর্করয়াপ্যেবং পুটদানে মৃতির্ভবেৎ॥২২॥

তামার সমান গন্ধক অম্লরসে পেষণ পূর্ব্বক সূক্ষ্ম তাম্র পত্রকে লিপ্ত করিয়া অন্ধমূষায় পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সেই তামার চতুর্থাংশ গন্ধক দিয়া জম্বীররসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৪ বার পুট-দিবে। প্রতি পুটেই চতুর্থাংশ গন্ধক দিবে। পরিশেষে টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া ১ পুট এবং চিনির সহিত ১ পুট দিবে॥ ২২॥

তাম্রপাদাংশতঃ সূতং তাম্রতুল্যং তু গন্ধকম্।
কন্যাদ্রবেণ সংপিষ্য তাম্রপত্রাণি লেপয়েৎ॥
নিঃক্ষিপ্য হণ্ডিকামধ্যে শরাবেণ নিরোধয়েৎ।
হণ্ডিকাং পটুনাপূর্য্য পচেদ্যামত্রয়ং ভিষক্॥
সূতাভাবে ভিষক্ যুক্ত্যেবং ত্রিহিঙ্গুলমর্পয়েৎ।
ততো ম্রিয়তে ইতি শেষঃ॥ ২৩॥

তামারপাত ৪ ভাগ গন্ধক ৪ ভাগ পারা ১ ভাগ, গন্ধক ও পারা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লেপন পূর্ব্বক হণ্ডিকা মধ্যে রাখিয়া হণ্ডিকাকে লবণ পূর্ণ করিবে, এবং হণ্ডিকার মুখে শরা ঢাকাদিয়া ৩ প্রহর জ্বাল দিলে, তাম্র জারিত হয়; সূতাভাবে ৩ ভাগ হিঙ্গুল দিবে॥ ২৩॥

ইতি তাম্রমারণম্।

অম্লপিষ্টং মৃতং তাম্রং শূরণস্থং বহির্মৃদা।
পুটেৎ পঞ্চামৃতৈর্ব্বাপি ত্রিধা বান্ত্যাদিশান্তয়ে॥
শূরণপুটপক্ষে বৃহৎপুটপ্রদানম্॥২৪॥

জারিত তাম্রকে অম্লপিষ্ট করিয়া ওলের মধ্যে ভরিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক তিনবার পুট দিলে তাম্রের বান্তিদোষ নষ্ট হয়, কিম্বা পঞ্চামৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পুটদিলেও বান্তিদোষ শান্ত হয়। শূরণপুট পক্ষে বৃহৎপুটদান আবশ্যক॥ ২৪॥

জম্বীরাম্ভসা সৈন্ধবসংযুতেন সগন্ধকং ক্ষালয়েৎ শুল্বপত্রম্। পঞ্চাগ্নিমানং পুটয়েৎ সুযুক্ত্যা বান্ত্যাদিকং যাবদুপৈতি শান্তিম্॥২৫॥

লেবুর রস সৈন্ধব গন্ধক এবং তাম্রপত্র একত্র মর্দ্দনদ্বারা পঙ্কবৎ করিয়া পুট-পাক করিলেও বান্তিদোষ নষ্ট হয়॥২৫॥

নাগং খর্পরকে নিধায় কুনটীচূর্ণং দদীত ক্রমে।
নিম্বুদ্রবগন্ধকেন পুটিতং ভস্মীভবত্যাশু তৎ।
এবং তালকবাপতস্তু কুটিলং চূর্ণীকৃতং তৎপুটেৎ।
গন্ধাম্লেন সমস্তদোষরহিতং যোগেষু যোজ্যন্তবেৎ॥
ভুজঙ্গমমগন্ধাম্লা পিষ্ট্বা পত্রং প্রলেপয়েৎ।
তত্র সংবিক্ষতে নাগে বাসানাগং সমুদ্ভবম্॥
ক্ষারং বা নিধয়েত্তত্র চতুর্থাংশং প্ররক্ষিতঃ।

প্রহরং পাচয়েচ্চুল্ল্যাং বাসাদণ্ডাবঘট্টিতম্ ॥
ততঃ উদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং বাসানীরৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
পুটেৎ পুনঃ সমুদ্ধৃত্য তেনৈব পরিমর্দ্দয়েৎ ॥
এবং সপ্তপুটৈঃ নাগঃ সিন্দূরো জায়তে ধ্রুবম্।
তারস্য রঞ্জনো নাগো বাতপিত্তকফাপহঃ ॥২৬॥

মৃৎপাত্রে সীস রাখিয়া তাহাতে অল্প ছাল গন্ধক এবং লেবুর রস প্রদান পূর্ব্বক পুটদিলে আশু সীস ভস্মীভূত হয়। এই রূপ হরিতালচূর্ণ গন্ধক ও লেবুর রসের সহিত পুট দিলেও ভস্মীভূত ও সর্ব্বদোষ রহিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রযুক্ত হয়।

অগস্ত্যপত্র (বাসক) পেষণ পূর্ব্বক সীসকে প্রলেপ দিয়া অগ্নিতাপে বিদ্রুত হইলে তাহার সহিত চতুর্থাংশ বাসক ও অপামার্গক্ষার মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে ১ প্রহর কাল পাক করিবে এবং বাসকের দণ্ডদ্বারা ঘুটিবে। তদনন্তর উদ্ধৃত ও চূর্ণ করিয়া বাসকক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ৭ বার পুট দিবে। তাহা হইলেই সীস সিন্দুরবৎ হইবে। এই সীস রৌপ্যকে রঞ্জিত করে এবং সন্নিপাতিক রোগ নষ্ট করে ॥ ২৬ ॥

ইতি নাগসিন্দূরম্।

লৌহং পত্রমতীব তপ্তমসকৃৎ ক্বাথে ক্ষি-
পেৎ ত্রৈফলে, চূর্ণীভূতমতো ভবেৎ ত্রিফ-
লজে ক্বাথেঽথবা গোজলে। মৎস্যাক্ষী
ত্রিফলারসেন পুটয়েদ্যাবন্নিরুত্থং ভবেৎ।
পশ্চাদ্বারিতমস্তু ৎং সুপুটিতং সিদ্ধং ভবে-
দায়সম্ ॥ ২৭ ॥

লৌহপত্রকে লাল করিয়া বার বার ত্রিফলার ক্বাথে ডুবাইয়া চূর্ণিত করিবে। পরে ত্রিফলা গোমূত্রে কিম্বা শালিঞ্চার রসে বার বার মর্দ্দন করিলে ও পুট দিলে লৌহ জারিত হয় ॥ ২৭ ॥

মতান্তরম্—

পরিপ্লুতং দাড়িমপত্রবারা লৌহং রজঃ
স্বল্পং লৌহিকায়াম্। ত্রিযেত বস্ত্রাবৃত
মতত্তাপা রোজাৎ পুটে স্যাৎ ত্রিফলাদি-
ক্বাথান্ ॥ ২৮ ॥

লৌহচূর্ণকে কটরাস্থ দাড়িম পত্রের রসে ডুবাইয়া রাখিবে, পরে বস্ত্রাবৃত করিয়া রৌদ্রসংযোগদ্বারা শুষ্ক করিবে, তৎপরে ত্রিফলাদি ক্বাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুট দিলে লৌহমৃত হইবে ॥ ২৮ ॥

পুটবাহুল্যং গুণাধিক্যায় শতাদিপুটেচ্ছুকে
মৃদ্ধামিতং কৃত্বা পুটান্ দদ্যাৎ বস্ত্রপূতঞ্চ
ন কুর্য্যাৎ।
ত্রিফলাদিরমৃতসারলৌহে বক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥

পুটবাহুল্য গুণাধিক্যের জন্য শতাদি পুট দিতে হইলে লৌহকে মুদ্গসদৃশ করিয়া পুটদিবে, বস্ত্রপূত করিবেন না। ত্রিফলাদি কি তাহা অমৃতসারলৌহে বলিবেন ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বমেতন্মৃতং লৌহং ধ্মাতব্যং মিত্রপঞ্চকৈঃ।
যদোদ্যং স্যাৎ নিরুত্থানং সেব্যং বারিতরং হিতৎ ॥
মধ্যাজ্যাং মৃতলৌহঞ্চ রৌপ্য সংপুটকে ক্ষিপেৎ।
রুদ্ধ্বাধ্মাতে চ সংগ্রাহ্যং রূপ্যকং পূর্ব্বমানকম্ ॥
তদা লৌহং মৃতং বিদ্যাদন্যথা মারয়েৎ পুনঃ।
গন্ধকং চোত্থিতং লৌহং তুল্যং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ ॥
দিনৈকং কন্যকাদ্রাবৈরুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।
ইত্যেবং সর্ব্বলৌহানাং কর্ত্তব্যোঽয়ং নিরুত্থিতিঃ।৩০

স্বর্ণাদি সর্ব্বপ্রকার ধাতুকে মিত্রপঞ্চক দ্বারা পুটিত করিবে। এইরূপ করিয়া মৃত হইলেই তাহা বারিবৎ সেবনীয় হয়। মৃত লৌহকে মধু ও ঘৃতের সহিত রৌপ্য-পুটমধ্যে স্থাপিত করিয়া পুট দিলে যদি রৌপ্য পূর্ব্বপরিমিতই থাকে তবে লৌহ

ঠিক হইয়াছে জানিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। যদি তাহা না হয় তবে লৌহকে পুনর্ব্বার পুট দিবে। সর্ব্বধাতু মারণেই এইরূপ করিবে ॥ ৩০ ॥

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণৌ সর্ব্বলোহাধ্যায়ো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ বিষোপবিষ সাধনাধ্যায়ং ব্যাচক্ষ্মহে।

অনন্তর বিষ ও উপবিষ সাধনাধ্যায় বলিতেছেন।

বিষং হি নাম নিখিলরসায়নানামূর্জ্জস্ব-মখিলব্যাধিবিধ্বংসবিধায়কতামামানয়তি।

বিষ সমস্ত রসায়নের মধ্যে ওজস্বি এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনাশক।

যবাষ্টকং ভবেদ্যাবদভ্যস্ত তিলমাত্রয়া।
সর্ব্বরোগোপশমনং দৃষ্টিপুষ্টিকরং ভবেৎ ॥১॥

বিষ ১ তিল মাত্রা হইতে ক্রমে ৮ যব মাত্রা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বরোগ বিনাশক দৃষ্টিকর এবং পুষ্টিকর হয়।১।

তৎ খল্বষ্টাদশপ্রকারং ভবতি। তত্র শক্তুক মুস্তককৌর্ম্মদর্ব্বীক সার্ষপসৈকতবৎসনাভ-শ্বেতশৃঙ্গিকেদানি প্রয়োগার্থম হরণীয়ানি ভবন্তি ॥২॥

বিষ ১৮ প্রকার। তন্মধ্যে শক্তুক মুস্তক কৌর্ম্ম দর্ব্বীক সার্ষপ সৈকত বৎসনাভ, শৃঙ্গীবিষ এই আট প্রকার সৌম্য বিষ, ইহারাই সর্ব্বদা ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ২।

বিষলক্ষণম্—

চিত্রমুৎপলকন্দাভং সুপেষ্যং শক্তুবদ্ভবেৎ।
শক্তুকং তদ্বিজানীয়াৎ দীর্ঘবেগং মহোল্বণম্ ॥
হ্রস্ববেগঞ্চ রোগঘ্নং মুস্তকং মুস্তকাকৃতি।
কূর্ম্মাকৃতিভবেৎ কৌর্ম্ম্যং দর্ব্বিকোহি ফণাকৃতিঃ ॥
জ্বরঘ্নং সার্ষপং রৌদ্রি সর্ষপাভকণাচিতম্।
স্থূলসূক্ষ্মৈঃ কণৈর্যুক্তঃ শ্বেতপীতৈর্ব্বিলোমকঃ ॥
জ্বরাদিসর্ব্বরোগঘ্নঃ কন্দঃ সৈকতমুচ্যতে।
যঃ কন্দো গোস্তনাকারো ন দীর্ঘঃ পঞ্চমাঙ্গুলাৎ।
ন স্থূলো গোস্তনাদূর্দ্ধং দ্বিবিধো বৎসনাভকঃ ॥
আশুকারী লঘুত্যাগী শুক্লঃ কৃষ্ণোঽন্যথা ভবেৎ।
প্রযোজ্যো রোগহরণে জারণায়াং রসায়নে ॥৩॥

যে বিষ পদ্মকন্দ সদৃশ বাটিলে শক্তুবৎ হয় এবং দীর্ঘবেগশালী ও অত্যুগ্র হয়, তাহাকে চিত্রক বিষ কহে।

যে বিষ মন্দবেগ, রোগঘ্ন এবং নাগর মুস্তাকৃতি তাহাকে মুস্তক বিষ কহে। যে বিষ কচ্ছপাকৃতি তাহাকে কৌর্ম্ম কহে। যে বিষ সর্পফণাকৃতি, তাহাকে দর্ব্বীক কহে। যাহা জ্বরনাশক, সর্ষপাভ এবং পিঙ্গলীসদৃশ তাহাকে সার্ষপ কহে। যাহা শ্বেত পীত স্থূল এবং সূক্ষ্ম বিন্দুযুক্ত তাহাকে বিরোমক কহে।

সৈকত বিষ জ্বরাদি সর্ব্বরোগঘ্ন হয়। যাহা গোস্তনাকার পাঁচ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ নহে, এবং গোস্তন অপেক্ষা স্থূল নহে, তাহাকে বৎসনাভ কহে। বৎসনাভ বিষ দ্বিবিধ শুক্ল ও কৃষ্ণ, তন্মধ্যে শুক্ল আশুকারী, লঘুত্যাগী হয়, কৃষ্ণ বিষ ইহার বিপরীত গুণকারী হয়। অতএব উহাকে রোগনাশবিষয়ে রসায়ন বিষয়ে এবং জারণ বিষয়ে প্রয়োগ করিবে।

আর গোশৃঙ্গবিষ দুই প্রকার, এক অন্তর ও বাহ্যে কৃষ্ণ বর্ণ, দ্বিতীয় অন্তরে ও বাহিরে শ্বেতবর্ণ। ঐ শক্তুকাদি বিষে বাতরক্ত ত্রিদোষ মেহ অপস্মার উন্মাদ এবং কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩ ॥

কালকূটমেষশৃঙ্গীদর্দুর হলাহল কর্কোটি
গ্রন্থিহারিদ্ররক্তশৃঙ্গীকেশরযমদংষ্ট্র প্রভে-
দেন দশ বিষাণি পরিবর্জ্জনীয়ানি ॥৪॥

কালকূট মেষশৃঙ্গী দর্দ্দুরক হলাহল কর্কোটক গ্রন্থি হারিদ্রক রক্তশৃঙ্গী, কেশরক এবং যমদংষ্ট্র এই দশ প্রকার বিষ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪ ॥

বৃত্তকন্দো ভবেৎ কৃষ্ণো জম্বীরফলবচ্ছয়ঃ।
তৎকালকূটং জানীয়াৎ ঘ্রাতমাত্রং মৃতিপ্রদম্ ॥
মেষশৃঙ্গাকৃতিঃ কন্দো মেষশৃঙ্গীচ কীর্ত্ত্যতে।
দর্দুরাকৃতিকন্দঃ স্যাদ্দর্দুরঃ কথিতস্তু সঃ ॥
অন্তর্নীলবহিঃশ্বেতং বিজানীয়াৎ হলাহলম্।
কর্কোটকাভং কর্কোটিঃ রেখাভ্যন্তরতো মৃদু ॥
হরিদ্রাগ্রন্থিবদ্‌গ্রন্থিঃ সঃ স্যাৎ কৃষ্ণোঽতিভীষণঃ।
মূলাগ্রয়োঃ সুবৃত্তঃ স্যাদায়তঃ পীতগর্ভকঃ ॥
কঞ্চুকাঢ্যঃ স্নিগ্ধপর্ব্বা হারিদ্রঃ শক্তুকন্দকঃ।
গোশৃঙ্গাগ্রোঽথ সংক্ষিপ্তো নাসযাসৃক্ প্রবর্ত্ততে ॥
কন্দো লঘুর্গোস্তনবদ্রক্তশৃঙ্গীতি তদ্বিষম্।
শুষ্কার্দ্র ইব কিঞ্জল্কমধ্যে তৎ কেশরং বিদুঃ ॥
শ্বদংষ্ট্রারূপসংস্থা যা যমদংষ্ট্রা চ সোচ্যতে।
রসায়নে ধাতুবাদে বিষবাদে ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥
দশৈতানি প্রযুজ্যন্তে ন ভৈষজ্যরসায়নে ॥৫॥

যাহার কন্দ বর্ত্তুলাকার কৃষ্ণবর্ণ, জম্বীর ফল সদৃশ ও বর্ত্তুল, তাহাকে কালকূট কহে। ইহার আঘ্রাণ মাত্র মৃত্যু হয়। যাহার কন্দ মেষশৃঙ্গাকৃতি তাহাকে মেষশৃঙ্গী কহে। যাহার আকার ভেকসদৃশ তাহাকে দর্দ্দুরক কহে। অন্তরে নীল ও বাহ্যে শুভ্রতাযুক্ত বিষকে হলাহল কহে। যাহা কর্কোটকসদৃশ ও অভ্যন্তরে মৃদু তাহাকে কর্কোটক বিষ কহে। যাহা হরিদ্রাগ্রন্থিসদৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহা অতি ভীষণ ও তাহাকে গ্রন্থিবিষ কহে। যে বিষ মূল ও অগ্রে বৃত্ত ও আয়ত, এবং যাহার অভ্যন্তর পীতবর্ণ, কঞ্চুকব্যাপ্ত স্নিগ্ধপর্ব্ব, তাহাকে হারিদ্রক কহে। যাহার অগ্রভাগ গোশৃঙ্গবৎ সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত, যাহার নাসিকা হইতে রক্তবৎ স্রাব হয়, লঘুকন্দ এবং গোস্তনবৎ তাহাকে রক্তশৃঙ্গী কহে। যাহার অভ্যন্তর শুষ্কার্দ্রক সদৃশ শুণ্ডাবিশিষ্ট তাহাকে কেশরক কহে। যাহা কুক্কুর দংষ্ট্রাকার তাহাকে যমদংষ্ট্র বিষ কহে। এই দশবিধ বিষ কোথাও কোথাও প্রয়োগ করিবে। কিন্তু কোন রসায়ন ঔষধে ব্যবহার করিবে না ॥ ৫ ॥

উপাদেয়ানামষ্টপ্রভেদানাং শুদ্ধিরভিধীয়তে। যথা
উদ্ধরেৎ ফলপাকে চ বিষং সিদ্ধং ঘনং গুরু।
অব্যাহতং বিষহরৈর্ব্বাতাদিভিরশোধিতম্ ॥
বিষভাগাংশ্চণকবৎ স্থূলান্ কৃত্বা তু ভাজনে।
তত্র গোমূত্রকং ক্ষিপ্ত্বা প্রত্যহং নিত্যনূতনম্ ॥
শোষয়েত্রিদিনাদূর্দ্ধং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ।
প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেন তদ্বিষম্ ॥৬॥

সিদ্ধ ঘন, গুরু, এবং বিষহর বাতাদি দ্বারা অদূষিত ও অশুদ্ধ বিষ ফলপাকান্তে উদ্ধৃত করিবে। উদ্ধৃত বিষকে চণকবৎ স্থূল খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃণ্ময় পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক গোমূত্র সংযোগে তিন দিন রাখিয়া, তদনন্তর আতপে শুষ্ক করিবে। গোমূত্র প্রত্যহ নূতন দিবে। পরে সেই বিষ ভাগ পরিমিত ঔষধে ব্যবহার করিবে ॥ ৬ ॥

সমটঙ্কণসংপিষ্টং তদ্বিষং মৃতমুচ্যতে।
যোজয়েৎ সর্ব্বরোগেষু ন বিকারং করোতি তৎ ॥৭॥

বিষ ও সোহাগা সমভাগে পেষণ করিলে বিষ মারিত হয়। সেই বিষ ব্যবহারে কোন বিকার আইসে না ॥ ৭ ॥

অতিমাত্রং যদা ভুক্তং বমনং কারয়েত্তদা।
অজাদুগ্ধং সদেত্তাবৎ যাবচ্ছান্তির্ন জায়তে ॥
অজাদুগ্ধং যদা দেহে স্থিরীভবতি দেহিনঃ।
বিষবেগং তদোত্তীর্ণং জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥
বিষং তদাত্রসঃ পীতঃ রজনীমেঘনাদয়োঃ।
সর্পাক্ষী টঙ্কণং বাপি ঘৃতেন বিষহৃৎপরম্ ॥
পুত্রজীবকমজ্জা বা পীতো নিম্বুকদ্রাবিণা ॥৮॥

অতিমাত্র বিষভক্ষণ করিলে, বমন দিবে। যে পর্য্যন্ত বান্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধ সেবন করাইবে। ছাগদুগ্ধ যখন রোগীর কোষ্ঠে স্থিরীভূত হইবে তখন এই বুঝিতে হইবে যে, বিষবেগ কাটিয়া গিয়াছে। হরিদ্রা, এবং মেঘনাদরস এবং গন্ধনাকুলী বা সোহাগা ঘৃতের সহিত পান করিলে ও বিষ নষ্ট হয়। জিয়াপুতার অস্থিমজ্জা নেবুররসের সহিত সেবনেও বিষদোষ নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শ্বেতো রক্তশ্চ পীতশ্চ কৃষ্ণশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়শ্চ শূদ্রকঃ ॥
সর্ব্বরোগহরো বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো রসবাদকৃৎ।
বৈশ্যোঽপি রোগহর্ত্তা স্যাৎ শূদ্রঃ সর্ব্বত্র নিন্দিতঃ ॥
রক্তসর্ষপতৈলেন লিপ্তে বাসসি ধারয়েৎ।
ব্রাহ্মণো দীয়তে রোগে ক্ষত্রিয়ো বিষভক্ষণে ॥
বৈশ্যো ব্যাধিষু দাতব্যঃ সর্পদষ্টায় শূদ্রকঃ।
শরদ্‌গ্রীষ্মবসন্তেষু বর্ষাসু চ তু দাপয়েৎ ॥
চতুর্মাসে হরেদ্রোগান্ কুষ্ঠলূতাদিকানপি।
প্রথমং সর্ষপং মাত্রা দ্বিতীয়ে সর্ষপদ্বয়ম্ ॥
তৃতীয়ে চ চতুর্থে চ পঞ্চমে দিবসে তথা।
ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব ক্রমবৃদ্ধ্যা বিবর্দ্ধয়েৎ ॥
সপ্তসর্ষপমাত্রেণ প্রথমং সপ্তকং নয়েৎ।
ক্রমহান্যা তদ্দানেনৈবং দ্বিতীয়সপ্তকং বিষম্ ॥
যবমাত্রং বিষং দেয়ং তৃতীয়ে সপ্তকে ক্রমাৎ ॥
বৃদ্ধ্যা হান্যা চ দাতব্যং চতুর্থে সপ্তকে তথা।
যবমাত্রং গ্রসেৎ স্বস্থো গুঞ্জামাত্রন্তু কুষ্ঠবান্ ॥
অশীতির্যস্য বর্ষাণি চতুর্ব্বর্ষাণি যস্য বা।
বিষং তস্মৈ ন দাতব্যং দত্তং চৈব দোষকারকম্ ॥
দাতব্যং সর্ব্বরোগেষু ঘৃতাশিনি হিতাশনি।
ক্ষীরাশনং প্রয়োক্তব্যং রসায়নরতে নরে ॥
ব্রহ্মচর্য্যং প্রধানং হি বিষকল্পে তদাচরেৎ।
পথ্যাঃ সুস্থমনা ভূত্বা তদা সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥
মাত্রাধিকং যদা বৈদ্যঃ প্রমাদাদ্ভক্ষয়েদ্বিষম্।
অষ্টৌ বেগাস্তদা তস্য জায়ন্তে চৈব দেহিনঃ ॥
প্রশমঃ প্রথমে বেগে দ্বিতীয়ে বেপথুর্ভবেৎ।
তৃতীয়বেগে দাহঃ স্যাৎ চতুর্থে পতনং ভুবি ॥
ফেণস্তু পঞ্চমে বেগে ষষ্ঠে বিকলতা ভবেৎ।
জড়তা সপ্তমে বেগে মরণঞ্চাষ্টমে ভবেৎ ॥
বিষবেগানিতি জ্ঞাত্বা মন্ত্রতন্ত্রৈর্ব্বিনাশয়েৎ।
ন ক্রোধিতে ন পিত্তার্ত্তে ন ক্লীবে রাজযক্ষ্মণি।
ক্ষুত্তৃষ্ণাশ্রমকর্ম্মার্ত্তসেবিনি ক্ষয়কর্ম্মণি।
গর্ভিণীবালবৃদ্ধেষু ন বিষং রাজমন্দিরে ॥
ন দাতব্যং ন ভোক্তব্যং বিষংবাদে কদাচন।
আচার্য্যেণ তু ভোক্তব্যং শিষ্যপ্রত্যয়কারকম্ ॥৯

শ্বেতরক্ত পীত এবং কৃষ্ণ ৪ প্রকার বিষ। তন্মধ্যে শ্বেত ব্রাহ্মণ, রক্ত ক্ষত্রিয়, পীত বৈশ্য এবং কৃষ্ণ শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিষ সর্ব্বরোগ নাশক, ক্ষত্রিয় বিষ বিষপ্রয়োগে প্রশস্ত, বৈশ্য রোগনাশক এবং শূদ্র সর্ব্বত্র নিন্দনীয়। রক্তসর্ষপতৈল দ্বারা লিপ্তবস্ত্রে বিষ ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ বিষ রোগে প্রযোজ্য, ক্ষত্রিয়বিষ বিষভক্ষণে প্রযোজ্য, বৈশ্য বিষ রোগসমূহে প্রযোজ্য। শরৎ গ্রীষ্ম বসন্ত এবং বর্ষাকালে বিষদানদ্বারা কুষ্ঠ ও লূতাদিরোগ নষ্ট করিবে। প্রথমে মাত্রা ১ সরিষা; দ্বিতীয় দিবসে ২ সরিষা এইরূপ এক সরিষা করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। প্রথম সপ্তাহে ৭ সর্ষপ চলিবে, দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ মাত্রা দিয়া তৃতীয় সপ্তাহে যবমাত্রায় প্রদান করিবে। চতুর্থ সপ্তাহে হ্রাস ও বৃদ্ধির স-